[পৌরাণিক পঞ্চাঙ্ক নাটক]

নট্ট কোম্পানীর দলে অভিনীত

শ্রীফণিভূষণ বিদ্যাবিনোদ
প্রণীত

১৩৪৪

প্রথম মুদ্রণ

প্রকাশক

শ্রীভোলানাথ দেবশর্ম্মা

১৪।১ নং গোপীকৃষ্ণ পাল লেন,

কলিকাতা।

নিবেদন

মধু কৈটভ নাটক লিখতে গিয়ে প্রথমতঃ ভেবে পেলুম না কি লিখবো—মসী লেখনী আর কয়েকখণ্ড কাগজ সম্মুখে রেখে দেখলুম অকূল পাথার—একেবারে প্রলয়পয়োধি নীর! সেখানে শুধু ভেসে আছেন অনন্ত শয়নে সাক্ষাৎ শ্রীবিষ্ণু—এই ভেবেই আমার দোয়াত কলম কাগজ—সব সেই প্রলয় জলে ভেসে গেল! পৃথিবী ধ্বংসের পর পেলুম প্রলয় সলিল—প্রলয় সলিলে পেলুম একমেবাদ্বিতীয়ম্ মহাপুরুষ শ্রীবিষ্ণুর সন্ধান—ব্যস্—এরপর আর কাকে নিয়ে নাটক রচনা করি? মানুষ পেলুম না—পেলুম দুইটী দৈত্য—শ্রীবিষ্ণুর কর্ণমূলের আবর্জ্জনা হতে যাদের জন্ম। সেই সময় মনে পড়ে গেল ষট্‌চক্র ভেদ তত্ত্ব—আমি আর প্রলোভন সম্বরণ করতে পারলুম না—যথা সম্ভব সেই ষট্‌চক্র অবলম্বনে ঐ দুই দৈত্য মধু আর কৈটভকে নিয়ে ষট্‌চক্রের মধ্য দিয়ে চালিয়ে নিয়ে যাবার প্রয়াস পেলুম—এই মধু কৈটভের মেদ হ'তে শ্রীভগবান মেদিনী সৃষ্টি করেছিলেন। এই পর্য্যন্তই আমার নাটক—তাই নাটকের নাম মেদিনী! এতে আমার ত্রুটি থাকলে আপনারাই সংশোধন করে নেবেন—তাতে আমি নিজেকে ধন্য মনে করবো—

ইতি—

শ্রীফণিভূষণ বিদ্যাবিনোদ

রাধাসতী

অঘোরবাবু কৃত। ইহার অভিনয়ে রাধাকৃষ্ণ যাত্রাপার্টিতে আজ চারিদিকে জয়-জয়কার। ইহাতে তপঃক্লিষ্ট আয়ানের কঠোর তপস্যার ফলে বিষ্ণুর আবির্ভাব ও আয়ানকে বরদান। কেশীদৈত্য নিধন, কংসের ঘোর অত্যাচার, বসুদেবের কারাক্লেশ, জটিলা কুটিলার দর্পচূর্ণ প্রভৃতি পাঠ করুন। (সচিত্র) মূল্য দেড় টাকা, মাশুল পৃথক্।

মহামিলন

অঘোরচন্দ্র কাব্যতীর্থ প্রণীত। শ্যামামা'র বালক-সঙ্গীত-দলে অভিনীত। ইহাতে সেই সিন্ধুরাজ, বিক্রমশোলাঙ্ক, সেনাপতি বলদেব, চন্দ্রনারায়ণ, শ্যামচাঁদ, পেটুকরাম, কাপালিক, লেহু, ভীল সর্দ্দার, প্রভাবতী, পূর্ণিমা প্রভৃতি আছে। (সচিত্র) মূল্য দেড় টাকা, মাশুল পৃথক্।

অঘোরচন্দ্র কাব্যতীর্থ প্রণীত। শশিভূষণ অধিকারীর দলে সুযশে অভিনীত। ইহাতে বঙ্গগৌরব মহারজ প্রতাপাদিত্য ও প্রবল প্রতাপ জগদীশ্বর দিল্লীশ্বর আকবরশাহের বিরুদ্ধে তাঁহার যুদ্ধ কাহিনীর বীরত্ব গাথা আছে; পাঠে হৃদয় অলোড়িত হইবে। (সচিত্র) মূল্য ১॥০ দেড় টাকা, মাঃ পৃথক্।

কৃষ্ণযাত্রা

প্রসিদ্ধ নাট্যকার শ্রীযুক্ত গঙ্গেশকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। রামকৃষ্ণ যাত্রা-পার্টিতে অতি যশের সহিত অভিনীত। শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলাও সমস্ত কাহিনীপূর্ণ এই নাটকের অভিনয়ে সকলেই মোহিত হইয়াছেন, আজ তাহা নিজে পাঠ করিয়া তৃপ্ত হউন। যোগমায়ার আবির্ভাব, মধুর কুঞ্জলীলা, শ্রীকৃষ্ণের কালীমূর্ত্তি ধারণ, গোধন হরণ, শঙ্কর-বরপ্রাপ্ত কৃষ্ণদ্বেষী কংস-সহচর অশ্বাসুরের রামকৃষ্ণ নিধনের আয়োজন প্রভৃতি সমস্তই ইহাতে সুকৌশলে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। মূল্য ১॥০ টাকা, মাঃ পৃথক্।

শ্রীপঙ্কজভূষণ রায় কবিরত্ন প্রণীত

কৃষ্ণ-ভারতী

বা

মদালসা

(নাট্য-বীথি অপেরায় অভিনীত)

ইহাতে শ্রীকৃষ্ণ, ইন্দ্র, পবন, ডুম্বুরু, পাতালকেতু, তালকেতু, নাগরাজ, শত্রুজিত, ঋতধ্বজ, দেবসেন, মানবেন্দ্র, উৎপল, গালব, শারদ্বত, ভারতী, মদালসা, কুন্তলা, অন্নপূর্ণা, কল্যাণী, অপ্সরাগণ, নর্ত্তকিগণ, নাগরিকগণ, সবই আছে, মূল্য ১৷৷০ দেড় টাকা, মাশুল পৃথক্।

ভোলানাথ ব্রাদার্স এণ্ড কোং
১৪।১ নং গোপীকৃষ্ণ পাল লেন—কলিকাতা।

—উৎসর্গ—

নাট্যোমোদী-সুধিবৃন্দ !

মাতৃস্বরূপিণী

মেদিনী

আজ নাটকাকারে

—নাট্য জগতের আসরে অবতীর্ণা—

মেদিনীর

যত্নের ভার আপনাদেরই উপর।

ইতি—

গ্রন্থকার।

নাটকীয় চরিত্র বৃন্দ

পুরুষগণ

শ্রীবিষ্ণু, শ্রীচৈতন্য, ব্রহ্মা, ধর্ম্ম, বিবেক, সুখ, সত্ত্ব, রজ ও তম (গুণত্রয়), যোগিয়া (সুরব্রহ্ম), মধু ও কৈটভ (শ্রীবিষ্ণুর কর্ণক্লেদ হইতে সৃষ্ট দৈত্যদ্বয়), কাম, ক্রোধ, লোভ (মধুর পুত্ররূপে অবতীর্ণ রিপুত্রয়), অহঙ্কার (মধুর সেনাপতি রূপে অবতীর্ণ), মণিহংস (মধুর বিদূষকরূপে অবতীর্ণ ষট্‌চক্রীয়), বরপুত্তুর (ভবিষ্যৎ তথ্য আবিষ্কারক উন্মাদ দার্শনিক), স্থূলবুদ্ধি (মধুব প্রহরিরূপে অবতীর্ণ), অধর্ম্ম, দুঃখ, মুক্তা (জলগর্ভ-জাত রত্ন), পঞ্চভূত ও মুক্ত-পুরুষগণ ইত্যাদি ।

স্ত্রীগণ

যোগনিদ্রা (শক্তি), মোহিনি, অবিদ্যা ও শব্দরূপা (গুণত্রয় শক্তি), প্রবৃত্তি, পৃথিবী, শান্তি (ধর্ম্মপত্নী), সুমতি (মধুর জ্যেষ্ঠা মহিষী), কুমতি (মধুর কনিষ্ঠা মহিষী), মুক্তি (মুক্তার পত্নী), মায়িকাগণ, ও তরঙ্গবালাগণ ইত্যাদি ।

মেদিনী

প্রথম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

স্থুরধুনী তীর

[বিতাড়িতা পৃথিবীর পশ্চাতে অস্ত্রধারী শ্রীবিষ্ণু
উন্মত্তভাবে উপস্থিত হইলেন]

পৃথিবী। ক্ষান্ত হও, ক্ষান্ত হও রমাপতি—আলস্যের মায়ায়—যোগ নিদ্রার কশাঘাতে পৃথিবীর কার্য্য পরিকল্পনার ক্লান্তি নিবারণে সুখ নিদ্রার আশায়—নির্ব্বাপিত করোনা স্বহস্ত রচিত প্রদীপটিকে!

শ্রীবিষ্ণু। আজ প্রদীপ নির্ব্বাণের প্রয়োজন হয়েছে—মুক্তি নাও ধরিত্রী—

পৃথিবী। সর্ব্বংসহা ধরিত্রীকে আর কত শাসন করবে সৃষ্টিপতি?

শ্রীবিষ্ণু। সর্ব্বংসহার সারা বক্ষ আজ ক্ষত-বিক্ষত—প্রতিপালক আমি—দেখছি সেই ক্ষতের যন্ত্রণা—গ্রহণ করছি তোমার মর্ম্ম-মথিত উষ্ণ অশ্রুজলের নিবেদন—সান্ত্বনা দিচ্ছি অহোরাত্র অপলক নেত্রে জাগরণ ব্রত গ্রহণ ক'রে—তাই আজ ক্লান্তি নিবারণে সচেষ্ট! নিদ্রায় আমার সর্ব্ব শরীর অবসন্ন—আর পারবো না আমি তোমার শিয়রে বসে অশ্রু মুছিয়ে সান্ত্বনা দিতে! আমার সকল শান্তির

বাধা তুমি, ক্লান্তি নিবারণের বিপত্তি তুমি— থাকতে দোবো না তোমায় আমার শয়ন শয্যার শিয়রে আগুন ভরা ব্যথার দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলতে! ওগো সর্ব্বংসহা! আজ আমি ভাসিয়ে দোবো আমার অলস দেহ ঘোর সুষুপ্তির কোলে—তাই তার বাধার মূল উৎপাটন করতে তোমার শিয়রে তুলে ধরেছি ধ্বংসের বজ্র! শত্রু তুমি আমার শান্তিতে—আজ ধ্বংস তোমার অনিবার্য্য!

পৃথিবী। এত বড় আদর্শ সৃষ্টির ধ্বংস সাধন ক'রলে সৃষ্টির পালন কর্ত্তার কি তাতে গর্ব্বের ধ্বংস সাধন নয়?

শ্রীবিষ্ণু। সৃষ্টি হয়েছিল মায়ার পিণ্ড মাত্র! মহাপ্রকৃতি যোগনিদ্রার ছলনায় নিদ্রার স্বপ্ন তুমি—স্বপ্ন সাম্রাজ্যের আধার মাত্র—আমি ভোগ করেছি সেই স্বপ্ন, আমার গভীর নিদ্রায় যা সম্পূর্ণ বাধা! মায়ার কুহকে জাগরণে একটা যুগ কাটিয়েছি—এইবার ভোগ ক'রবো প্রকৃত নিদ্রা!

পৃথিবী। আমিও আবাহন ক'রছি তোমার নিদ্রার—আমার অঙ্ক শয়নে তোমার শান্তির উপাধান রচনা ক'রে!

শ্রীবিষ্ণু। মায়ার আগুনে আবার মাথা দোবো নিদ্রার আবেশ চরিতার্থ ক'রতে?

পৃথিবী। তবে কি ক'রতে চাও?

শ্রীবিষ্ণু। তোমায় ধ্বংস ক'রতে চাই!

পৃথিবী। কোন্ অপরাধে প্রতিপালক?

শ্রীবিষ্ণু। তোমার মায়ামূর্ত্তির কুহক বিস্তারের অপরাধে!

পৃথিবী। সে মায়া কি তোমারই অন্তরের প্রেরণায় সৃষ্টি নয়?

শ্রীবিষ্ণু। মায়া সৃষ্টি আমার অন্তরের দুর্ব্বলতায়—নিদ্রার তন্দ্রায়! আজ অপসারিত ক'রবো সেই মায়া!

পৃথিবী। মায়া যদি—তবে আমার চিত্ত, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, পঞ্চ-ইন্দ্রিয়, ক্ষিতি অপ্ তেজ মরুৎ ব্যোম তোমাতে জড়িত কেন ?

শ্রীবিষ্ণু। যোগনিদ্রার ছলনায় মায়ায় জড়িত ব'লে !

পৃথিবী। মায়া কি তবে বন্ধন ?

শ্রীবিষ্ণু। বন্ধন নয় ? এতদিনে সে জ্ঞানও অর্জ্জন ক'রতে পারনি ? হ্যাঁ বন্ধন—বন্ধন পরেছি জাগরণের—জাগ্রত দৃষ্টিতে দেখে যাচ্ছি শুধ্ তোমার সর্ব্বাঙ্গে বৈষম্যের তীব্র কশাঘাতের রুধির ধারা ! রুধির স্পর্শে আমি কণ্টকিত—তাই বিভীষিকায় ধ্বংস চাই—চাই না আমি মায়ার পিণ্ড দর্শনে আতঙ্কে জর্জ্জরিত হ'য়ে সোহং সাধনায় উদাসীন থাকতে !

পৃথিবী। ওগো বিশ্বনাথ ! পূর্ণ কর তোমার সাধনার সাধ—ধ্বংস কর তোমার নিদ্রার খেলায় মায়ার সৃষ্টি—লুপ্ত হোক আমার পাপ সুকৃতি—দুঃখ সৌখ্য—ভোগ্য হও তুমি তোমার ইপ্সিত বস্তুর—সত্য হোক শুধ্ ধর্ম্ম—মায়ার ধরিত্রী মিশে যাক তোমার সত্যের সত্বায়—ধ্বংস হোক মিথ্যার সৃষ্টি—অস্ত্রাঘাতে—রুধির প্লাবনে পরিণত হ'য়ে ! এসো মায়াময়—জর্জ্জরিত বক্ষে ফেল তোমার উদ্যত অস্ত্র—সত্যের প্রচারে লুপ্ত কর তোমার মিথ্যার কীর্ত্তি—

শ্রীবিষ্ণু। একি ! তুমি অশ্রু বিসর্জ্জন ক'রছো ?

পৃথিবী। অশ্রু নয় প্রভু—এ আমার বিদায়ের বারি-অর্ঘ্য নিবেদন—

শ্রীবিষ্ণু। ওগো ব্যথিতা মর্ম্মপীড়িতা ! নিরস্ত হও অশ্রু বিসর্জ্জনে—আমি মুছিয়ে দিচ্ছি তোমার নয়নাশ্রু আমার বস্ত্রাঞ্চলে—করস্থিত তীক্ষ্ণ শায়ক অকপটে অহিংসায় সংযত ক'রে—

[গীতকণ্ঠে যোগিয়ার প্রবেশ]

গীত

মায়ায় ভরা আঁখিজলে ঘুমের তন্দ্রা ভেঙে যায়।
জাগার ফলে ক্লান্তি যদি শান্তি লভ অচিরায়॥
যোগনিদ্রা যোগিনী মা জাগিয়েছিল জাগরণ,
সাধ হয়েছে ঘুমের বিলাস করবে আজি বিতরণ,
সৃজন পালন প্রলয় নাচন অখণ্ড যাঁর মহিমায়॥
ধরা যদি ধ্বংস না হয় ঘুমের বাধা পাবে জয়,
স্বভাব সতীর রঙ্গলীলা সঙ্গ বিনা হবে লয়,
নূতন সুরের মাতন গীতি স্তব্ধ হবে ছলনায়॥

[প্রস্থান

শ্রীবিষ্ণু। না না বসুন্ধরা! তন্দ্রাভরা আঁখি হ'তে
পারি না তাড়াতে আর
বিজয়িনী প্রবল নিদ্রায়!
কিন্তু বাধা তুমি তায়!
জাগাতে আমায় শিয়রে থাকিবে বসি,
অশ্রুরাশি ফেলিতে কাতরে
এ নহে সম্ভব কভু!
নিদ্রার অরাতি রাখি শান্তির শিয়রে
কে কোথা ঘুমাতে পারে?
বিচারে অথবা অবিচারে
কীর্তি কিম্বা অকীর্তি আশ্রয়ে
নিরুপায়ে অস্ত্রাঘাতে

মুক্তি দিব তোমা অনন্ত যন্ত্রণা হ'তে—
শুধু খুঁজে নিতে ঘুমের শয়ন,
ঢেলে দিতে নিদ্রালসভরা
অর্দ্ধ অচেতন কর্ম্ম হীন তনু !
কাঁদ—কাঁদ বসুন্ধরা—
বজ্র শরাঘাতে ধ্বংস শেষে
ডুবে যাও নীরব রোদন জলে ;
অধঃ উর্দ্ধ মধ্যস্থল নীরব নিশ্চিন্ত হোক—
স্মৃতি মাত্র তার—
কীর্ত্তি চিহ্ন অতুলন—প্রলয় পয়োধি জল !
ধ্বংস—ধ্বংস—ধ্বংস—

[পৃথিবীর বক্ষে শরাঘাত]

পৃথিবী। নারায়ণ—নারায়ণ—

[পতন]

[গীতকণ্ঠে তরঙ্গবালাগণের আবির্ভাব]

গীত

নবীন বয়সে ব্যাকুল হরষে ধীরে ধীরে দোলে মন দোলা।
নীল আঁচল তায় চঞ্চল দোলা পায়
সঞ্চারে নবরূপ খেলা ॥
অসীম প্রেমের লীলা প্রাণে প্রাণে,
সুর রাগিণী ওঠে নানা তানে,
সুধামাখা মধু গানে সুধা কথা ঢালে প্রাণে
যৌবনে জাগে আশা মালা ॥

শ্রীবিষ্ণু। ওগো প্রলয় তরঙ্গবালা !
ধরিত্রীর সর্ব্ব জ্বালা করিয়া হরণ
ডুবাইয়া দাও অস্তিত্ব তাহার—
শান্তির সলিলে শয্যা পাতি—
মহাসুখে নিদ্রা যাই ক্ষণকাল !

(অর্দ্ধ অচেতনা পৃথিবীকে লইয়া যাইতে যাইতে

তরঙ্গবালাগণের গীত)

ভাসিয়ে নে চল্ সজনী লো ভাসিয়ে নে চল্।
বুকে যার নাই খাঁটী প্রেম বেচে তার কি সুখ বল্॥
প্রেমিকের প্রণয় পাবো,
শয়ন পেতে মন গলাবো,
ধীরে ধীরে দোল খাওয়াবো ধীর নাচনে সুবিমল॥

[পৃথিবীকে লইয়া তরঙ্গবালাগণের প্রস্থান

শ্রীবিষ্ণু। এলে যদি নিদ্রা প্রিয়তমা—
বসো এসে জাগ্রত নয়নে !
অনন্ত শয়ন পেতে দাও সলিল শীকরে
সমাদরে সঙ্গীত সুতানে !
দাঁড়াতে পারি না আর
চৈতন্যের দ্বারে কর্ম্ম-ক্লান্ত জীবন বহিয়া !
অবগাহি' প্রলয় পয়োধি জলে,
দূর করি' গ্লানি,
পবিত্র আচারে ধৌত করি ক্লেদ মলা যত

শ্রান্ত এ শরীর হ'তে—
নিদ্রা—নিদ্রা যাবো আশ মিটাইয়া !
ওগো সুষুপ্তি প্রেমিকা !
নিয়ে চল হাত দু'টী ধ'রে—
পেতে দাও বিশ্রাম শয়ন !

[গীতকণ্ঠে যোগনিদ্রার প্রবেশ]

গীত

এস গো প্রিয় আবাহনে।
আমার রচিত শয়নে ক্লান্তি ব্যথা নিবারণে॥
ঘুমের কারণে শঙ্খ বাজাবো,
কুসুম পদ্ম অঙ্গে বুলাবো,
সাদর সোহাগে মানস মোহিব রাখিব নয়ন নয়নে॥
সে যে অতুলন—
মনোরঞ্জন অতি সুশোভন,
সলিল বিতানে সুধীর তুফানে সাথী হয়ে রবো জাগরণে॥

[শ্রীবিষ্ণুর হাত ধরিয়া যোগনিদ্রার প্রস্থান

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

জলগর্ভ

[ফুলমালা হস্তে কোনো আকাঙ্ক্ষিত মূর্ত্তি অন্বেষণে তৎপর মুক্তা ও মুক্তি উপস্থিত]

মুক্তি। তুমি কে গা?

মুক্তা। তুমি কে গা?

মুক্তি। আমি মুক্তি—

মুক্তা। কা'কে খুঁজছো বল দেখি?

মুক্তি। প্রাণের সঙ্গে মিশ খায় এমন একটী জুড়ী! তুমিও কা'কে খুঁজছো বল দেখি?

মুক্তা। আমারও তো ঐ কথা—হৃদয়ের ব্যথায় সান্ত্বনা দেয় এমন একটী প্রিয়া!

মুক্তি। সত্যি নাকি? বলতো তোমার নামটী কি?

মুক্তা। তাতে তোমার লাভ?

মুক্তি। নামের মিলে মিলন হ'লে আর খুঁজতে হয়না তুফান ঠেলে!

মুক্তা। সুখী হবে নামের মিলে? ওগো মুক্তা সুন্দরী—নামটী আমার মুক্তা—

মুক্তি। ওমা কি লজ্জা—তবে জুড়ীতো আমার হাতের কাছে!

মুক্তা। গলাও রয়েছে কাছে! এখন লজ্জার মাথা খেয়ে মালা ছড়াটা পরিয়ে দাও!

মুক্তি। তুমি আগে—

মুক্তা। খুসী যদি হও—আপত্তি কি? নাও মালা পর—

[মাল্যদান]

মুক্তি। তুমিও পর—[মাল্যদান] এখন থেকে তবে তুমি আমি ছাড়া নই?

উভয়ের— **গীত**

মুক্তা— আজি এই রত্নাকরের অতল তলে।

মুক্তি— পেয়েছি পুরুষ রতন

যতন ক'রে মোহন মালা দিছি গলে॥

খোঁজা খুঁজি সফল হলো

মনের আশা মিটে গেল

মুক্তা— মুক্তার প্রিয়া মুক্তি হলো

চুক্তি হলো মনের মিলে পরাণ খুলে॥

মুক্তি— দোকা হয়ে ধোঁকা হলো

প্রাণ হলো ভরপুর,

মুক্তা— আমার ভগ্নবীণার আলুগা তারে

তুমিই বাঁধলে সুর,

উভয়ে— এখন সুরের তানে মুক্ত প্রাণে

জলের দোলায় নাচবো মোরা দুলে দুলে॥

মুক্ত। [সবিস্ময়ে] মুক্তি!

মুক্তি। কেন প্রিয়?

মুক্তা। দেখতে পাচ্ছ দু'টা আবর্জ্জনার পিণ্ড? কি আশ্চর্য্য! ঐ দেখ, দেখতে দেখতে পিণ্ড দুটীর আকার পরিবর্দ্ধিত হচ্ছে, হস্ত পদাদির লক্ষণ দেখা দিচ্ছে—বোধ হয় রত্নাকরে দৈত্যের সৃষ্টি হচ্ছে! পালিয়ে চল—পালিয়ে চল—বিলম্বে সর্ব্বনাশ হবে—

[উভয়ের প্রস্থান

[মধুর প্রবেশ]

মধু। অনন্ত পয়োধি মাঝে তরঙ্গ কম্পনে,
কিসের সত্ত্বায়—কোন্ কর্ম্ম সমাধানে
কোন্ স্রষ্টা-করে জন্ম মোর ?

[কৈটভের প্রবেশ]

কৈটভ। জন্ম বুঝি দোঁহাকার পাশাপাশি
পিণ্ডাকার দু'টী আবর্জ্জনা হ'তে !
অঙ্গে অঙ্গে প্রকাশিত ক্লেদচিহ্ন তার—
পলে পলে ধৌত হয় তরঙ্গ আঘাতে !
মনে হয়, বক্ষ হ'তে পয়োধির
বহু দূরে এসেছি নামিয়া !
কেন ? কিবা হেতু জন্ম ?
জন্ম যদি, কেন নিম্ন পথগামী ?
উর্দ্ধে কি ছিল না পথ ? সৃষ্টি প্রচারিতে
অবলম্বন কোথাও কিছু কি ছিল না
উর্দ্ধগামী করিতে মোদের ?

মধু। সহযাত্রী সমকর্ম্মী হে দানব !—
মম অন্তরের ভাষা শুনি তব মুখে
জ্ঞান হয় পরম বান্ধব তুমি !
একই লগ্নে, একই ক্ষেত্রে,
একই প্রভাবে জন্ম যদি দোঁহাকার,
আকার আচার সমান যদ্যপি,

বাসনা কামনা, অন্তরের প্রতিষ্ঠান,
আশায় প্রদীপ চিত্তগতি এক যদি—
তবে সুনিশ্চয় সমগতি দোঁহাকার !
আত্মীয়তা সূত্রে অন্তরে অন্তর দিয়ে
বিনিময়ে বন্ধুত্ব লভিয়ে,
দীক্ষা লয়ে এক মন্ত্রে
কর্ম্মক্ষেত্রে এক (ই) কর্ম্ম করিব সাধন !

কৈটভ। এসো তবে, বন্ধুত্ব স্থাপনে,
আজি এই জন্মদিন হ'তে—পরস্পর
বন্ধ হই প্রিয় আলিঙ্গনে !

[আলিঙ্গন]

[গীতকণ্ঠে যোগিয়ার প্রবেশ]

গীত

তোদের আলিঙ্গনে উঠলো কেঁপে অনন্ত শয়ন।
তুফান জলে উঠলো জ্বলে অনল ভীষণ॥
জলের বুকে ঘুমিয়ে আছেন পুরুষ সগুণ,
আগুন জলের পরশ পেয়ে সৃজিল আগুন,
নাভিতে মৃণালে ফোটে মৃণালিনী সুশোভন॥
নাভি হ'তে সৃষ্টি হ'লেন পদ্মাসনে পদ্মযোনি,
মহাপদ্মে মহাধ্যানে খোঁজেন কোথা চিন্তামণি,
সে সাধনায় বাদ সেধোনা বাদী হবে ক্রুদ্ধ নয়ন॥

[প্রস্থান

মধু। কেও? মূর্ত্তি পরিগ্রহ ক'রে তরঙ্গের পর তরঙ্গ কাটিয়ে চ'লে গেল ঐ উর্দ্ধে—আমাদেরই সৃষ্টির পথ ধবে ?

কৈটভ। একটা সুরের আকার—রেখে গেল তার ঝঙ্কারটুকু সম্মুখে তরঙ্গের যবনিকা নিক্ষেপ ক'রে প্রাণে প্রাণে কর্ম্মের উদ্দীপনা জাগিয়ে দিয়ে!

মধু। কর্ম্মের যদি প্রয়োজন, তবে ভেদ কর সম্মুখের ঐ যবনিকা! অনুসরণ কর সুরের আকারের—ঝঙ্কার মুখরিত পদচিহ্ন ধ'রে—ঊর্দ্ধে—ঐখানে—

কৈটভ। সেই নাভি পদ্মের মধু আহরণ করতে!

মধু। স'রে যাও পয়োধির উত্তাল তরঙ্গ—পথ দাও! কই সুর-ঝঙ্কৃত পথ? কই সেই পথের আলো প্রত্যক্ষ সুরের আকার? কি—পথ নেই? তবে হাত ধর বন্ধু—খুঁজে দেখি সমস্ত জলরাশির অতল তল হ'তে প্রত্যেক স্তর গভীর নিশ্বাসে হুঙ্কারে ইচ্ছামত আলোড়িত ক'রে!

কৈটভ। মাতো তবে আলোড়ন কর্ম্মে—খোঁজো সেই নাভি পদ্মাসনের নিমিলীত নেত্র পদ্মযোনি!

[নেপথ্যে শঙ্খনাদ]

মধু। ঐ—ঐ এক নূতন শব্দ সুর—ঐ পথে বন্ধু ঐ পথে—

[উভয়ে উচ্চহাস্য করিতে করিতে প্রস্থান

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

প্রলয় পয়োধি বক্ষ

[ব্রহ্মা]

ব্রহ্মা। সুদৃঢ় মৃণালে বিকশিত পদ্মাসনে
ধ্যানে মগ্ন জন্ম মোর !
চৈতন্যের আবাহনে ধ্যান ভঙ্গে হেরিলাম
সুবিশাল অসীম পয়োধি—তাহে
তরঙ্গের গতি তোলে শুধ্ অমিয় ঝঙ্কার !
বিস্ময়ে আতঙ্ক চিত—
আত্মতত্ত্ব অন্বেষণে, জানিতে সৃষ্টির হেতু,
তরঙ্গ কম্পিত পদ্মাসন হ'তে
মৃণাল ধরিয়া অবতীর্ণ সৃষ্টি মূলে
কৌতূহল নিবারণ হেতু !
পরক্ষণে এলো অহঙ্কার—
পরম প্রধান আমি !
মম ঈশ্বরত্ব করিতে প্রচার
ধরিলাম উত্তরে অবাধ গতি ;
বিমুক্ত বিশাল প্রান্তর বিচিত্র,
চলিতে চলিতে রুদ্ধ হলো গতি,
হেরিলাম ব্রহ্মলোক—
উপবিষ্ট তথা পদ্মাসনে ব্রহ্মা ব্রহ্মবিদ্ !
বিস্মিত অন্তরে পুনঃ চলি উত্তর প্রান্তরে

হেরিলাম বিষ্ণুলোক—বিরাজে তথায়
শ্রীবিষ্ণু মহান—শ্রেষ্ঠ যিনি আমা হ'তে !
নির্ব্বাক বিস্ময়ে নতশিরে
দ্রুতগতি উত্তরে ধরিনু পথ—
দেখিনু সেথায় ত্যাগের আদর্শ মূর্ত্তি
ধ্যানমগ্ন বিধি মহেশ্বর ! চূর্ণ হলো অহঙ্কার—
শ্রেষ্ঠত্ব প্রচারে শ্রেষ্ঠ তত্ত্ব করি নিরীক্ষণ !
ছি ছি, হতজ্ঞান আমি—
যোগাশ্রয়ে না করি সন্ধান—
কোন্ কার্য্যে কোন তত্ত্বে
কার সৃষ্ট আমি নাভিপদ্মে অনন্তের কোলে !

[ব্রহ্মা উপবেশনে উদ্যত হইলে মণিহংসের প্রবেশ]

মণি। আহা হা, করেন কি মশাই—দরজার গোড়ায় পথ আগ্‌লে বসবেন না ! এত জায়গা থাকতে এখানে কি ক'রতে এলেন ? একটু স'রে দাঁড়ান—আমায় এখন ঘড়া ঘড়া জল তুলতে হবে— আমার অনেক কাজ !

ব্রহ্মা। কেন, আমি কোথায় এসেছি ?

মণি। এসেছেন একেবারে বক্ত্রপুরের মুখে ! আপনিতো সেই পদ্মযোনি ঠাকুর ? এখানে কি ক'রতে আড্ডা গাড়তে এলেন ? নাভি অন্তর্গত পদ্মপুরে আপনার বাড়ী—থাকেন দোতলা ঘরে— এখানে এই একতলার স্যাঁতস্যাতে জায়গায় কি ক'রতে এলেন ? কেন, সে জায়গাটা কি আপনার পছন্দ হয় না—না থাকতে ইচ্ছা করে না ?

ব্রহ্মা। আমি নাভি পদ্ম হতে অবতীর্ণ হয়ে উত্তর প্রান্তর পরিভ্রমণে বেরিয়েছিলেম, তাই পরিশ্রান্ত হয়ে একটু বিশ্রাম নেবার মনস্থ করেছি। নারায়ণ ক্ষেত্রে বহুতীর্থ ভ্রমণে বিস্ময়ে আমি চিন্তাক্লিষ্ট!

মণি। ও, তাইতো বলি, ঘরের ছাদের ওপরে ধুপধাপ শব্দ হচ্ছিল কেন? মশাই যে তীর্থ পর্য্যটনে বেরিয়ে ছাদের ওপর ছুটো-ছুটী ক'রে এই কেলেঙ্কারী ক'রছেন কে তার খবর রাখে বলুন? তা বেশ হয়েছে, যা হবার হয়ে গেছে—এখন দরজা ছেড়ে ঘরের ছেলে ঘরে যান দেখি! বক্ষপুরে নীচের তলায় আমাদের দেবী বাস করেন—তিনিতো ধুপ্‌ধাপ শব্দে কথায় কথায় শিউরে উঠছেন!

ব্রহ্মা। বক্ষপুরে তোমাদের দেবী বাস করেন? একবার তাঁর দর্শন পাই না কি?

মণি। আপনিতো বড় বেয়াড়া লোক মশাই! নিজের ঘর দোর ফেলে পরের দোরে হানা দিয়ে কি লাভ হবে আপনার? বেশী থ্যাচ্ থ্যাচ্ করবেন না মশাই—আমার অনেক কাজ! কাজে বাধা পেলে, এই দড়ি বাঁধা কলসীটা নিয়ে ধড়াস ক'রে দরজায় খিল দিয়ে স'রে পড়বো!

ব্রহ্মা। তোমাদের দেবীকে না হয় বল—তিনি দ্বারে এসে আমায় কিছু ভিক্ষা দিয়ে যান!

মণি। কেন বলুন দেখি? এর ভেতর কিছু রহস্য আছে নিশ্চয়!

ব্রহ্মা। আমি সেই ভিক্ষালব্ধ বস্তু থেকে কিছু তথ্য আবিষ্কার করবো!

মণি। মাপ করতে হয়েছে মশাই! এখন ও সব বাড়তি কাজ নিয়ে থাকতে গেলে আমার জল তোলা বন্ধ হবে! তার ফলে দেবীর রান্নাবান্নাও বন্ধ! চৌবাচ্চার জল ফুরিয়ে গেছে—আমার

স্নান করাও হবে না—সাঁতার কাটাও হবে না! খবর রাখেন না তো—শ্রীমান মণিহংস আমি—খাই না খাই দু'টী বেলা সাঁতার কাটাটি চাই—

ব্রহ্মা। কেন, বহির্ভাগে এই বিশাল পয়োধি, এখানেতো প্রাণ খুলে সাঁতার কাটতে পার

মণি। সর্ব্বনাশ—আপনার পরামর্শ শুনে কাজ করলেই গেছি আর কি! ঐ জলে? যার নাম হচ্ছে প্রলয়পয়োধি জল—যার ঢেউ গুলো ঘর দোর কাঁপিয়ে ছুটোছুটি করছে—যাব এক একটা ওড়োন পাড়নে সর্ব্বদাই গেল গেল শব্দ—সেইখানে আমার মত হংস সাঁতার টেনে পাড়ি জমাবে? আপনার আর কি—দোতলায় বাস করেন, কোনো ভাবনা চিন্তা নেইতো! দিব্যি মজা করে পরের স্কন্ধে চেপে ভোগ সরাচ্ছেন আর বেড়িয়ে বেড়াচ্ছেন! আমাদের খেটে খেতে হয় মশাই! পরের পেলেও খুঁটে খেতে হয়! নিজেকে বড় মনে ক'রে বড় তুফানে সাঁতার দেওয়ার চাইতে কলসী ক'রে জল তুলে গর্ত্ত খুঁড়ে জল ঢেলে একটু খানি জলে সাঁতার দেওয়ায় লাভ আছে! কিছু না পারি—ড্যাঙা খুঁজতে দেরী হবে না!

ব্রহ্মা। ও, তোমার দেখছি প্রাণের ভয়টা অত্যন্ত বেশী!

মণি। তা বেশী থাকে থাক মশাই! পৈতৃক প্রাণটা নিয়ে এই সবে মাত্র কারবারটা জমিয়ে তুলেছি—টপ ক'রে চলে গেলে আর পাচ্ছি কোথায় বলুন? দু' পাঁচজনের কাছে যে ধার মিলবে তারও উপায় নেই—সে বাজারও নয়! এখন কথা কাটাকাটি রেখে একটু স'রে দাঁড়াবেন না একটা দাঙ্গা হাঙ্গামা বাধাবেন? স্পষ্ট ক'রে বলুন দেখি আপনার মতলব খানা কি? বেশী বাড়াবাড়ি করেন তো কুলকুণ্ডলিনী ঠাকরুণকে চেঁচিয়ে ডাকবো—একখানা খাঁড়া হাতে

ক'রে দাঁড়ালেই তখন আর দেখতে হবে না—একেবারে দু'টুকরো—

ব্রহ্মা। তিনি আবার কে?

মণি। আমি এখন কাজ ফেলে তাঁর সাত পুরুষের কুটুম্বিতের খবর দিতে পারবো না!

ব্রহ্মা। তুমিতো বড় পরশ্রীকাতর দেখছি! একটা সংসারের পরিচয় দিতে তোমার এত আপত্তি কেন?

মণি। আপত্তি কেন, তা আপনি কি বুঝবেন বলুন? বংশাবলীর পরিচয় পেয়ে টুক ক'রে একটু আত্মীয়তা বেরিয়ে পড়লেই অন্দরে যাতায়াত সুরু করবেন—অমনি সঙ্গে সঙ্গে আপনার খাতির করতে দু'দশ ঘড়া জলও আমায় টেনে তুলতে হবে! আপনি আসবেন আত্মীয়তা দেখাতে, আর আমি মরবো কলসী কলসী জল তুলে!

ব্রহ্মা। আমার পরিচর্য্যা তোমায় করতে হবে না—বরং তোমার সাঁতারের জল আমিই তুলে দোবো!

মণি। আজ্ঞে বাজে কথা রেখে দিন না—মুখে অমন অনেকেই বলে। সাঁতার কাটবার জল তুলে দেবেন উনি! আত্মীয়তা দেখিয়ে যত বেটা চোর ঘরে ঢোকে আর তচ্‌নচ্‌ ক'রে একেবারে যচ্ছেতাই কাণ্ড করে! সাঁতারের জলে গোটা ছয়েক পদ্ম ফুটে থাকে চোর বেটাদের তাতেও নজর! দূর থেকে গন্ধ শুঁকে আমোদ কর বাবা—তা নয়—সে গুলো আঁকসি দিয়ে টেনে টেনে হাত করতে চায়! আমিও এবার থেকে ঠোক্কর দিতে ছাড়ছি না! লুটপাট হয় বলে কুলকুণ্ডলিনী মাও এবার থেকে সেখানে গ্যাঁট হয়ে ব'সে থাকেন। আমাকে পর্য্যন্ত ঢুকতে দেননা তা আপনি!

ব্রহ্মা। তীর্থ ভ্রমণে বেরিয়ে এমন তীর্থ দর্শনে বঞ্চিত থাকবো?

মণি। কি করবো বলুন—আপনার দুরদৃষ্টের পরিণাম!

ব্রহ্মা। আশার বস্তু দর্শনে বঞ্চিত হবার নাম যদি দুরদৃষ্ট হয়, তবে সে দুরদৃষ্টকে ইচ্ছা শক্তিতে অদৃষ্টে পরিণত করবো!

মণি। কি সর্ব্বনাশ—মারবেন নাকি? চোখ রাঙালে কিন্তু ঘড়া ফেলে দৌড়ে গিয়ে দরজায় খিল দোবো—

ব্রহ্মা। রুদ্ধ দ্বার ভঙ্গ করবো—

মণি। আপনি এ রকম ক্ষেপছেন কেন—আপনার তো ক্ষ্যাপ্‌বার কথা নয়!

ব্রহ্মা। বল তবে বক্ষ পুরে প্রবেশ করতে দেবে কি না! বক্ষপুরের দেবী দর্শনের আর জননী কুলকুণ্ডলিনী দর্শনের যদি ঐ একমাত্র তীর্থ পথ তবে বঞ্চিত করো না আমাকে তীর্থ দর্শনে!

মণি। এইবার কিন্তু আমি আত্মহত্যা করবো ঠাকুর! ঠক্ ঠক্ ক'রে ঘড়ার কাণায় মাথা ঠুকে একটা বিতিকিচ্ছ্রী কাণ্ড করবো!

ব্রহ্মা। আমি দেখতে চাইনা—শুনতে চাই না কোনো বাধা বিপত্তি—শুধু দৃষ্টির পিপাসা চরিতার্থ করতে চাই! হৃদয়ে জাগরিত হয়েছে এক একাক্ষর শব্দ—অভিনব রাগিণী তাঁর রূপের ছটা সৃষ্টি করছে! আমার সকল সত্ত্বা মিশিয়ে দিতে চাই সেই একাক্ষরী শব্দে আর সুরের ঝঙ্কারে! তাঁকে দৃষ্টির সম্মুখে মূর্ত্তিমতী দেখতে চাই—ঐ পরম মন্ত্র মা উচ্চারণে প্রাণময়ী ক'রে। মা—মা—মা— [ধ্যানস্থ]

[গীতকণ্ঠে সত্ত্ব রজ তমর প্রবেশ]

গীত

সত্ত্ব-রজ-তম— মা মা মা আধার মোদের মা।
ত্রিগুণ বাঁধনে প্রকৃতি হয়েছে ত্রিগুণা।
সদা জাগ্রত থাকে মা॥

[গীতকণ্ঠে অবিদ্যা মোহিনী ও শব্দরূপার প্রবেশ]

অবিঃ-মোহিঃ-শব্দ— ত্রিগুণ প্রচার নিত্য মোদের কামনা,
ত্রিগুণ শক্তি ত্রিগুণা শক্তি ওই মা
অপার তাঁহার মহিমা॥

সত্ত্ব-রজ-তম— অকার সত্ত্ব, উকার রজ, মকার তম পরিচয়,

অবি-মোহি-শব্দ— যশস্বিনী শক্তি মোরা সৃষ্টি স্থিতি লয়,

সত্ত্ব-রজ-তম— প্রকৃতি মা অক্ষর,

অবি-মোহি-শব্দ— প্রকৃতি মহা ঈশ্বর,

সকলে— চির অক্ষয়া অবিনশ্বর পরমা,
মোরা অক্ষরে ভাসি অক্ষর মুখে মা॥

[গুণত্রয় ও শক্তিত্রয়ের প্রস্থান

মণি। ও মশাই শুনছেন—এ কি রকম ভদ্রতা আপনার? আমাদের ছেলে পিলেরা বউ-ঝিরা যাতায়াত করছে—এখানে চেপে ব'সলে চলবে কেন? নিজের ড্যারায় যান না মশাই! ব্যস, যেন কে কা'কে বলছে! আপনি যে একবারে ষোড়শদলযুক্ত আসনের ওপর ব'সে পড়লেন দেখতে পাই! ও মশাই শুনছেন—না, ভাল কথার কাল নয় দেখছি! অস্ত্র-ধারিণী ডাকিনী যোগিণী ডাকি—একটা দাঙ্গা-হাঙ্গামা না হ'লে এ বেয়াড়া ঠাকুর টিট্‌ হবে না দেখছি! নইলে মণিহংসের প্যাঁক প্যাঁক ক'রে ডাকাই শুধু সার—

[প্রস্থান

ব্রহ্মা। [ধ্যানভঙ্গ] একি—একি, কেন ভাঙে ধ্যান?
বিশুদ্ধ এ স্থান, পরম পবিত্র তীর্থ—
কেন, কি সংশয়ে শত বাধা
সূচী বিদ্ধ সম যন্ত্রণা তাড়নে?

এক্ষি, কেন এ কম্পন ?
কেন হেরি বারি আলোড়ন—
কেন হুহুঙ্কার গর্জ্জন ভীষণ ?
ওকি, কারা ওই বিশাল মূরতি দু'টী
ভেদ করি জলরাশি
ধেয়ে আসে দ্বিগুণ স্বভাব ল'য়ে ?

[মধু ও কৈটভের প্রবেশ]

মধু ও কৈটভ। মার—মার—মার—

মধু। [ব্রহ্মাকে লক্ষ্য করিয়া] কে তুমি ?

ব্রহ্ম। স্বয়ং ব্রহ্ম—

কৈটভ। ব্রহ্ম ? সে আবার কি ?

ব্রহ্মা। প্রকৃতি, জীবাত্মা, বহুতত্ত্ব, অহঙ্কারাদি, পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, নানা কর্ম্ম বিশিষ্ট ঈশ্বর আমি !

মধু। ঈশ্বর কি ?

ব্রহ্মা। স্বয়ং ব্রহ্ম—আর ব্রহ্ম হ'তেই প্রকৃতি—

কৈটভ। প্রকৃতি কে ?

ব্রহ্মা। বুদ্ধিরূপা ব্রহ্মশক্তিই প্রকৃতি !

মধু। বুদ্ধি ? সে বেটা আবার কে ?

ব্রহ্মা। জীব দেহে তার বাস—

কৈটভ। জীব আবার কে ?

ব্রহ্ম। নানা কর্ম্ম সাধনে যে দেহ সৃষ্টি, সেই স্থূল দেহে পরমাত্মার বিকাশে জীবনী সঞ্চারেই জীব সৃষ্টি

মধু। পরমাত্মা কে ?

ব্রহ্মা। মায়িক বস্তুর অতীত যে ব্রহ্ম তিনিই পরমাত্মা !

কৈটভ। এই পরমাত্মাকে দেখতে পাওয়া যায় ?

ব্রহ্মা। যায়—

কৈটভ। কিসে ?

ব্রহ্মা। তপস্যায় !

মধু। আঃ, তোমার বর্ণনা ক্রমে জটিল হয়ে আসছে ! তপস্যা আবার কি ?

ব্রহ্মা। মানস পূর্ব্বক যে সন্ন্যাস ব্রত আচরণ, তাই তপস্যা !

কৈটভ। আমাদের তাতে অধিকার আছে ?

ব্রহ্মা। আছে, কিন্তু আসুরিক মায়ায় সৃষ্ট ব'লে, মাত্র আসুরিক তপে তোমাদের অধিকার—

মধু। আসুরিক তপ ?

ব্রহ্মা। হ্যাঁ, হিংসা-দ্বন্দযুক্ত যে তপস্যা তাই আসুরিক তপ !

মধু। এই আসুরিক তপে কি চাই ?

ব্রহ্মা। কর্ম্ম—

কৈটভ। তারপর ?

ব্রহ্মা। জ্ঞান—জ্ঞানে চৈতন্য—চৈতন্যে আত্মদর্শন লাভে পরম মোক্ষ !

মধু। রাখ তোমার উন্মাদের প্রলাপ ! আমার শেষ প্রশ্ন—বল তুমি আর আমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে ?

ব্রহ্মা। ব্রহ্ম হ'তে সৃষ্ট আমিই শ্রেষ্ঠ !

মধু। শব্দ সঙ্গীতে প্রচার হয়েছে—আমরাও ব্রহ্ম হ'তে সৃষ্ট—আমরাও হ'তে পারি শ্রেষ্ঠ !

ব্রহ্মা। না, তোমরা নিকৃষ্ট—

কৈটভ। কেন, শিতোষ্ণীষধর। পুষ্কর বক্ষে অনন্ত আশ্রয়ে আশ্রিত বলে ?

মধু। উর্দ্ধাসনের গর্ব্বে ? অনন্ত পুষ্করে আধিপত্য বিস্তারের কল্পনায় ? সে কল্পনা তোমার অঙ্কুরেই বিনষ্ট হবে এই দুই বীরাচারীর কাছে ! শ্রেষ্ঠ হও শ্রেষ্ঠত্ব মীমাংসায় যুদ্ধ কর ! যুদ্ধ-বীরের রীতি নয়—মৌখিক শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে বিবাদ করা ! হয় যুদ্ধ দাও—নতুবা সকল আধিপত্য আশা আকাঙ্ক্ষা বিসর্জ্জন দিয়ে আহুতি দাও আপনাকে নিকৃষ্টতার মরণানলে !

ব্রহ্মা। কে তোমরা ?

কৈটভ। নিকৃষ্ট ব'লে যখন জেনেছ, অসুর ব'লে যখন ধারণা করেছ—তখন নিকৃষ্ট অসুর আমরা—এই আমাদের পরিচয় !

মধু। আমাদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রচারে বাধ্য তুমি যুদ্ধে অগ্রসর হ'তে ! মুখের কথায় কেন আমরা মস্তক অবনত করবো তোমার শ্রেষ্ঠত্বের পাদমূলে ? কে তুমি—কোথা হ'তে তোমার উৎপত্তি—কে প্রেরণ করেছে তোমায় পুষ্কর বক্ষে আধিপত্য দিয়ে—কি নামে অভিহিত তুমি—তার কোনো সন্ধান কোনো পরিচয়ে আমাদের আবশ্যক নেই !

কৈটভ। আমরা চাই যে কোনো পন্থায় তোমার উপর কর্ত্তৃত্ব করতে ! হয় যুদ্ধ দাও—নয় স্বীকার কর আমাদের আধিপত্যের দুর্গে সসম্ভ্রমে তুমি মস্তক অবনত করবে ! বল কে শ্রেষ্ঠ—কে শক্তিমান ? আমরা না বাক পটুতায় সিদ্ধপুরুষ তুমি ?

ব্রহ্মা। আমি—আমি—আমি ! মহাপুরুষের নাভিপদ্ম হ'তে উদ্ভূত পদ্মযোনি আমি—

মধু। তথাপি হে পদ্মযোনি, লোকে আমাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কেউ নেই ! এই অগাধ জলরাশির উপর রজঃ তমোগুণাক্রান্ত

আমরা অবাধ আধিপত্য বিস্তার করতে চাই—তোমার রক্ত চক্ষুর ভয়ে আমরা পড়ে থাকবো না তোমার পায়ের তলায়!

ব্রহ্মা। সাবধান, স্পর্দ্ধার শিখরে উঠে দাঁড়ালে পতন অনিবার্য্য!

কৈটভ। তথাপি উঠে দাঁড়াবো রজঃ আর তমোগুণের শক্তির প্রভাবে!

ব্রহ্মা। ওরে হীনচেতা অসুর! রজঃ আর তমোগুণের স্রষ্টা যিনি, এই বিশাল পুষ্করের যিনি উৎপত্তির কারণ, যিনি সাত্বিক ও ভূতাধার, তিনিই তোমাদের সমর সাধ পূর্ণ ক'রতে উপযুক্ত শাসনদণ্ড ধারণ করবেন!

মধু। ওঃ, কোথাকার কে—কবে আসবে—শাসনদণ্ড ধরবে—আমি তার জন্য সমর সাধ মেটাতে হাঁ ক'রে ব'সে থাকি! এখন তুমিতো মর আমাদের হাতে!

কৈটভ। তুমি যে আমাদের সামনে হাত পা নেড়ে প্রাধান্য দেখাবে—আর আমরা সহ্য করবো—সে কথা ভুলে যাও! ব্রহ্ম হও—পরম ব্রহ্ম হও—আগেতো আমাদের বধ্য হও—তারপর অন্য ব্যবস্থা—

মধু। প্রস্তুত হও—যুদ্ধে প্রস্তুত হও!

ব্রহ্মা। একি অত্যাচার—
একি সৃষ্টি বিধাতার?
হে মহান পদ্মনাভ!
স্রষ্টা যদি তুমি মোর,
পালক আমার যদি,
রক্ষা কর দারুণ সঙ্কটে!

[গীতকণ্ঠে যোগিয়ার প্রবেশ]

গীত

জাগাও আগে যোগমায়াকে
যার মায়াতে ঘুমায় নারায়ণ।
না কাটলে নয় মায়া রাত্রি
না হ'লে নয় সচেতন ॥
মায়াময়ীর আঁচল ঢাকা শান্তি লভেন শান্তিময়,
নিদ্রাতুরে ঘুম পাড়াতে মুখে গীতি মধুময়,
সংহারে সংহৃতিরূপে
মন্ত্রে কর আবাহন ॥

[প্রস্থান।

ব্রহ্মা। মন্ত্র দাও মন্ত্রসিদ্ধ—
গীত তন্ত্রে সুর শব্দে তোমার রচিত যাহা!
এসো কণ্ঠে, দাও শক্তি—
যজ্ঞাহুতি মন্ত্রমূলে মূলাধার যিনি—
প্রণবরূপিণী সেই মাতৃ আবাহনে
মুক্তকণ্ঠে তুলিব মন্ত্রের গীত!

মধু। স্তব্ধ হও! রাখ উন্মাদের আচরণ—
মাতৃ আবাহন মন্ত্রের সঙ্গীত!
দেহ রণ—
শ্রেষ্ঠত্ব প্রচারে রণ বাঞ্ছা জাগিছে হৃদয়ে!

কৈটভ। রণ—রণ—নাহি প্রয়োজন জানিবার—
কেবা মূলাধার, প্রণবরাজিনী

অথবা মন্ত্রের সঙ্গীত ! চাহি মাত্র রণ—
উথলিত আলোড়িত বিশাল পুষ্কর বক্ষে ।

ব্রহ্মা । এসো সত্ত্ব-রজ-স্তমোময়ী
জ্ঞানস্থিতা স্বগুণা জননি
দানব দলনী তুমি—তাই আহ্বানি তোমায়
সংহারে সংহৃতি রূপে—
বিনাশিতে কালরাত্রি শান্তির বিধানে !
মা মা, শক্তিময়ী সর্ব্বজ্ঞা জননী—

[প্রস্থান

মধু ও কৈটভ । ধ্বংস—ধ্বংস—ধ্বংস— [প্রস্থানোদ্যত]

[গীতকণ্ঠে যোগনিদ্রার প্রবেশ]

গীত

ধীরে অতি ধীরে ডাক অন্তরে ।
ঘুমের নেশা তরল বড় ভাঙতে পারে হুঙ্কারে ॥
মায়ার আধার মোহময়ী তাই গড়েছি মহারাত্রি,
মায়া লীলায় আচম্বিতে কেন ডাকা কালরাত্রি
রুদ্ধ কর রুদ্ধ কণ্ঠ শান্তি ঘুমের সংহারে ॥

মধু । হা হা হা, কত আবিষ্কার হচ্ছে বন্ধু—কত মজা ! [যোগনিদ্রাকে কহিল] তুমি আবার কে ?

যোগ । যোগনিদ্রা—

কৈটভ । নিদ্রা ? এমন জাগার যুগে আবার নিদ্রা ? এমন অফুরন্ত মজার হাটে কে তোমায় সৃষ্টি ক'রলে সোনারচাঁদ ?

যোগ । ব্রহ্মশক্তির সৃষ্ট প্রকৃতির রূপান্তর যোগনিদ্রা আমি—

মধু। জন্মেছ তাহ'লে পাগলামী ক'রতে ?

যোগ। অনেকটা তাই বটে! জীবনী সঞ্চারিত স্থূল দেহে মায়া বিস্তার ক'রে লীলা ক'রতে!

মধু। মায়া? মায়া আবার কি?

যোগ। ঐ তো মজা—একটু উপভোগ করবে নাকি?

মধু। এক ঘেয়ে জীবনে একটু নূতন আস্বাদ উপভোগ ক'রলে মন্দ হয় না!

যোগ। তবে আরম্ভ হোক মায়ার ক্রিয়া!

কৈটভ। তাতে আমাদের শ্রেষ্ঠত্বের কোনো ক্ষতি হবে না তো?

যোগ। শ্রেষ্ঠত্বের অধিকার হ'তে বঞ্চিত হবে না—যদি মায়ার খেলায় জয়ী হ'তে পার!

মধু। কিন্তু কে সেই পদ্মযোনি?

যোগ। পদ্মনাভের স্রষ্টা—

মধু। পদ্মনাভ! কে সেই অপদার্থ হীনবীর্য্য পদ্মনাভ?

[শ্রীবিষ্ণুর প্রবেশ]

শ্রীবিষ্ণু। যার শিয়রে ব'সে দর্পের চীৎকারে সমর ঘোষণা করেছ পদ্মযোনির সঙ্গে—আমি সেই পদ্মনাভ তোমার সম্মুখে! কই যুদ্ধ দাও!

মধু। হতে পার তুমি পদ্মনাভ, কিন্তু তোমার শ্রেষ্ঠত্ব মেনে নিতে পারবো না! তথাপি তোমার প্রশংসা করি—সাহসে নির্ভর ক'রে আমাদের সমক্ষে যোদ্ধার পরিচয় দিয়েছ! যদি ইচ্ছা হয়, আমাদের কাছে বর গ্রহণ করতে পার!

শ্রীবিষ্ণু। উত্তম, আমায় এই বর দান কর—যুদ্ধকামী হয়ে মধু নাম ধারণ ক'রে বলশালী দানবীয় বীরাচারে ক্ষাত্র ধর্ম্মে দীক্ষিত হয়ে তোমায় যেন পদ্মনাভের পরিচয় গ্রহণ করতে আসতে হয়!

মধু। হা হা হা—তথাস্তু—

কৈটভ। এইবার আমার কাছে বর গ্রহণ কর—

শ্রীবিষ্ণু। উত্তম, তোমার কাছে এই বর প্রার্থনা করি—তুমি কৈটভ নাম ধারণ ক'রে মধু দানবের ধর্ম্মে দীক্ষিত হয়ে উভয়ে আমার হস্তে নিহত হও—

কৈটভ। তথাস্তু—তথাস্তু—এ একটা হাসির কথা বটে!

মধু। কিন্তু তোমার সঙ্গে যুদ্ধারম্ভ হবে কবে?

শ্রীবিষ্ণু। বীরাচারী ক্ষাত্র ধর্ম্মে দীক্ষিত হবার পর—এই বর গ্রহণ তার সূচনা মাত্র—যুদ্ধ হবে মায়া যুদ্ধ—

মধু। আর সে যুদ্ধে আমরাই জয়লাভ করবো—অথবা পরাজিত হ'লে তোমার কাছে আমরাই করুণা প্রার্থনা করবো!

শ্রীবিষ্ণু। যাও—পুষ্কর মধ্যে ক্ষাত্রধর্ম্মী রাজা হ'য়ে মায়া যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও—আর এই কৈটভ হবে তোমার সকল কার্য্যের সহায় মাত্র!

মধু ও কৈটভ। হা হা হা, দেখি তোমার মায়া যুদ্ধ কেমন প্রবল—

[মধু ও কৈটভের প্রস্থান

শ্রীবিষ্ণু। যোগনিদ্রা! এইবার কার্য্য পেয়েছ—আরম্ভ কর তোমার মায়ার লীলা—সমরাভিযানের মহাঅস্ত্রের তূণীরে শায়ক সজ্জা কর জয়লাভের পরিকল্পনায়! আমি জাগরণ ব্রত গ্রহণ ক'রে কর্ম্ম আর

জ্ঞানের উপাদানে প্রকাশমান পদ্মযোনিকে সৃষ্টি কর্ম্মে নিয়োজিত করি! জ্ঞান, সৃষ্টি করতে হবে মেদিনী—

যোগ। কামনা কর সর্ব্বজয়ী শক্তিমান—আমার মায়া অভিযান যেন বিফল না হয়—সাফল্যে সৃষ্টি হবে তোমার সাধের মেদিনী—

[উভয়ের প্রস্থান

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

ক্রীড়া মহল

[লোভ]

গীত

হা হা হা হা প্রাণ মন আমার আশায় দোলে।
আঁথি ঠেরে উঁকি মারি লোভের ভরা আঁথি ছলে॥
লোভে আমার জিবে ঝরে জল,
যেমন চোখের কাছে খাট্টা অবিকল,
লোভে চোখ ছল ছল মন ঢল ঢল বুক ধড়ফড় পলে পলে॥
আমি চাই সকল ভোগের ভাগ
ভোগে আমার চির অনুরাগ,
কোমর বেঁধে খুঁজছি সে ভাগ বেভাগ না হয় কোন ভুলে॥

লোভ। হা হা হা হা, কি মজা—কি মজা! এক গাদা ঐশ্বর্য্য—আমি তার ওপর সোনার সিংহাসন গড়িয়ে বসে থাকবো—তাকিয়া হেলান দিয়ে মজা ক'রে বাতাস খাবো—আরো কত কি যে করবো আমি আর ভাবতে পারছি না—

[কামের প্রবেশ]

কাম। কে এখানে? লোভ? একটু স'রে দাঁড়া ভাই—একপাশে একটু সরে দাঁড়া—আমি এখন ধনুক চর্চ্চা করবো! চারিদিকে হৃদয় খুঁজে বেড়াচ্ছি—কিন্তু হৃদয় নেই তা তীর বিঁধবো কি ক'রে বল? খালি জল—খালি জল—শত কামনায় শত সাধনায় সুতীক্ষ্ণ সরস তীর গুলো সব জলে ভেসে যাচ্ছে! অবশেষে অভিমানে নিরাশ প্রাণে নিজের বুকে একটা তীর হাঁকড়ে যাই আর কি! এখন একটী প্রিয়ার সঙ্গ বিনা শরাঘাতের সম্মান রক্ষা হয় না! কি আশ্চর্য্য—, জলস্রোতে আমার লক্ষ লক্ষ তীর ভেসে গেল—আর অজ্ঞাত দেশের একটা অজ্ঞাত প্রিয়া সঙ্গিনী ভেসে আসতে নেই?

লোভ। জাল একখানা তৈরী করতে হবে! ঢেউয়ের সঙ্গে যা ভেসে যাবে টপ্-টপ্ টেনে তুলবো! বড়দা বড়দা—লাগে তাক্ না লাগে তুক—ওটা কি দেখ—

কাম। কইরে—কইরে? মাথায় ঘোমটা, পায়ে আলতা, উজল চোখে সজল দৃষ্টি, ঢল ঢল গতি—এমন কিছু দেখেছিস নাকি? কই কোথা—কোন্ দিকে?

লোভ। আহা বড়দা—যা বল্লে! ঐ রকম যদি আমার একটী বউদিদি থাকতো! বেশ বাঁকা সিঁথে কাটবে, পানের সঙ্গে দোক্তা খাবে, হেলে দুলে চলবে, আতর গোলাপ মাখবে, চোখ দুটো ঘুরবে, মুখে খই ফুটবে—তাহলে আমিও বউদিদি ব'লে ডেকে আমোদ করতুম—

কাম। চুপ কর লোভ—বেশী আশা করিসনি। বেশী আশা করলে আশার মুখে ছাই পড়ে! ও, বিরহ—বিরহ—অবিরাম আর এই

বিরহের স্রোতের টানে প'ড়ে থাকতে পারি না! অনন্ত জলরাশির স্তরে স্তরে কেবলই অনন্ত বিরহ বেদন!

লোভ। হ্যাঁ বড়দা, আমি এমনি কপাল ক'রে এসেছিলুম যে আজ পর্য্যন্ত একটা বউদিদির মুখ দেখতে পেলুম না।

[রোদন]

কাম। ওঃ, বিরহ—দুঃসহ বিরহ! আজ অবসান করবো দারুণ অসহ বিরহের! এই চোকা চোকা বাণ গুলো একটা একটা ক'রে আজ নিজের বুকেই বসাবো।

[আত্মহত্যায় উদ্যত]

লোভ। বড়দা—কি করছো—আত্মহত্যা করবে নাকি?

কাম। ছেড়ে দে—ছেড়ে দে লোভ—

লোভ। ও মা, শীগ্‌গির এসো—বড়দা বিয়ে করবে ব'লে পাগল হয়ে আত্মহত্যা করছে!

[ক্রোধের প্রবেশ]

ক্রোধ। কি, আত্মহত্যা করছে? ভীরু—কাপুরুষ! ধনুর্ব্বাণ হাতে ধারণ করেছিস কি এই জন্যই? কাপুরুষের হাতে অস্ত্র থাকলে তার এমনি পরিণামই হয় বটে! কেন দাদা কিসের জন্য আত্মহত্যা? তোমার হাতে তীর ধনুক থাকতে তুমি ঘরের কোণে ব'সে আত্মহত্যা করবে? কাপুরুষের মত মরবে? ঐ ফুলের ধনুতে যদি শত্রু বক্ষ বিদীর্ণ করা না যায় তবে ফেলে দাও ধনুর্ব্বাণ! পুরুষ বাচ্চার মত ঘুষি ধর—আর রদ্দার ঠেলায় অন্ধকার দেখাও!

লোভ। আচ্ছা মেজদা, তুমি অত চ্যাঁচাও কেন? একটু আস্তে কথা কইতে পার না?

ক্রোধ। আস্তে কথা কইবো—কেন? আমি কি কাপুরুষ? আস্তে কথা কইবি তুই—পা-টিপে টিপে উঁকি মেরে এ ধার ও ধার ঘুরে বেড়াবি তুই! আমি কথা কইবো বুক ঠুকে, পা ফেলবো এমনি ক'রে—ঘুসি তুলবো এমনি ক'রে—রদ্দা ঠেলবো এমনি ক'রে! পুরুষ বাচ্চা হয়ে আমি তোদের মতন অমন মেনিমুখো নই! বড়দার আজ এ দুর্গতি কেন? যত চেহারায় সৌন্দর্য্য বাড়ছে, ততই যেন মেয়ে মানুষের মত লট্‌পট্ করছে! এমনি ক'রে ক'রে ঐ কি পুরুষের চলন—যেন নিছক একটা স্ত্রীলোক! যেমন চেহারা তেমনি তার অস্ত্রও জুটেছে! ধনুর্ব্বাণ হয়েছে দেখনা—ওর ঘায়ে কি কেউ মরে—বড় জোর একটু মূর্চ্ছা যায়! ও ধনুর্ব্বাণের চেয়ে আমার ঘুসির ঠেলায় একেবারে অন্ধকার!

কাম। তুমি না হয় ঘুসি মারবার লোক পেলে, লোভের লোভও না হয় সার্থক হলো! কিন্তু রসসিন্ধু মথিত ক'রে রস উপাদানে তৈরী এ সরস শায়ক ছাড়ি কার বুকে—উপযুক্ত সে লোক পাচ্ছি কোথা?

ক্রোধ। তোমার যে আবার সব বিদ্‌কুটে ব্যাপার—লোকও চাই মনের মতন—আবার তাকে গুপ্ত হত্যা করবে! আমাদের ও সব নয়—যা হয়ে গেল সব সাম্‌না সাম্‌নি! চোখ দু'টো রক্তবর্ণ ক'রে একটা রদ্দা—ব্যস! তোমরা এখন পা টিপে টিপে উঁকি ঝুঁকি মারগে! আমি চললুম ঘুসো-ঘুসির বৈঠক বসাতে!

লোভ। হ্যাঁ মেজদা, আজ কোথায় ঘুসো-ঘুসি হবে? কার সঙ্গে হবে?

ক্রোধ। আজ ভায়ে ভায়ে ঘুসো-ঘুসি—

লোভ। সেকি মেজদা, আমায় তুমি ঘুসি মারবে ?

ক্রোধ। না রে না—বড়মার ছেলে বৈরাগ্যকে—সে যে বৈমাত্রেয় ভাই !

লোভ। হ্যাঁ হ্যাঁ বেশ হবে—বেশ হবে! ঘুসিও মারতে হবে না মেজদা—আমিই ওকে জিব দিয়ে চেটে মেরে দোবো !

কাম। দুর্ভাগ্য—দুর্ভাগ্য আমার যে হাতের তীর হাতেই রইলো ! আর দুর্ভাগ্য তাদের—যারা এই তীরের ঘায়ে উপভোগ ক'রে বুঝলে না যে এটা কি বস্তু—

ক্রোধ। সহজেই বুঝিয়ে দেওয়া যায়! একটী ঘুসি আর একটা রদ্দা তাহলেই একেবারে ব্যস্! আমি তো চললুম বৈরাগ্যটাকে টিট্ করতে !

(প্রস্থানোদ্যত)

[ঢাল ও তলোয়ার হস্তে বৈরাগ্য উপস্থিত]

বৈরাগ্য। আমারও আছে দাদা ঢাল তলোয়ার ! ভায়ের সঙ্গে তোমরা যদি শত্রুতা করতে চাও, সহোদর নই ব'লে যদি সমাদর না পাই—তাহলে আমিও ভয় করি না কামের অস্ত্রকে—তোমার রক্তবর্ণ চক্ষু আর বীরত্বকে—সর্ব্বোপরি লোভের লোভকে ! এসেছিলুম খেলা করতে—না হয় যুদ্ধ বাধবে—আমারও তা'তে আপত্তি নেই—

কাম। ছি ছি ছি ছি, বৈমাত্রেয় ভাই ব'লে হিংসা ক'রে এই অপদার্থ একটা বালকের বুকে শরাঘাত করবো ? কাঁচা ফল কি সি মেরে পাকে ? মেজ' ! ও তীর ধনুকে হবে না আর ঘুসি

মারলেও হবে না—আমরা দু'জন স'রে পড়ি চল! লোভ রইলো—ও যদি লোভ দেখিয়ে কিছু ক'রতে পারে! ও ঢাল তলোয়ারের সামনে কামের তীর ধনুক একেবারে জল!

[প্রস্থান

ক্রোধ। গা'টার ভেতর একেবারে শিউরে শিউরে উঠ্‌ছে! একটি ঘুসি আর একটি রদ্দা যদি চালাতে পারতুম! ওঃ আক্ষেপ থেকে গেল—আমার এমন ঘুসি ঢাল তেলোয়ার দেখে কবজী থেকে একেবারে আলগা হয়ে পড়লো! তাহ'লে বীরদাপে পলায়নই বুদ্ধিমত্তার বিশিষ্ট পরিচয়!

(প্রস্থানোদ্যত)

বৈরাগ্য। একে একে সব পালাচ্ছ কোথায়?

ক্রোধ। ঘুসি জোড়াটায় একটু রসান দিয়ে আনি, তারপর দেখছি তোমায়, দাঁড়াও—

[প্রস্থান

লোভ। চেটে মেরে দোবো—বুঝ্‌লে, একেবারে চেটে মেরে দোবো—

বৈরাগ্য। তোমার জন্য আর ঢাল তলোয়ারের প্রয়োজন হবে না! [ঢাল তলোয়ার রাখিয়া লোভের গলা টিপিয়া] শুধু এই গলা টিপে ঘাড় ধাক্কা দিলেই চলবে! যাও দূর হও—পাপের সূচনা তোমা হতেই—

লোভ। অমন আচম্‌কা গলা টিপে ধরলে কেন? উঃ, এমন লেগেছে! যাচ্ছি আমি মাকে ব'লে দিয়ে আসছি—

[প্রস্থান

বৈরাগ্য। হা হা হা, বৈরাগ্য শক্তি সম্পন্ন হ'লে কতক্ষণ দাঁড়াতে পারে তার কাছে—কাম ক্রোধ লোভ—

গীত

যদি আমার শক্তি সত্য হয়।
কাম ক্রোধ লোভ পায় শত ক্ষোভ
পরিণতি তায় জয়॥
আমি গরল দলি সরল প্রথায়,
নিরাশায় হৃদি পুরাই আশায়,
মতি গতি যে আমারে বিলায়
পাপ তাপ তার ক্ষয়॥

[প্রস্থান

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

মধুর বিলাস ক্ষেত্র।

[কৈটভ ও মায়িকাগণ]

কৈটভ। গাও এই বিলাস ক্ষেত্রে তোমাদের বাঞ্ছিত সঙ্গীত—এখানে প্রার্থিত পুরস্কার হতেও বঞ্চিত হবে না! তোমরা দ্বিধা শূন্য হ'য়ে প্রাণ খোলা আনন্দ ক'রতে পার!

মায়িকাগণের— গীত

সখী লাগলো প্রেমের ঢেউ।
তাতে রঙ্গ ক'রে অঙ্গ দোলে বাধা দিওনা দিওনা কেউ ॥
সরম যদি ভাঙ্তে হয়,
তুফান ঠেলে ভাসতে হয়,
অকূল ভেবে আকুল হয়ে লাজে উজান ধরোনা কেউ ॥
প্রেমের খেলা পরম মধু
মিলে যদি প্রাণের বঁধু
নইলে সকল বিফল শুধু মজেও মজবো না লো কেউ ॥

[মধুর প্রবেশ]

মধু। এরা কারা কৈটভ? হাস্য আননা রঙ্গরস ভরা পরিপাটী বেশ বিন্যাসে বিলাসিনী মাধুর্য্যময়ী এই রসিকাদের কোথায় পেলে কৈটভ? এ সেই মায়া যুদ্ধের অভিযান নয় তো? হলেও স্মরণ রাখতে হবে—যুদ্ধে জয়ের নিশান দৃঢ় প্রোথিত করতে হবে! হ্যাঁ, এ রঙ্গিনীদের সরিয়ে দাও—কুমতি সুন্দরী আসছেন এই বিলাস বিতানে বিশ্রাম করতে! হয়তো এঁদের সঙ্গ তাঁর ভাল লাগবে না। যাও তোমরা এখন বিশ্রাম করগে—উপযুক্ত পুরস্কার ভৃত্যের হাতে পাঠিয়ে দিচ্ছি [মায়িকাগণের প্রস্থান—সঙ্গে কৈটভ যাইতে ছিল] হ্যাঁ। কৈটভ! তুমি অনুক্ষণ অক্লান্ত পরিশ্রমে আমার বিলাস ক্ষেত্রে আনন্দের উপাদান যুগিয়ে বেড়াচ্ছ—কিসের আশায়, কোন্ স্বার্থে?

কৈটভ। স্বার্থে নয় রাজা! আমি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ তোমার কাছে—তোমার সহায় সঙ্কল্পে নিস্বার্থভাবে আমার জীবন মন অস্তিত্ব উৎসর্গ করতে!

মধু। তাই বুঝি সকল ভোগ পরিত্যাগ ক'রে হস্তগত সকল শান্তি উপাদান ডালি দিচ্ছ আমার সন্তোষ বাসনায়? না কৈটভ, আমার মনে হয় আনন্দ উপভোগে আমাদের সমান অংশ থাকলেই ভাল হতো! তুমি থাকবে সম্পূর্ণ ত্যাগী—আর আমি থাকবো উপভোগ ভাণ্ডারের সম্পূর্ণ ভোগী—এ নিতান্ত বিসদৃশ ব'লে মনে হয়!

কৈটভ। আমিতো ভোগের আশা নিয়ে তোমার সহায় সঙ্কল্পে জীবন উৎসর্গ করিনি! তুমি রাজা—ভোগ্য হও তুমি সকল ভোগ্য বস্তুতে অধিকার নিয়ে! আর আমার কর্ত্তব্য তোমার রাজাসনের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রেখে নব প্রতিষ্ঠান রচনার সিদ্ধিলাভে সকল অধিকার তোমাকেই দেওয়া! আমাকে ভোক্তা হতে হ'লে তোমাকে পূর্ণ অধিকার হ'তে বঞ্চিত থাকতে হয়! তার পরিণামে একটা প্রতিষ্ঠান বিভক্ত হবে দুই ভাগে! সমান শ্রেষ্ঠত্বের গর্ব্বে কেউ চাইবে না কারো কাছে দাস্য ভাবে অগ্রসর হতে!

মধু। কিন্তু তুমি কেন দাসত্ব গ্রহণ করলে? আমিও তো দাস্য ভাবে তোমার সহায় হ'তে পারতেম!

কৈটভ। একই কথা—আমি তোমারই মত অন্তর নিয়ে সাধ ক'রে দাসত্ব বেছে নিয়েছি—আমার ধারণা তা'তে সুফল ভিন্ন কুফল অর্জ্জিত হবে না!

মধু। তুমিই এনে দিয়েছিলে প্রিয়দর্শনা সুমতি—যার গর্ভে সুকুমার রত্ন জন্মগ্রহণ করেছে বৈরাগ্য!

[কুমতির প্রবেশ]

কুমতি। বল বল—আরো প্রশংসা কর প্রিয়দর্শনা জ্যেষ্ঠা মহিষী সুমতির! আরো অপূর্ব্ব রত্ন ব'লে পরিচয় দাও তার গর্ভজাত সন্তান বৈরাগ্যকে!

মধু। কেন, এতে তোমার আক্ষেপ কিসের? বড়রাণী আর তার সন্তানের সঙ্গ কি তোমার ভাল লাগে না কিম্বা তারা তোমার কোনরূপ অবমাননা করেছে?

কুমতি। করতে আর বাকি কি? আমাকে দেখলেই বড়রাণীর মুখ ভার হয়—ঘেন্নায় স'রে যেতে পথ পাননা! কেন, আমি কি একটা অপ্রিয় ছোটলোক এসে তোমাদের গলগ্রহ হয়েছি?

মধু। কৈটভ, যাওতো সংবাদ নাওতো—এর মূলে কি রহস্য নিহিত আছে! [কৈটভের প্রস্থান] আমার কেবলই মনে হয়—এ সেই মায়া অভিযান নয়তো?

কুমতি। সে আবার কি মহারাজ?

মধু। না ও কিছু নয়—ও সামান্য একটা মনের ধোঁকা! যাক্ আর তোমার অভিমান নেইতো?

কুমতি। তোমার আদর পেলে আর আমার মান অভিমানের মূল্য কি মহারাজ?

মধু। ওগো প্রিয়া, অভিমানের পাত্রী তুমি—রূপ গর্ব্বে গরবিনী! তোমার মনোরম অভিমানের রঙ্গ অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করে! আর সে সৌন্দর্য্য উপভোগে অনুক্ষণ আমার পরমায়ু বৃদ্ধি পায়!

কুমতি। মহারাজ! কারা গাইছিল এই বিলাস-ক্ষেত্রে? শুনলুম তারা আমার পিতার দেশের কন্যা! একবার তাদের গান শুনতে পাই না?

মধু। হ্যাঁ—হ্যাঁ—তারা আছে—চমৎকার তাদের নৃত্য-গীত—তারা বিশ্রাম করছে—এখনো তাদের বিদায়ের পুরস্কার দিইনি! ওরে কে আছিস—রঙ্গিনীদের বিলাসক্ষেত্রে পাঠিয়ে দে! আমি তাদের একবার দেখেছি মাত্র! তাদের কলা কৌশল মনোরম! কিন্তু সন্দেহ হয়—মনে হয়—তারা সেই মায়া যুদ্ধের অভিযান নয়তো?

কুমতি। হা হা হা, চিরদিনই কি তুমি সন্দেহের প্রাণ নিয়ে থাকবে?

[গীতকণ্ঠে মায়িকাগণের প্রবেশ]

গীত

রূপরঙ্গে ভাসে বঁধুয়া।
প্রিয় তরঙ্গে হিয়া ওঠে নাচিয়া॥
একে সই যৌবন তাতে প্রিয় আলাপন,
তাতে প্রাণে প্রাণে মেশামিশি প্রেমে নিমগন,
পরশে সুখের চরম হৃদয় ভরিয়া॥

[প্রস্থান

মধু। চমৎকার এদের নৃত্যগীত—এরা থাক—অনেক রকমে এরা তোমার সন্তোষের কারণ হ'তে পারে!

[কাঁদিতে কাঁদিতে লোভের প্রবেশ]

লোভ। মা, বৈরাগ্য আমার গলা টিপে ধরে গুম গুম ক'রে পিঠে ঘুসি মারলে!

কুমতি। হতভাগা ছেলে, প্যান প্যান ক'রে আমার কাছে কাঁদতে এসেছিস কেন? তুইও বসিয়ে দিতে পারলি না ঘা-কতক!

লোভ। তার যে গায়ে জোর বেশী—আমি যে তার সঙ্গে পারি না—

কুমতি। না পারিস্—পড়ে পড়ে মার খাবি! রাজার ছেলে হ'লে কি হয়—তুই যে ভিখারীরও অধম!

মধু। এ শ্লেষ পুত্রকে নয়—আমাকে! এসো বৎস, আমার কাছে এসো! [লোভ কাছে আসিল] তোমার বড় মাকে একথা বলেছিলে?

কুমতি। [লোভকে সরাইয়া লইয়া] রেখে দাও তোমার লোক-দেখানো আদর সোহাগ! ছেলেটা মার খেয়ে কাহিল হয়ে এলো—তার বিচার করা দূরে গেল—আবার বলা হচ্ছে সেই সর্ব্বনাশী বড় মাকে এ কথা বলেছিলে? শোন্ লোভ, তোর কেউ নেই—অভাগা তুই—আমরা মাতাপুত্রে নিতান্ত ভাগ্যহীন—

মধু। কার ওপর এ অভিমান করছো রাণি? আমি অবিচারী নই—আমি বিচার করবো! তোমরা মাতাপুত্রে একদিকে—আর আমার সমস্ত ঐশ্বর্য্যসহ সুমতি আর বৈরাগ্য একদিকে! আমি সর্ব্বস্ব ত্যাগ করতে পারবো তবু তোমাকে আর তোমার পুত্রদের পরিত্যাগ করতে পারবো না!

কুমতি। তোমার মুখের সান্ত্বনায় অনেক সহ্য করেছি! আজ আমি দৃঢ় প্রতিজ্ঞ—এর যদি বিচার না হয়—সর্ব্বদাই যদি বড়রাণী আর তার পুত্রের কটু তিরস্কার আর অপমান ভোগ করতে হয়, তবে আজ থেকে তোমার আশ্রয়ে আমরা উপবাস ব্রত গ্রহণ করবো! তোমার যদি এতই বিতৃষ্ণা আমাদের উপর তবে আমার

ভাই অহঙ্কারকে ডেকে বলি—তার সঙ্গে ছেলেদের হাত ধ'রে যেখানে দু'চক্ষু যায় সেইখানে চ'লে যাই—বড় রাণীর বালাই দূর হোক!

মধু। নিরস্ত হও রাণী, আমি তোমায় বাক্যদান করছি—বড়রাণী আর তার পুত্রকে উপযুক্ত দণ্ড দানে তোমারই সম্মুখে অকপটে শাসন করবো!

কুমতি। হ্যাঁ—আমারও প্রতিজ্ঞা—এখানে সম্পূর্ণ আধিপত্য না পেলে বড় রাণীর শাসনাধীন হয়ে থাকতে পারবো না! বিচারই যদি করবে মহারাজ—আর সেই বিচারের ফলে আমি শুনতে চাই—হয় সুমতি নয় কুমতি দু'য়ের একজন সপুত্র তোমার আশ্রয় হ'তে চিরবিদায় গ্রহণ করবে! বল তুমি কাকে চাও? বড় রাণীর কপট সোহাগ না ছোট রাণীর সারল্য? বল—আমি শুনতে চাই—তুমি কা'কে রেখে কা'কে পরিত্যাগ করতে চাও?

মধু। বিষম রহস্য কথা!
একদেহে দুই বাহু সম
সম আদরের সুমতি কুমতি—
অবিরাম অন্তর্দ্বন্দ্বে নির্ণয় না হয়
কারে রাখি কারে করি পরিত্যাগ?
প্রধানা মহিষী সুমতি সুন্দরী
অহরহ মিষ্টভাষে করে আলাপন,
সন্তান তাহার চিরবাধ্য
পিতৃভক্ত সুসন্তান বৈরাগ্য রতন
আশা দেয় ভবিষ্যের পথে!
হেন রত্নগর্ভা পত্নীরে আমার

সপত্নী বিদ্বেষী কুমতির ছলে
অবহেলে দিব বিসর্জ্জন—
ক্ষুদ্র এক গৃহ বিসম্বাদে
গুরু অপরাধ করিয়া নির্ণয় ?
না না অসম্ভব—
প্রতিবাদ করি কুগীত গাহিবে লোকে !

কুমতি। একি, চিন্তান্বিত কেন মহারাজ ?
ভাবিবার নাহি অবসর—
চাহি সদুত্তর—কহ,
কারে রাখি' কারে তেয়াগিবে ?
প্রধানা মহিষী সপুত্র সুমতিরে
দিতে বিসর্জ্জন কাঁদে যদি প্রাণ
অকপটে মোরে দেহ বিদায় রাজন—
চ'লে যাই অভাগা তনয়ে লয়ে
যথা মোর আঁখি দু'টী ধায় !
অকারণ কেন হবো ঘোর বাধা
তোমার শান্তির পথে ?
ওরে লোভ চির ভাগ্যহীন !
নবীন জীবনে হয়ে আশাহীন
পিতৃপদে বিদায় লইয়ে
চলে চল্ ভাগ্যের তাড়নে
অভাগিনী মাতৃসনে অন্ধকারে লুকাতে বদন !
বিদায়—বিদায় হে রাজন—

লোভ। তাহলে বিদায় দাও বাবা—

গীত

তবে চ'লে যাই নিরাশ জীবন বহিয়া।
নিয়ে শত আশা মরমের ভাষা
অকূলে জীবন সঁপিয়া ॥
ছিল কত সাধ কত বাসনা
বাধা পেয়ে সেতো পূরিল না
যদি গো তোমার হলো না করুণা
কিবা ফল বল কাঁদিয়া ॥

মধু। ওরে লোভ! মুছে ফেল রোদনের জল!
যত্নে গড়া স্নেহের দুলাল
চিরবাঞ্ছিত ভবিষ্যৎ মোর!
এই তোর নবীন বয়সে
নিষ্ঠুরতায় পাসরি সকল মমতা,
কোথা কোন দূর
পরিত্যক্ত বিশাল প্রান্তরে
অবিচারে কার গ্রাসে দিব বিসর্জ্জন?
রাণি! সম্বর রোদন—
তুষ্টি হেতু তব বাঞ্ছা তব করিব পূরণ!
বদ্ধ আমি প্রতিজ্ঞার ডোরে—
যেবা প্রতিকার চাহলো সুন্দরি
অকপটে তাহাই সাধিব!

কুমতি। বদ্ধ যদি প্রতিজ্ঞার ডোরে—
কহ, আশা মম করিবে পূরণ?

কহ, অনুক্ষণ রাখিবে মর্য্যাদা মোর ?
কহ, চাই যাহা দিবে তাহা অকপটে ?
কহ, আদেশ আমার
অক্ষরে অক্ষরে হইবে পালিত ?

মধু। নহে মিথ্যা—আদেশ তোমার
অক্ষরে অক্ষরে হইবে পালিত !

কুমতি। আমি চাই—
জ্যেষ্ঠা মহিষীর চির নির্ব্বাসন !

মধু। ছিন্ন করি শত বাধা শত অনুরোধ
ওগো প্রিয়া—আদেশ তোমার
অক্ষরে অক্ষরে হইবে পালিত !

কুমতি। যদি তার ঝরে আঁখিজল ?

মধু। ছল মাত্র বুঝিব অন্তরে !

কুমতি। যদি সপুত্র কাতর কণ্ঠে
সুবিচার করে সে প্রার্থনা ?

মধু। তবু অবিচারে নির্ব্বাসন বিহিত বিধান !

কুমতি। ফিরাবে না অগ্রগামী পদ
ধর্ম্ম ভয়ে প্রতিজ্ঞা ভুলিয়া ?

মধু। ধর্ম্ম ? কোন্ মন্ত্রে কোন্ তন্ত্রে
কোন্ তরঙ্গের ঘাত প্রতিঘাতে
কোন্ রাগিনী ঝঙ্কারে
কোন্ শক্তি তত্ত্বে জন্ম তার—
তোমার মোহিনী সৌন্দর্য্য ভোগে
বঞ্চিত করিয়া মোরে—সবলে শাসন করি'

হস্ত পুত্তলিকা সাজাইবে তার ?
দৃষ্টি মোর ফিরাবো না কোনে দিকে—
হেন মানসমোহিনী
তুমি যার নিরন্তর দৃষ্টির সম্মুখে !
রহলো সুন্দরী সপুত্র নিশ্চিন্ত বিলাসে ;
সুমতির নির্ব্বাসন শেষে
তৃপ্তি আশে তোমার আবাসে
সুসংবাদ আনি দিব ত্বরা—

[প্রস্থান

লোভ। মা, এইবার কিন্তু বৈরাগ্য খুব জব্দ হবে—

কুমতি। জব্দের এখনো হয়েছে কি ! দাঁড়া আগে ভিটে ছাড়া করি—তারপর—

[সকলের প্রস্থান

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

স্রোতের পথে

[যোগিয়া]

গীত

ওরে দ্বার খুলে দে মন্দিরের ওই আগল খুলে ॥
সে যে ফুল্ল মনে আবাহনে আসছে ছুটে সকল ভুলে ॥
সে যে মজেছে আজ মধুর রসে,
বেশ ধরেছে নূতন বেশে,
সে যে দুলে দুলে আসছে হেসে চরণে তার ভৃঙ্গ বুলে ॥
তার কাজল পরা যুগল আঁখি ভাবের ভরা
গন্ধ মাখা অঙ্গখানি পাগল করা,
নয়নে তার অশ্রু ধারা বরণ ক'রে নেরে তুলে ॥

[মণিহংসের প্রবেশ]

মণিহংস। সুর বদলাও যোগিয়া খুড়ো সুর বদলাও! পথ-ভিখিরী সেজে বাজে সুর ভেঁজে কোনো ফল হবে না! তুমি এই হাটে এসেছ ছুঁচ্ বেচ্‌তে? কণ্ঠের রাগিণী কণ্ঠে চেপে রেখে এখান থেকে আপাততঃ পালাও—তারপর ক্ষ্যাণ বুঝে এসো—এখন এই কেলেঙ্কারীর হাটে তোমার ও সুরের কলাকে সবাই রম্ভা প্রদর্শন করবে! এখন গা ঢাকা দাও—সময় হ'লে হাত তালি দিয়ে হোক, টুসকি দিয়ে হোক তোমায় ডেকে নেব এখন! [যোগিয়ার প্রস্থান] দেখ একবার—

প্রভু আমার কি করতে কি ক'রে বসলেন ! যা ইচ্ছে করেছেন তাই সৃষ্টি করছেন—আর আমার কাজের তালিকা ঘন ঘন বাড়িয়ে তুলছেন ! কি করবো—আদেশ অমান্য করবার তো উপায় নেই—যেই আদেশ করা অমনি পত্র পাঠ সাধন করা চাই ! তাই আমি আজ মধু দানবের সখের সখা বিদূষক ! আমাকে পাঠালেন বিদূষক গ'ড়ে আর নিজে এক গাছা চাবুক হাতে ক'রে বেশ ধ'রে নাম নিলেন বিবেক সুন্দর ! বলেন, যুদ্ধ ঘোষণা করেছি মধু কৈটভের বিরুদ্ধে—তাই সেই চাবুক তার যুদ্ধের অস্ত্র ! আচ্ছা দেখি প্রভুর আমার চাবুকের জোর কত !

[কামের প্রবেশ]

কাম। আর যাবে কোথা ? অতল জলরাশির সমস্ত স্তর অন্বেষণ ক'রে প্রণয়ী হৃদয় তৈরী ক'রতে পেয়েছি আমার আকাঙ্ক্ষিত বক্ষস্থল— [শরত্যাগে উদ্যত]

মণিহংস। চেপে যাও বাবাজী চেপে যাও—আমার ভেতরটা একেবারে সাক্ষাৎ মাকাল ফল—

কাম। আরে কে' ও—বিদূষক মশাই ? ভাগ্যে তীর হাঁকড়াইনি—তা হলে একটা তীর অযথা নষ্ট হচ্ছিল আর কি ! শুধু মাকাল ফল নয় বিদূষক মশাই—দেখতে নরম সরম হলেও বুকের ওপরটাও একেবারে পাথরের ঢিপি ! বক্ষস্থল বিদীর্ণ হওয়া দূরে থাক—ঠক্ ক'রে বুকে লেগে তীর গাছটা দু'টুকরো হ'য়ে যেতো ! আপনার বুকে যে শর হানবে সে এখনো জন্মায়নি !

[ক্রোধের প্রবেশ]

ক্রোধ। রক্তচক্ষু প্রদর্শন পুরুষের প্রধান লক্ষণ! সম্মুখে ঘুসি এবং রদ্দা প্রয়োগের উপযুক্ত পাত্র পেয়ে যে পুরুষ অবহেলায় সুযোগ পরিত্যাগ করে সে পুরুষ পুরুষই নয়! সবিক্রমে আক্রমণ করাই পুরুষোচিত ধর্ম্ম! অতএব—

মণিহংস। অতএব ক্ষান্ত হও—

ক্রোধ। কে? বিদূষক মশাই? আপনি? ওঃ, কি পরিতাপ—কি গ্লানি! এমন মহামহিম মহিমার্ণব হয়ে অবশেষে আপনি আমার এতখানি উদ্যম বিক্রম অবলীলাক্রমে নষ্ট ক'রে দিলেন? কেন আপনি বিদূষক না হয়ে অন্য কেউ হলেন না? বিদূষকই যদি হলেন—কেন ছদ্মবেশ ধরলেন না? তা হলেত আমার শত আয়োজন-লব্ধ ক্রোধটা ব্যর্থ হতো না। এতক্ষণ পরিষ্কার আপনার সঙ্গে এক হাত হয়ে যেতো! আপনিও বুঝতে পারতেন—ক্রোধের ঘুসি ক্রোধের রদ্দা কতদূর কার্য্যকরী! হায় বিদূষক মশাই, আপনি বোধ হয় মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝতে পারছেন—শিকারী শিকার না পেলে সে কতখানি মর্ম্মাহত হয়!

মণিহংস। তা বুঝতে পেরেছি বৈ কি বাবাজী—কামের তীর আর ক্রোধের ক্রোধ যে উপভোগ করেছে সে সেই বয়সেই থেকে গেছে! আমি যদি মণিহংস না হয়ে পাতিহংস হতুম, তা হলে তীরও খেতুম, আর রদ্দা ঘুসিও উপভোগ করতুম! কি করবো বাবাজী—হংসের আগে মণি যোগ হয়েই সব গোলযোগ নষ্ট হয়ে গেল! তা এক কাজ করনা বাবাজী—পছন্দ সই লোক যখন মিলছে না তখন তীর রদ্দা ঘুসি গুলোর সদ্ব্যবহার ঘরাঘরি সেরে নাও না! তুমি ক্রোধ

দেখাও কামের ওপর—কামও তোমার বুকে পঞ্চ-শরের দাগ বসাক—কোনো গোল থাকবে না—কারো আক্ষেপ থাকবে না—

কাম। চুপ্ চুপ্ কার পদ শব্দ শুনতে পাচ্ছি! বোধ হয় সার্থক হলো আমার ধনুর্ব্বাণ ধারণ! কে' ও? অগাধ জলরাশির ভেতর একখানা হৃদয় দেখতে পাচ্ছি—বুক পেতে শরাঘাত নিতে কর সঙ্কেতে আমায় ডাকছে! এই যে রঙ্গে ভঙ্গে তোমায় আমি প্রণয়ী ক'রে গ'ড়ে তুলছি—

[প্রস্থান

ক্রোধ। আহা হা, যাচ্ছে দেখনা—যেন দুলছে! যেতে যেন পা চাইছে না! যেতেই যদি হয় যেতে হবে সন সন ক'রে দমাদ্দম পা ফেলে! হিড় হিড় ক'রে টেনে এনে সামনে তাকে দাঁড় করাতে হবে—ঠাস ক'রে গালে একটা চড় মেরে একজোড়া ঘুসি আর এক জোড়া রদ্দা—ব্যাস্—কি করবি কর! লোক টিট্ করা অমন মেনী মুখোর কর্ম্ম নয়! সবুর—সবুর—সবুর—কে ওটা? দাঁড়াতো দেখি একবার—

[প্রস্থান

মণিহংস। কি সর্ব্বনাশ! দুই গোঁয়ার গোবিন্দের পাল্লায় প'ড়ে হংস বধ হয়েছিল আর কি! নেহাত বিদূষক ব'লে খাতির করে তাই—আর অনেকটা হৃদয়ের পরিচয় পেয়েছে তাই, নইলে এতক্ষণে প্যাক প্যাঁক ক'রে ডেকে জলে গা ভাসান দিতে হতো আর কি! আচ্ছা দেখি, ও বাবা, ও আবার কে আসে? মধু দানবের সম্বন্ধী

কুমতির ভাই অহঙ্কার মহাশয় নয়? এই সেরেছে, কেলেঙ্কারী বাধায় বুঝি! আমার সঙ্গে মশায়ের পীরিতটা বেশী বলেই মনে হয়!

[অহঙ্কারের প্রবেশ]

অহঙ্কার। কে এখানে?

মণিহংস। আরে কে' ও—অহঙ্কার মশাই নাকি? আজ এমন হন্তদন্ত হয়ে ছুটোছুটি ক'রছো ব্যাপার কি বল দেখি?

অহঙ্কার। বিদূষক মশাই! আপনি এখনো এখানে দাঁড়িয়ে রয়েছেন? আজ ভারি আমোদের দিন! রাজ সভায় চলুন—রাজ সভায় চলুন—সভায় আজ জনতার অবধি নেই! ভারি জমক—ভারি আমোদ—

মণিহংস। কেন বল দেখি—আজ হঠাৎ এমন জাঁক জমকের কারণটা কি? মহারাজ আবার বিবাহ টিবাহ করছেন নাকি?

অহঙ্কার। এবার আর বিবাহ নয়—বিবাহিত পত্নী ত্যাগ—

মণিহংস। ও বাবা, বিবাহিত পত্নী পরিত্যাগেও ঘটা হয় নাকি? তা পরিত্যাগ করছেন কাকে? বড়টীকে না ছোটটিকে? অনুমান বড়টীকে—কেননা ছোটটীর পরিত্যাগে তুমিই বা আমোদ করতে যাবে কেন? যেহেতু তুমি মহারাজের কনিষ্ঠা মহিষীর ভাই—অর্থাৎ মহারাজের আদরের শ্যালক—অর্থাৎ—

[গীতকণ্ঠে যোগিয়ার প্রবেশ]

গীত

অর্থাৎ কিনা বাস্তু ঘুঘু।

ওরে বাস্তু ভিটায় ঘুঘু চরায় ডাকে কেবল ঘু ঘু ঘু ॥

খায় করা ওর আদর সোহাগ,
অন্তর ভরা কেবল বিরাগ,
আঁখি দু'টী সদাই সজাগ নয় তো সোজা লঘু ।।
ও যে ছল কপটী বিষম ট্যাটা,
ছলে বাধায় বিষম ল্যাঠা—
যার পোতা আছে শক্ত খোঁটা তার কাছে সব ঢু ঢু ।।

[প্রস্থান

অহঙ্কার। হা হা হা, উন্মাদেও জটিল বিষয়ের আলোচনা করে! যাক—আপনার অনুমান ঠিকই! আর এতে আপনারও আনন্দ হওয়া উচিত!

মণিহংস। আহা, তোমার আনন্দ হ'লেই খুব চ'লে যাবে, আমায় আর আলাদা ক'রে আমোদ করতে হবে না!

অহঙ্কার। আপনি এমন এক একটা কথা ক'ন—শুনে আপনাকে শত্রু ব'লে মনে হয়!

মণিহংস। আচ্ছা, কেন বল দেখি আমাকে শত্রু বলে মনে হয়?

অহঙ্কার। আমি বহুদিন লক্ষ্য করেছি বড় রাণীর সঙ্গে আপনি কি পরামর্শ করেন—আর তার ছেলেকে কি মন্ত্রণা দেন!

মণিহংস। শুধু এই? মাঝে মাঝে এই পেটুকচন্দ্রকে বড়রাণী পাঁচ-ব্যান্নন ভাত দিয়ে পরিপাটী সেবা দেন—সে সংবাদটা জান না বোধ হয়!

অহঙ্কার। এ আপনার কলঙ্কের কথা! এতে আপনার গৌরব প্রকাশ করবার কিছুই নেই!

মণিহংস। কেবল নিজের কোলেই ঝোল টানছ! বড়রাণী ভিটে

ছাড়া হবেন তোমার আর আনন্দ ধরে না—তোমার ভগ্নী ছোট রাণীর প্রতিপত্তি বাড়বে—আর তাই দেখে তুমি ডিগবাজীর ওপর ডিগবাজী খাবে! ভগ্নীপতির স্কন্ধে চেপে একেবারে নিষ্কণ্টক হয়ে থালা থালা অন্ন ধ্বংস করবে—তোমার আর আনন্দের পরিসীমা নেই! আমার কিন্তু রীতিমত অসুবিধা আছে! কারণ এখানে তেমন আর আদর যত্নও পাব না—কেউ দু'টো ভালমন্দ কথাও কইবে না—খেতেও দেবে না!

অহঙ্কার। বলেন কি—মহারাজের শ্যালক, আমি তবে রয়েছি কি করতে? এ রাজ্যে আমার প্রতিপত্তিটা কি রকম খবর রাখেন?

মণিহংস। তাইতো ভাবছি—তোমার প্রতিপত্তির ঠেলায় প'ড়ে আমাকেও মাঝে মাঝে কোঁৎকানির ঠ্যালা সহ্য করতে না হয়! আর একটা কথা—যারা আদর যত্ন জানে না, হিংসাময় প্রাণ যাদের—তাদের অনাদরে ধ'রে দেওয়া অন্নের থালা তেমন তৃপ্তির হয় না—তেমন মিষ্টি লাগে না!

অহঙ্কার। আপনি কি বলতে চান—আমার ভগ্নীর হৃদয়খানা এত নীচ?

মণিহংস। যার নীচ অন্তঃকরণ. সে যদি বুঝতেই পারবে তার নীচতা, তাহলে সে নীচ হবে কেন?

অহঙ্কার। সাবধান বিদূষক মশাই—আপনার বড় লম্বা লম্বা কথা!

মণিহংস। এই—আরম্ভ হয়েছে? উচিৎ কথাটী কইলেই অমনি গায়ের রক্ত মাথায় তুলে একেবারে রক্ত আঁখি! তোমাদের ভাই বোনের এই স্বভাবটাইতো আমার ভয়ের কারণ! আমার শেষ কথা—বড় রাণীর এখান থেকে অন্ন উঠলে আমারও সেই অবস্থা!

মনেও করোনা দাঁত খিঁচুনী খেয়ে তোমার দয়ার অন্ন মুখে তুলে এক মুহূর্ত্তের জন্যও দেঁতো হাসি হাসতে পারবো !

অহঙ্কার। বড্ড বলছেন বয়স্য মশাই—বড্ড বলছেন !

মণিহংস। খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে কথা বার করলেই কথা শুনতে হবে বৈকি মশাই ! তোমার ভগ্নীর প্রতিবন্ধক ভেবে স্বার্থের নেশায় নির্ব্বিবাদে রাজরাণীকে নির্ব্বাসন দিতে চাইছ—তাই তার প্রতিবাদের ভাষা গুলো কটু তিক্ত লাগছে কেমন নয় ? ছি ছি ছি, তোমরা অতি ছোটলোক—

অহঙ্কার। কি এতদুর ! রাজ বয়স্য ব'লে আপনার এই কটু ভর্ৎসনা আমার সহ্য করতে হবে ? বড় রাণীর সঙ্গে সঙ্গে এখান থেকে আপনারও অন্ন তুলবো তবে আমার নাম অহঙ্কার !

মণিহংস। মশাই গো ! ও সব বাজে হাত পা নাড়া আর কটমটে চাউনি যত গোলা লোককে দেখিয়ে তাদের ভোলাতে পার—আমায় পার না ! আমি কারো বেতন ভোগী নই ! বয়স্যগিরি করছি বিনা স্বার্থে—শুধু খাতির যত্নের আশায় ! তার ত্রুটী হ'লে মনে করো না বেতনের আশায় তোষামোদ করেও পড়ে থাকবো ! তবে তোমার ছোট বড় কথা আমি গ্রাহ্য করি না—যতক্ষণ না মহারাজ আমায় বিদায় দিচ্ছেন !

অহঙ্কার। আমি আপনাকে বাধ্য করবো আমার ইচ্ছায় পরি-চালিত হ'তে !

মণিহংস। ওরে মুর্খ, আমি তোর ইচ্ছার মস্তকে পদাঘাত করি !

অহঙ্কার। আর সেই পদাঘাতের প্রতিদানে ধ্বংস হোক মণি-হংসের জীবলীলা ! [মণিহংসকে অস্ত্রাঘাতে উদ্যত]

[কৈটভের প্রবেশ]

কৈটভ। আর সেই অস্ত্র প্রতিহত করবার বিক্রমী পুরুষও তোমার সম্মুখে উপস্থিত!

অহঙ্কার। একি, ছোট মহারাজ? আপনি আমার বিরুদ্ধে?

কৈটভ। আপনার বিরুদ্ধে নই—বিরুদ্ধাচরণ করছি অকর্ত্তব্যের! পোষকতা করছি কর্ত্তব্যের!

অহঙ্কার। আমার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ কি আপনার কর্ত্তব্য?

কৈটভ। এ কর্ত্তব্য আমায় দেখাতে হতো না—যদি আমাদের প্রিয় পাত্র মহামান্য বিদূষক মণিহংসের মাথায় তোমার অস্ত্রখানি পতনোন্মুখ না হতো!

অহঙ্কার। তার যথেষ্ট কারণ আছে!

কৈটভ। যে কারণই থাক—যতক্ষণ বিদূষক মণিহংস মহারাজের প্রিয়পাত্র ততক্ষণ তিনি আমারও প্রিয়পাত্র; তোমার সহস্র অপ্রিয় হলেও, অন্ধের মত মহারাজের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে তুমি বাধ্য। মহারাজের মনস্তুষ্টি সাধনে আমি সর্ব্বদাই সচেষ্ট, স্বার্থ ত্যাগে তোমার ভগ্নীকেও মহারাজের করে সমর্পণ করেছি তাঁর তৃপ্তির জন্য। রাজার সন্তোষ বিধানে আমি প্রতিজ্ঞা ক'রে ব্রত গ্রহণ করেছি—রক্ষা করছি মহারাজের সকল প্রিয়তা—আর তুমি তার হত্যাকারী?

অহঙ্কার। বিদূষক মণিহংস জ্যেষ্ঠা মহিষীর পোষকতা ক'রছিলেন।

কৈটভ। পোষকতা করবার এখনো তাঁর [illegible]

অহঙ্কার। এই কি রাজার আদেশ?

কৈটভ। হ্যাঁ, এই রাজার আদেশ।

অহঙ্কার। উত্তম, তবে মণিহংস চলুন তাঁর অধিকার বিস্তারে প্রশ্রয়ের পথে! অহঙ্কারের অস্থি, মেধ, মজ্জা এমন ধাতুতে তৈরী নয় যে মণিহংসের অধিকারের পায়ের তলায় মস্তক অবনত ক'রে সখ্যতাসূত্রে আবদ্ধ হবে! এ আমার অমর্য্যাদা! আর এই অমর্য্যাদার প্রতিদানে আমি বিদায় গ্রহণ করবো মধু সাম্রাজ্য হতে ভগ্নী আর ভগ্নীপুত্রের হাত ধ'রে মর্য্যাদার প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি করতে! যেখানে আমার ভগ্নীর অমর্য্যাদা, সেখানে আমিও থাকবো না— আর থাকতে দোবো না আমার ভগ্নীকে! আমি এখনি যাচ্ছি মহারাজের কাছে—আমাদের শত লাঞ্ছনার শত অপমানের বিরুদ্ধে তাঁর যোগ্য বিচার দেখতে চাই—আর সেই বিচারের উপর নির্ভর করছে আমাদের অস্তিত্ব!

[প্রস্থান

কৈটভ। খুব সাবধান বয়স্য! তোমার বিরুদ্ধে অস্ত্র উঠেছে— সকল সময়ে একটু সাবধানে পা ফেলবে!

মণিহংস। সাবধানে পা ফেলতে আপত্তি নেই; কিন্তু সাধের বাস ভবনে যদি আগুন লাগে—নেভাবার সাহায্য পাব'ত।?

কৈটভ। যতক্ষণ রাজার প্রিয়পাত্র তুমি, আর যতক্ষণ আমি বর্ত্তমান, ততক্ষণ সহস্র বিপদে নির্ভয় তুমি!

মণিহংস। তার সূচনা কিন্তু আরম্ভ হয়েছে!

কৈটভ। কি রকম?

মণিহংস। মহারাজ বড় রাণীকে নির্ব্বাসন দণ্ড দিতে চলেছেন! আমি তার প্রতিবাদী হ'তে চাই!

কৈটভ। জানি—কিন্তু তাঁর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে বাধা দেবার ক্ষমতা তোমারও নেই আমারও নেই! অনুমান নির্ব্বাসন মুহূর্ত্ত উপস্থিত, যদি তোমার কোনো আবেদন থাকে, যদি করুণায় জ্যেষ্ঠা মহিষীর পক্ষাবলম্বনে অশ্রুজল বিসর্জ্জন করবার অভিরুচি থাকে, চল তবে জ্যেষ্ঠা মহিষীর মহলে—সেইখানে তোমার ইচ্ছা জ্ঞাপন করবে; কিন্তু আমার মনে হয় তাতে কোনো ফল হবে না!

মণিহংস। যদি ফল না হয়, তবে মহারাণীর নির্ব্বাসন দণ্ডের পুর্ব্বে মহারাজের কাছে অবসর নিয়ে চিরবিদায় গ্রহণ করবো!

কৈটভ। সে তোমার অভিরুচি! সে অভিলাষ চরিতার্থ করতে হলে এই মুহূর্ত্তে বিচার ক্ষেত্রে উপস্থিত হ'তে হবে!

মণিহংস। চলুন তবে, বিফল মনোরথে আমি বরণ ক'রে নেবো আত্ম নির্ব্বাসন—

[উভয়ের প্রস্থান

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

সুমতি-নিবাস—প্রাঙ্গন।

[মুক্ত পুরুষগণ]

গীত

মুক্ত— সেই পদে রাখ মতি শুধু সেই পদে দেহ নতি।

[গীতকণ্ঠে সৎসজ্ঘের প্রবেশ]

সৎ— সেই সে চরণ কাম্য মোদের সেই সে চরণ গতি ॥
সেইরূপ ধ্যান কর নিরন্তর
অন্তর কর সুধাময়,

মুক্ত— অক্ষর বীজ মনসিজ
অজর অমর দিবে জয়,

সৎ— সে যে অক্ষয় চিন্ময় নাহি তার ক্ষয়,

মুক্ত— ত্রাস বিনাশকারী নাশে চির ভয়,

সৎ— ভাব ওঙ্কারে

মুক্ত— জপ অন্তরে,

সৎ— তাতে সুধা ক্ষরে

মুক্ত— ভাস সুধা সরে,

সকলে— সুমতি ভিক্ষা তাঁহারি দুয়ারে
সুমতি সাধন গতি ॥

[চরণামৃতের পাত্র হস্তে সুমতির প্রবেশ]

সুমতি। ভিক্ষা নাও—ভিক্ষা নাও
ওগো সৎ—ওগো মুক্তি কামী—

প্রভু-পাদপদ্ম হ'তে ঝরা
পূত এই চরণামৃত—
পান করি শুদ্ধ কর মন !
স্মর নারায়ণ—নারায়ণ শব্দ উচ্চারণে !

(চরণামৃত পান করিয়া মুক্ত পুরুষগণ
ও সৎসঙ্ঘ গাহিলেন)

গীত

মুক্ত— স্মর নাবায়ণ ভজ নারায়ণ ।
সৎ— ত্যজ রিপুজন জপ নারায়ণ ।।
কর সঙ্গতি—
মুক্ত— চিত উন্নতি
সকলে— বল জয় নিতে জয় নারায়ণ ।।

[প্রস্থান

সুমতি । তবু ভাল, তবু আসে জনে জনে
রাজরাণী বলি ভিক্ষার আশায় !
ভগবান ! করুণা নিদান !
স্রষ্টা তুমি মোর—শক্তি দিও তুমি
প্রচারিতে সৃজন মাহাত্ম্য তব—;
কীর্ত্তি রক্ষা করি' পারি যেন কীর্ত্তিময়ী হ'তে !
পেয়েছি আবাস গৃহ, পেতেছি সংসার,
সযতনে সজ্জিত করেছি আশার প্রদীপ,

নিবারিতে তামসী নিশায় ঘন অন্ধকার
দীপাধারে ঘৃত ঢালি' জ্বালিয়াছি দীপ,—
দীপের আলোকে কর্ম্মের নৈবিদ্য হাতে
অকপটে চরণ ফেলিতে—
কহ বিধি, কেন বাধা সম্মুখে আমার?
আমি কি পাবনা কার্য্য?
প্রচার না হতে
আচার আমার লুপ্ত কি হইবে?
বল বিধি, কিবা কীর্ত্তি করিব অর্জ্জন
এক বাসে সতিনী কুমতি সনে
বিসম্বাদে প্রতিবাদী হ'য়ে?
আমি গড়ি—ভেঙে দেয় সতিনী কুমতি—
বল কিবা গতি সুমতির?
কি উপায় অস্তিত্ব রাখিতে মোর?

[বৈরাগ্যকে প্রহার করিতে করিতে
অহঙ্কারের প্রবেশ]

বৈরাগ্য। মা—মা, রক্ষা কর—রক্ষা কর—

অহঙ্কার। কে রক্ষা করবে? আজ বেত্রাঘাতে শাসন করবো তোর সকল স্পর্দ্ধা!

সুমতি। কেন, কি অধিকার তোমার আমার পুত্রকে শাসন করবার?

অহঙ্কার। আর কি অধিকার আছে তোমার পুত্রের আমার ভগ্নী পুত্রের উপর অত্যাচার করবার ?

সুমতি। সন্তানের সম্মুখে মাতৃ আধিপত্যের উপর হিংসার হস্ত-প্রসারণ করলে মাতৃভক্ত সন্তান কি নির্ব্বিবাদে মাতৃমর্য্যাদা রক্ষায় উদাসীন থাকবে ? সে কি চাইবে না সবিক্রমে অমর্য্যাদাকারীর গলা টিপে ধরতে ?

অহঙ্কার। আধিপত্য তোমারও যেমন আমার ভগ্নীরও তেমন ! তার পুত্রের আধিপত্য হ'তে তোমার পুত্রের আধিপত্য অধিক-মূল্যবান নয় ! স্বামীর উপর পত্নীর আর পিতার উপর পুত্রদের সমান অধিকার !

সুমতি। কিন্তু তোমার ভগ্নী যে হিংসায় সকল আধিপত্যটুকু জয় করতে চায় !

অহঙ্কার। সেটা হিংসায় নয়—তাদের ন্যায্য দাবীতে ! মান্‌বে না তারা তোমার আর তোমার পুত্রের অস্তিত্ব—ছাড়বে না তারা ষোল আনা অধিকারের এক কণা তোমার অর্দ্ধেক আধিপত্যের মুখ চেয়ে ! হও তুমি মহারাজের জ্যেষ্ঠা মহিষী, তথাপি কনিষ্ঠার কাছে থাকতে হবে তোমায় অনুগ্রহ প্রার্থী হ'য়ে !

সুমতি। কেন, আমি কি তাঁর বিবাহিত পত্নী নয় ?

অহঙ্কার। হ'তে পারে—তার জন্য দাবী থাকতে পারে মহারাজের উপর—আমার ভগ্নীর উপর নয় ! আমার ভগ্নী পতিসোহাগে বঞ্চিত হয়ে সতিনীকে স্বেচ্ছায় তার অংশ দিতে পারবে না !

সুমতি। ভিক্ষা স্বরূপ আমিতো অংশ চাই না—আমি চাই আমার স্বামীর উপর সম্পূর্ণ অধিকার !

অহঙ্কার। সে অধিকার হ'তে তুমি সম্পূর্ণ বঞ্চিত হয়েছ—

যখন আমার ভগ্নীর গলায় দানবেন্দ্র মাল্যদান করেছিলেন! সে মাল্যদানের পরিণাম কি বিফল হবে? তোমার লক্ষ্যহীনতায়, তোমার অবহেলায় তোমার স্বামীর দ্বিতীয় পরিণয় কি উপেক্ষিত হবে? তোমার অসাবধানতায় দণ্ড ভোগ করবে আমার ভগ্নী? স্বামীর পূর্ণ সোহাগ উপভোগের আশাই যদি ছিল—কেন তবে বাধা দাওনি? স্বামীর দ্বিতীয় বিবাহের রচিত মাল্য ছিন্ন ছিন্ন ক'রে কেন জলস্রোতে ভাসিয়ে দাওনি? কেন স্বেচ্ছায় স্বামীকে বিলিয়ে দিয়েছ অপরের হাতে? স্বভাবের দোষে আজ তোমার এই পরিণাম! সহস্র আক্ষেপে এই পরিণামের এতটুকু ব্যতিক্রম হ'বার নয়!

সুমতি। যদি জানতুম, যদি বুঝতুম স্বামী আমার ফাঁকি দিয়ে আমারই আবাসে মাল্য দিয়ে বরণ ক'রে নিয়ে আসছেন এক হিংসার প্রবৃত্তি ভরা ছলনাময়ী কামিনী—তাহলে বহু পূর্ব্বে তার প্রতিকার করতে পারতুম! আমি ভুল করেছি—অবহেলা করেছি আমার স্বামীর প্রতি লক্ষ্য রাখতে! স্বামীর কুপথগামী চরণ দু'টীকে বিশ্বাস ক'রে আমার নিজের সর্ব্বনাশ নিজে করেছি! আমি কাল নিদ্রায় অভিভূত হয়েছিলুম যোগ নিদ্রার কোলে—তার ফলে দস্যু আমার সর্ব্বস্ব লুটে নিয়েছে! সত্য বলেছ—জাগ্রত হয়ে এখন আক্ষেপ ক'রলে কি হ'বে? সহস্র আক্ষেপেও শোচনীয় পরিণামের এতটুকু ব্যতিক্রম হ'বার নয়!

অহঙ্কার। তাই আজ কনিষ্ঠা মহিষীর জয়ধ্বজা উড়তে চলেছে তোমারই আবাসে!

সুমতি। কিন্তু কনিষ্ঠা মহিষীকে জানিয়ে দিও—জয়ধ্বজা ওড়ানো তার পক্ষে ততটা নিষ্কণ্টক নয়!

অহঙ্কার। মহারাজ স্বয়ং যদি কনিষ্ঠার পক্ষ অবলম্বন করেন; তথাপি নয়?

সুমতি। মহারাজ কনিষ্ঠার পক্ষাবলম্বন করতে পারেন ; কিন্তু ব'লতে পারেন না—জ্যেষ্ঠা মহিষীকে পদদলিত ক'রে তার নিপতিত দেহের উপর কনিষ্ঠাকে তাণ্ডব নৃত্য করতে !

অহঙ্কার। হয় তো মহারাজের অবাধ্য হ'লে তাও অসম্ভব নয় !

সুমতি। কেন, কনিষ্ঠা মহিষী কি আমায় বাধ্য করবার জন্য মহারাজের কাণে কোনো মন্ত্র দিয়েছেন ?

অহঙ্কার। যেখানে সপত্নী, সেখানে স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রাখতে স্বামীর কাণে মন্ত্র দিতে হয় বৈ কি ! যদি তুমিই সুযোগ পাও—তুমিও কি চাও না স্বামীকে তোমার আপন অধিকারে রাখতে ? চাও না তাকে মন্ত্রণা দিয়ে স্বার্থ সিদ্ধি ক'রতে ?

সুমতি। চাই—তাঁর মুক্তিপথের সহায় হয়ে—মুক্তিপথের বাধা হয়ে নয় ! আমি তাঁর সহায়—আর তোমার ভগ্নী তাঁর বাধা !

অহঙ্কার। আর আমার ভগ্নীর বাধা তুমি ! আমি আজ দৃঢ় সঙ্কল্প সেই বাধা অপসারিত করতে !

সুমতি। কি করতে চাও ?

অহঙ্কার। তোমাকে আর তোমার পুত্রকে নির্ব্বাসন দণ্ডে দণ্ডিত করতে চাই।

সুমতি। দণ্ড কে দেবে ?

অহঙ্কার। আমি দোবো ! মহামান্য মধু দানবের পরাক্রমী শ্যালক আমি ! আমি যদি আমার ভগ্নীর স্বার্থ রক্ষায় তোমাদের নির্ব্বাসন দণ্ডে দণ্ডিত করি—শুধু খাতির—শ্যালকের খাতিরে দানবেন্দ্রকেও অবনত মস্তকে তাই স্বীকার করতে হবে ! আমি আদেশ করছি—এই মুহূর্ত্তে তুমি পুত্রের হাত ধ'রে তোমার আবাস ভবন পরিত্যাগ কর !

সুমতি। তোমার এ আদেশের মাথায় আমি পদাঘাত করি—

অহঙ্কার। এতদূর সাহস? এতখানি শক্তি তোমার? তা হ'লে নিশ্চয় আমার ভগ্নীর অজ্ঞাতে তোমাকে মহারাজের প্রশ্রয় দানের বিধি আছে! থাক তোমরা—আসছি আমি মহারাজ আর আমার ভগ্নীকে সঙ্গে নিয়ে এর পূর্ণ মীমাংসা করতে!

[প্রস্থান

সুমতি। বৈরাগ্য—বৈরাগ্য!
কেন ত্রাসিত পরাণে অঞ্চলে ঢাকিয়া মুখ?
কেন ম্রিয়মান—কেন অভিমান?
কেন দৌর্ব্বল্য আশ্রয় করি'
উদাসীন শত্রু বিমর্দ্দনে?
সহর্ষ হুঙ্কারে শত্রু আসি
তীক্ষ্ণ অস্ত্র তুলেছে শিয়রে,
গভীর নিশ্চিন্তে র'বি অচঞ্চল
শুধু জল ভরা চক্ষু দু'টী নিয়ে?
বাঁধিবি না বুক? সাহসে নির্ভর করি'
অস্ত্র আনি অস্ত্রাগার হ'তে
মুষ্টিবদ্ধ করি—ধরিবি না—
পরাক্রমী অহঙ্কার নাশে?

বৈরাগ্য। মা গো, ভয়ে কাঁপে প্রাণ—
যেন সবল তাড়িত—দারুণ দুর্ব্বল আমি!
বুঝি পারিব না—

বীরত্বে নির্ভয় করি'
দাঁড়াইতে বিপক্ষের অস্ত্রের সম্মুখে !

সুমতি। ওরে ভয়ে ভীত দুর্ব্বল সন্তান !
আয় তবে মাতৃ অঙ্কে—
শক্তির পরশ দিয়ে
কর্ণে দিয়ে মহামন্ত্র
সঞ্জীবিত করি বিপুল বিক্রম !

[গীতকণ্ঠে যোগনিদ্রার প্রবেশ]

গীত

আমার মায়া আমার মায়া আমার মায়ার ঘোরে।
সুমন্ত তুই উঠলি জেগে সতীন রিপু দেখলি ঘরে ।।
ঘুম না হ'লে জাগেনা কেউ তাইত আমার ঘুমের খেলা,
ঘোর আঁধারে জ্বালতে আলো বসিয়ে দিছি আঁধার মেলা,
মন্ত্রে বিকার ঘুচিয়ে দিতে যন্ত্র আমার বাজবে সুরে ।।

সুমতি। ওগো মহাদেবী, ওগো যোগনিদ্রা! আবার এসেছ—আবার ঘুম পাড়িয়ে যাবে ?

যোগনিদ্রা। নাগো না, এখন আর ঘুম নয়—এখন যে কর্ম্মের আলোড়িত সমুদ্রে সেতু বাঁধা হচ্ছে! যা সৃষ্টি হচ্ছে তাই এখন সেতুর উপাদান—যে সৃষ্টি হচ্ছে সেই এখন সেতুর কর্ম্মী! সম্মুখে অনেক বিপত্তি—বুঝতে হবে—সইতে হবে—সাধন করতে হবে! তাই আমি বলতে এসেছি—মহামন্ত্রটুকু বৃথা অপচয় ক'রনা—চাকার ঘূর্ণনে সব বিফল হবে! এখনো

যে অন্ধকার—আলো জ্বালবার সজীব মন্ত্র উচ্চারণ করো তখন—যখন কালো জমাট অন্ধকার তোমার সাধনার শক্তি দর্শনে ত্রাস্ত প্রাণে অবনত হয়ে নিজের মুখখানি লুকুতে চাইবে! আমিও তখন শঙ্খধ্বনি করবো—

(যোগ-নিদ্রার পূর্ব্ব গীতাংশ)

শঙ্খ তখন বাজবে আমার শঙ্কা তোমার যাবে দূরে,
তোমার হাসি ফুটবে তখন চক্র যখন যাবে ঘুরে,
জন্ম তোমার সফল হবে কে তোমার বিফল করে।

[প্রস্থান

সুমতি। অয়ি ধ্রুব, অয়ি সনাতনী,
সত্য হোক সর্ব্ববাণী তব!
চক্রের ঘূর্ণনে আন ত্বরা জয়—
রক্ষা কর পরাজয় হ'তে!

[কুমতি, কাম, ক্রোধ, লোভ ও অহঙ্কারের প্রবেশ]

কুমতি। কার পরাজয়ে কে রক্ষা করবে গো? সতীন ব'লে যে খুব কোমর বেঁধে লেগেছ! মুখের একটু বাঁধন নেই, যাকে তাকে যা খুসী তাই বলা হচ্ছে! আমার ভাই—তার সঙ্গে তোমার কি সম্বন্ধ বাবু যে, কোমর বেঁধে দাঁড়িয়ে তাকে দশ কথা শুনিয়ে দিলে? কিগো, মুখে কথা নেই যে?

ক্রোধ। অত কথায় তোমার দরকার কি মা? তুমি শুধু আঙুল দিয়ে চিনিয়ে দাও—আমি একেবারে চোখ কপালে তুলে ঘুসি আর রদ্দার বৈঠক বসিয়ে দিই!

কাম। ব্যস্—শুধু সন্ধান চাই! তুমি শুধু ঢল ঢল লাবণ্য ভরা সরস মধুর হরষ মত্ত সচল জাগ্রত জনের শরত্যাগের বুক চিনিয়ে দাও—আমি—আমার রমণীয় কমনীয় হস্তের তেজস্বিতায় ধনুকে শর যোজনা ক'রে একটি একটি ত্যাগ করি—আর রুধিরে হৃদয় ব্যাধির অবসান করি!

লোভ। এই যে সোনার বৈরাগ্য আব্দারে খোকা দাঁড়িয়ে আছেন! কই রে বৈরিগী বীর—আয়না—এইবার একবার গলাটা টিপে ধর্না! দেখছিস এই লক্লকে বেত—এখুনি চাবকে লাল ক'রে দেবো!

বৈরাগ্য। তোমারও চাবুক তৈরী হচ্ছে—যার এক একটি আঘাতে তোমার পিঠে রক্তের রেখা অঙ্কিত হবে!

লোভ। কি—

[প্রহারে উদ্যত]

ক্রোধ। মেরে ফেল্—একেবারে মেরে ফেল্—ঘুসি চালাও—রদ্দা চালাও—

কাম। ধনুক ধর, তীর ছোঁড়ো—সব ঢিট্ ক'রে দাও!

সুমতি। (বৈরাগ্যকে কাছে টানিয়া লইয়া) সাবধান! এখন প্রহার করতে হ'লে প্রহার ক'রতে হবে বৈরাগ্যকে নয়—বৈরাগ্যের জননীকে!

কুমতি। (লোভের হাত হইতে বেত কাড়িয়া লইয়া) তাই যদি হয়, তবে বৈরাগ্যের জননীই ভোগ করুক উদ্যত বেত্রের কঠিন প্রহার!

কেমন ? মিষ্টি লাগছে ? এ যে আমার বুকেও বাজে—তাই এই নিষ্ঠুরতা—তাই এই প্রহার !

সুমতি। ওঃ, যদি প্রকৃত প্রহার উপভোগ করতে, তাহ'লে প্রহারে তোমার হাত উঠতো না ! তুমি শুধু সপত্নী ঘাতিনী নয়—তোমার কর্ম্ম দোষে তুমি পিতৃবংশঘাতিনী—স্বামী হত্যারও মূল কারণ হবে ! ওঃ, ভগবান—[উপবেশন]

বৈরাগ্য। মা—মা—

[জননীর নিকটে আসিল]

কুমতি। ওরে, আমি হাঁপিয়ে পড়েছি রে ! বেত গাছটা কেউ ধরতো—না হয় বৈরাগ্যকে ঘা কতক দে'না—

বৈরাগ্য। [ক্ষিপ্র হস্তে বেত্র লইয়া] বৈরাগ্যকে দিতে হবে না ! বেত্রাঘাত ভোগ করুক তোমার আদরের কাম ক্রোধ লোভ ! এই এমনি করে—

কাঃ ক্রোঃ লোঃ। ওগো মামা গো—

[সভয়ে অহঙ্কারের নিকটে আসিল]

কুমতি। অহঙ্কার, দেখছিস কি ? এখনো তোর সামনে ঐ একটুখানি ছেলে বেত হাতে করে দাঁড়িয়ে আছে ? যা-না এগিয়ে যা-না—ঐ টুকু ছেলের এমন তেজ যে তুই পর্য্যন্ত অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলি ?

অহঙ্কার। মহারাজ যে দু'পা এগুচ্ছেন আর দশ পা পেছিয়ে যাচ্ছেন—নইলে এতক্ষণে নির্ব্বাসিতা হতো জ্যেষ্ঠামহিষী—আর অস্তিত্বও বিলুপ্ত হতো ঐ বৈরাগ্যের !

বৈরাগ্য। বৈরাগ্যের অস্তিত্ব বিলোপের কল্পনার রেখামাত্র যার মনে অঙ্কিত হয়েছে, মাতৃ অপমানে ব্যথিত অন্তর সেই বৈরাগ্যের

বেত্রাঘাতে অচিরাৎ সে জর্জ্জরিত হবে! কই—কে আসবে? কার সাহস আছে? তুমি? তুমি?? তুমি???

অহঙ্কার। তোর মত দুঃসাহসী বালককে শাসন করতে দুর্ব্বল চিত্ত দানবেন্দ্রের অনুমতি নেবার প্রয়োজন হবে না দেখছি! ধ্বংস—ধ্বংস—ধ্বংস—

কুমতি। একেবারে ঝাড়েবংশে নিপাত কর—

অঃ কাঃ ক্রোঃ লোঃ। ধ্বংস—ধ্বংস—ধ্বংস—

[কশা হস্তে বিবেকের প্রবেশ]

বিবেক। আমায় সহর্ষ হুঙ্কার—নামাও হিংসার অস্ত্র! ধ্বংসের মাথায় যোগ্য শাসন দণ্ড শিয়রে উদ্যত।

অহঙ্কার। কে তুমি?

বিবেক। বিবেক—

অহঙ্কার। কি চাও?

বিবেক। আর্ত্তের আর্ত্তনাদ নিবারণ করতে!

অহঙ্কার। কে আর্ত্ত?

বিবেক। ঐ মাতা পুত্র—

অহঙ্কার। ওরা আমার শত্রু—

বিবেক। কিন্তু ওরা আমার মিত্র—আমার পরমাত্মীয়!

অহঙ্কার। সকল ক্ষেত্রে আত্মীয়তা দেখানো চলে না—দেখাতে গেলে শাসন দণ্ডের আঘাত সহ্য করতে হয়!

বিবেক। বারে আমার বিচারক! তোমার আত্মীয় আত্মীয় আর আমার আত্মীয় আবর্জ্জনা! তোমার আত্মীয়তার মূল্য আছে—আর

আমার আত্মীয়তা প্রদর্শন অনধিকার! তুমি আত্মীয়তার দাবীতে এখানে অন্ন ধ্বংস করতে পার—আর আত্মীয়ের তত্ত্ব নেওয়াও আমার অপরাধ? তুমি পাচ্ছ অধিকার আর আমি পাব অনধিকার? তুমি মারবে আমার আত্মীয়ের গলা টিপে—তার রক্ষায় আমার আত্মীয়তা দেখানো চলে না! তাতে সহ্য করতে হবে অহঙ্কারের দণ্ডাঘাত? সে দণ্ড তোমাকেই ভোগ করতে হবে—তোমার শিয়রে আজ বিবেকের কঠোর দণ্ড উদ্যত!

অহঙ্কার। দানবেন্দ্রের প্রিয় পাত্র আমি—অধিকন্তু আমি রাজ-শ্যালক! আমার ভগ্নীর আধিপত্য আমারও আধিপত্য—সেখানে প্রবেশ অধিকার থাকবে না তাঁর কোনো অপ্রিয়ের! সেই নীতি পদ্ধতিতে মাত্র দণ্ডভোগের অধিকারী তোমরা!

বিবেক। তোমার আধিপত্য আমি গ্রাহ্য করি না। আমার ভগ্নী মহারাজের জ্যেষ্ঠা মহিষী—তাঁর দাবী আগে—কনিষ্ঠা মহিষী তাঁর কাছে প্রত্যাশী মাত্র!

কুমতি। এখনো নীরব? এখনো নিশ্চিন্ত তুই অহঙ্কার? হত্যা—হত্যা—আমি রক্তদর্শন করতে চাই ঐ বিবেকের!

বিবেক। রক্তদর্শন সম্ভব বটে; কিন্তু বিবেকের নয়—দম্ভ বংশের দর্পিত দুর্জ্জন অহঙ্কারের! এই কথা তোমার মারণ অস্ত্র অহঙ্কার—

অহঙ্কার। তবে অহঙ্কারের অস্ত্রবলও তুমি উপভোগ কর! [অহঙ্কার ও বিবেকের যুদ্ধ—ইত্যবসরে রিপুগণ বৈরাগ্যকে আক্রমণ করিবার সুযোগ খুঁজিতে লাগিল—সহসা স্থূল বুদ্ধি প্রবেশ করিয়া কহিলেন]

স্থূল। হায় হায় সর্ব্বনাশ হলো—সর্ব্বনাশ হলো! যুদ্ধ থামান—যুদ্ধ থামান—রাজসভায় হুলস্থূল ব্যাপার!

অহঙ্কার। কি—কি—ব্যাপার কি ?

স্থূল। আমি স্থূল বুদ্ধি হলেও সূক্ষ্ম বুদ্ধিতে বলছি—মহারাজ গালে হাত দিয়ে ভাবতে ভাবতে হঠাৎ মূর্চ্ছা গিয়েছেন! আপনারা শিগ্‌গির আসুন—আমার স্থূল বুদ্ধিতে মহারাজ এতক্ষণ আছেন কি নেই তা কে জানে—

[প্রস্থান

কুমতি। এঁ্যা, মহারাজ মূর্চ্ছিত ? অহঙ্কার! পুত্রদের নিয়ে সঙ্গে আয়—মহারাজকে সুস্থ করতে হবে!

[কুমতি অহঙ্কার ও রিপুগণের প্রস্থান

সুমতি। চল্ বৈরাগ্য আমরাও যাই—

বিবেক। না দিদি—যাওয়া বন্ধ কর—সংযত কর ইচ্ছা! এখন খেল্‌তে হবে অভিমানের খেলা! ভয় কি তোমার ? আমি রইলুম তোমার কার্য্য সমাধানের অগ্রদূত! সুযোগ বুঝে সতর্ক পাদ বিক্ষেপে আমি ডেকে নিয়ে যাবো তোমায় মর্য্যাদা মণ্ডপে! আমি এগিয়ে যাচ্ছি সভাগৃহের দ্বারে—তুমি শুধু কার্য্যোদ্ধারের অভিমান আশ্রয় ক'রে পড়ে থাক!

[প্রস্থান

সুমতি। অভিমান ? কার ওপর অভিমান করবো ? অভিমান হয় নিজের উপর—ব্যথা পাই নিজে—যন্ত্রণা ভোগ কবি আপনিই আপনার উষ্ণ নিশ্বাসে আর অশ্রু জলে! না না, অভিমান আমার সাজে না—আমি সহ্য করতে পারবো না নিজের দণ্ডবিধি নিজে গ্রহণ

ক'রে! তার চেয়ে প'ড়ে থাকবো আমি অসীম অনন্ত নৈরাশ্যের কোলে! [চক্ষে বস্ত্র দান]

বৈরাগ্য। একি, তুমি কাঁদছ মা? তোমার পুত্রের সামনে তুমি চোখের জল ফেলছ—আর পুত্র হয়ে আমায় তাই দেখতে হবে? বল মা—কি চাও তুমি—কিসে তোমার তৃপ্তি? শুধু মনে রেখো মা—আমি যোগ্য মায়ের যোগ্য সন্তান!

সুমতি। পারবি বৈরাগ্য—পারবি?

বৈরাগ্য। মাতৃনাম সম্বল ক'রে মায়ের আদিষ্ট কার্য্য অবহেলে সম্পন্ন করতে পারি মা! তুমি যে আমার মা—আদর্শ সুধা প্রদায়িনী জননী—

গীত

ওমা তোমার কথা মাথার মণি তোমার জীবনে জীবনী।
ও গো কে গড়েছে এমন মাটী সুধার ভরা জননী॥
মা বলিতে পাগল আমি সকল ভুলে,
মা না হ'লে কাঁদলে কে নেয় কোলে তুলে,
আমি সার করেছি সবার মূলে মায়ের চরণ দু'খানি॥

[বিবেকের পুনঃ প্রবেশ]

বিবেক। বুক বাঁধ ভগ্নী পুত্রের হাত ধ'রে! চলে এসো আমার সঙ্গে সন্তর্পণে ধীর পাদ বিক্ষেপে! সুযোগ পেয়েছি কার্য্য সমাধা করবার! মহারাজের মুখে তোমারই নাম বার বার উচ্চারিত হচ্ছে!

বাসনা হয়েছে বৈরাগ্যকে বুকে জড়িয়ে ধরবার; জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে মহারাজের মনের পরিবর্ত্তনে সকলে স্তম্ভিত—বুঝি আমাদেরই জয়! বৈরাগ্য, আমার হাত ধর—সঙ্গে আয়—যেন পাদ-বিক্ষেপে শব্দের সৃষ্টি না হয়!

[সকলের প্রস্থান

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

মধুর বিলাস-ক্ষেত্র

[কৈটভের স্কন্ধে ভর দিয়া মধু উপস্থিত]

মধু। ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও কৈটভ—এইবার আমি নিজের পায়ের উপরে ভর দিয়ে দাঁড়াতে পারবো! ও কিছু না, সামান্য একটু দুর্ব্বলতায় পদস্খলিত হয়ে নিম্নে আছ্ড়ে পড়েছিলুম—আবার উঠে দাঁড়িয়েছি! কিন্তু প্রতিদিন প্রতি নিয়তই মনে হচ্ছে এ সেই মায়াযুদ্ধের অভিযান নয়তো?

কৈটভ। আমি লক্ষ্য করেছি তোমার দুর্ব্বলতা—আর উপলক্ষ তোমার অন্তর্দ্বন্দ! কিন্তু আমি বলি, কি প্রয়োজন এই অন্তর্দ্বন্দের?

মধু। কি প্রয়োজন বুঝতে পারনি কৈটভ? তুমি আমায় উপহার দিয়েছিলে দুই মহিষী স্বার্থত্যাগের নিদর্শন দেখাতে—আজ তার

দ্বন্দ বেধেছে—পরস্পর পরস্পরের অস্তিত্ব স্বীকার ক'রে আধিপত্য মানতে চায় না! বলতো কৈটভ, আমি কার মনোতুষ্টি সাধনে আমার জীবন মন উৎসর্গ করি? সুমতির না কুমতির? রিপুর না বৈরাগ্যের? বিবেকের না অহঙ্কারের? ভাবতে ভাবতে আমি আপনাকে ভুলে যাই—হারিয়ে যায় আমার সকল সত্ত্বা—সকল অস্তিত্ব!

কৈটভ। সপুত্র সুমতির নির্ব্বাসন স্মরণ ক'রে যদি এই ভাবান্তর উপস্থিত হয়ে থাকে, তবে বিস্মৃত হও নির্ব্বাসন দণ্ডের কল্পনা, রেখে দাও সপুত্র জ্যেষ্ঠা মহিষীকে সাদর সম্ভাষণে তাদেরই আবাস অন্তঃপুরে! কনিষ্ঠার কথায় নিজের অনিচ্ছায় কেন বিসর্জ্জন দেবে পতি-পরায়ণা আদরিণী জ্যেষ্ঠা পত্নীকে? প্ররোচনায় একটা ঘোর অবিচারে প্রমত্ত হয়েছিলে; কিন্তু তার বিরুদ্ধে কর্ত্তব্যের অনুশাসন সৃষ্টি করেছে গভীর দুর্ব্বলতা!

[দ্রুতপদে কুমতি, লোভ ও অহঙ্কারের প্রবেশ]

কুমতি। মহারাজ নাকি অসুস্থ? কেন—কি হয়েছে?

লোভ। বাবা বাবা, কি অসুখ করেছে তোমার?

অহঙ্কার। মহারাজ, আমি অহঙ্কার—আপনাকে সম্ভাষণ ক'রে জিজ্ঞাসা করছি—আপনার এ অসুস্থতার কারণ কি?

মধু। ঐ বড়রাণী—ঐ বৈরাগ্য—ঐ বিবেক! জানিনা ওরা শত্রু কি মিত্র—কিন্তু ওরা আমায় শাসন ক'রে বেঁধে রাখতে চায়!

কুমতি। ওঃ এই অসুস্থতার কারণ? তাই মূর্চ্ছা যাওয়া হয়েছিল? রোগতো এখন রোগীর মুখেই ব্যক্ত হচ্ছে! বড়রাণী, বৈরাগ্য, বিবেক এদের জন্যই যদি এত চিন্তা, তবে ওরাই থাকনা—আমরা বিদায় হয়ে

যাই! চলে আয় অহঙ্কার—চলে আয় রিপু—মহারাজের মুখের ভাব দেখে বুঝতে পারছিস না? ইচ্ছেটা বড়রাণীকে রেখে আমাদের বিদায় ক'রে দেবেন! তাই কর রাজা, অভাগিনীকে বিদায় ক'রে দাও—তুমি নিষ্কণ্টক হও—আমিও অপমানের হাত থেকে বেঁচে যাই!

মধু। না না, কেউ অভিমান করোনা! আমি সর্ব্বস্বের সার সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করতে পারি, কিন্তু তোমাদের পরিত্যাগ করতে পারি না।

কুমতি। এ অভয়টুকু কপটতা ভরা নয়তো? আশা দিয়ে আশার সাধ চূর্ণ করবে নাতো? যদি আমার মুখ চাইতে তোমার ঘৃণা হয়, তবে দেখ এই সুকুমার লোভের মুখ—উপলব্ধি কর তার নবীন জীবনের বুক ভরা অগাধ আশা আকাঙ্ক্ষা! সে যে এতটুকু স্নেহের কাঙাল—তার প্রতি মুখ তুলে চাও!

মধু। ওরে সুকুমার শিশু, তুই কি তোর পিতার স্নেহে সন্দেহ করিস? ওরে বক্ষ হতে জন্ম, অভিমানী পুত্র—বুকে আয়—তোর পিতার কাছে—তুই যে চির আদরের!

লোভ। আঃ, আজ আমার বুক ভ'রে গেল! বাবা, কত ভালবাস তুমি আমায়?

মধু। অগাধ—অসীম—অনন্ত—

লোভ—

গীত

আমি তোমার আদর শুধু ভালবাসি
আদর পেতে পাশে আসি।
তোমার অনাদরে অভিমানে ভাসি
তোমার স্নেহ অভিলাষী।
তোমার নয়নে বিরাগ জাগিলে,
ভাসি আমি দুঃখে আঁখি জলে,
রক্তিম গণ্ডে চুম্বন পেলে
সকল ভুলে আমি হাসি।

মধু। আচ্ছা, তুমি নিকটেই খেলা করগে! ডাকলেই যেন সাড়া পাই!

লোভ। আচ্ছা বাবা—

[প্রস্থান

অহঙ্কার। উত্তম, আমার সৈন্যাপত্য যখন অক্ষুণ্ণ রইলো, তখন সৈন্য শ্রেণীর উপর লক্ষ্য রেখে তাদের আরো সুশিক্ষিত ক'রে গ'ড়ে তোলবার চেষ্টা করি।

[প্রস্থান

মধু। কৈটভ! আমি অনেকটা সুস্থ হয়েছি! তুমি বিশ্রাম কর—প্রয়োজন হ'লে আমি তোমায় ডেকে পাঠাবো!

কৈটভ। মহারাজের আদেশ শিরোধার্য্য—

[প্রস্থান

কুমতি। অসুস্থতা নিবন্ধন এখন বোধ হয় আমারো সঙ্গ মহারাজের ভাল লাগবে না?

মধু। না না, তুমি থাক, তুমিই যে এখন আমার একমাত্র হতাশে উৎসাহ! তুমি কাছে না থাকলে আমি সুস্থ থাকবো কেমন ক'রে?

কুমতি। মহারাজের সৌজন্যে আমি সুখী হলেম! এখন সহজ সরলভাবে দু'একটা প্রশ্নের উত্তর দিতে মহারাজের বোধ হয় কোন কষ্ট হবে না?

মধু। জটিল প্রসঙ্গ পরিত্যাগ ক'রে বল—তুমি কি চাও?

কুমতি। মহারাজের বোধ হয় স্মরণ আছে—আমার কাছে কি প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ?

মধু। মনে আছে—সুমতির চির নির্ব্বাসন।

কুমতি। অকপটে সে প্রতিজ্ঞা পূর্ণ ক'রতে মহারাজ বোধ হয় সর্ব্বদাই দ্বিধা শূন্য?

মধু। তোমার মনস্তুষ্টি সাধনে আমি সর্ব্বদাই দ্বিধা শূন্য।

কুমতি। কিন্তু সে প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হবে কবে?

মধু। তুমি যখন আদেশ করবে?

কুমতি। আমি চাই এখনি—এই মুহূর্ত্তে!

মধু। সপত্নী বিদ্বেষ জ্বালা এতই প্রবল যদি,
ওগো কুমতি সুন্দরি,
তোমার প্রেমের লাগি'
আঁখির ইঙ্গিতে তব
অকপটে ভাসাইয়া দিব নির্ব্বাসন স্রোতে
তোমারি সম্মুখে সুমতির সকল অস্তিত্ব!
বল—পূর্ণ করি প্রতিজ্ঞা আমার?

কুমতি। চমৎকার প্রশ্ন তব!
তোমার প্রতিজ্ঞা তুমি করিবে পালন
মোর মতামত তাহে কিবা প্রয়োজন?
পরিণামে প্রচার করিবে জনে জনে
কুমতির হিংসাময় আচরণে
সুমতির চির নির্ব্বাসন! আমি কেন অকারণ
স্বেচ্ছাবশে তুলে লবো কলঙ্কের বোঝা?

তুমি স্বামী, আমি পত্নী তব,
কতটুকু মর্য্যাদা আমার,
কিসে আমি তৃপ্তি পা্ই আবাসে তোমার—
তুমি তার করিবে বিচার! বৃথা কেন
যাচিকা হইব প্রাপ্য করুণার?
স্বামীর সোহাগ হ'তে রমণী বঞ্চিতা হ'লে
তার ভালে ধ্বংস ভাল—
হতাশ জীবন হতে মরণ মঙ্গল!

মধু। জীবন সঙ্গিনী! ত্যজ অভিমান!
জাগাইয়া হতাশায় সর্ব্বভোগ হ'তে
কে করিবে ধ্বংস তার—আমি যার
চিত্ত চুরি করা মোহিনী সৌন্দর্য্যে
আত্মহারা হয়ে সোহাগোপচারে
অতৃপ্ত আশায় নিত্য করি পূজা?
কিন্তু এক কথা—প্রতিজ্ঞার ডোরে বাঁধা
সুকঠিন বক্ষ হ'তে
ফুকারিয়া ছুটিবে যখন
অস্ত্রধার হ'তে ভীষণ বিদায় বাণী—
বল, ফেলি মাত্র নয়নের জল,
সহ দীর্ঘশ্বাস—
পারিব কি বেদনায় সুস্থির হইতে?

কুমতি! শতবার ফেল দীর্ঘশ্বাস!
শতধারে ভাসাইয়া বুক
অবিরাম ফেল নয়নের জল

শত বেদনায় সুস্থির হইতে ;
কিন্তু পদে পদে, প্রত্যেক নিশ্বাসে,
প্রতি অশ্রু বিন্দু মূলে
জাগ্রত রাখিতে হবে প্রতিজ্ঞা তোমার—
সুমতির চির নির্ব্বাসন !
ভাল, দেখা যাক্ প্রতিজ্ঞা পালিতে
চঞ্চল প্রকৃতি দানবেন্দ্র
কোথা হ'তে ফিরে পান স্থৈর্য্য ধৈর্য্য নীতি !
দেখি, জয়মাল্য সুমতির
কিম্বা মোর কণ্ঠে দোলে !

[প্রস্থান।

মধু। প্রতিজ্ঞা—প্রতিজ্ঞা—
বদ্ধ আমি প্রতিজ্ঞা বন্ধনে,
তাই কঠিন পরাণে
নির্ব্বাসনে দিতে হবে পত্নী ও সন্তান !
না—না, কিসের প্রতিজ্ঞা ?
ছিঁড়ে যাক পণের শৃঙ্খল !
পারিব না—পারিব না—
নিপীড়নে নির্য্যাতনে
চির নির্ব্বাসনে পত্নী পুত্র দিতে বিসর্জ্জন !
কৈটভ—কৈটভ !

[কৈটভের প্রবেশ]

কৈটভ। কি আদেশ হে রাজন?

মধু। রে কৈটভ সমস্যা ভীষণ!
পুনঃ বিচঞ্চল—
পুনঃ বুঝি মস্তিষ্ক বিকার ঘটে!
জান তুমি—কনিষ্ঠা রাজ্ঞীর পাশে
অসংশয়ে বদ্ধ আমি প্রতিজ্ঞা বন্ধনে—
জ্যেষ্ঠা মহিষীরে দিতে বিসর্জ্জন!
কিন্তু ভেসে যায় সে প্রতিজ্ঞা
স্মরিয়া জ্যেষ্ঠার মুখ!
সতী লক্ষ্মী পতি সোহাগিনী
অভিমানে ত্যজিলে আশ্রয়
ভস্ম হবো মনস্তাপে তার!
তাই প্রতিকার ভিক্ষা মাগি—
স্থির চিত্তে কর সদুপায়!

কৈটভ। বিচার করেছি রাজা অন্তরে আমার—
দুই পত্নী থাকিলে সংসারে
কোন কালে শান্তি না মিলিবে!
একের নির্ব্বাণ চাই—
হয় সুমতির নয় কুমতির?
হয় ওঠো নয় নামো?
শুভাশুভ করিয়া নির্ণয়
বেছে নাও একের অস্তিত্ব—

হয়ে যাক সঠিক নির্ণয় !
তুই নিয়ে দ্বিবিধ চিন্তায় নাহি হও হতজ্ঞান !
সংশয় করিয়া দুর—নিশ্চিন্ত হইতে.
একে রাখি একে দেহ বিসর্জ্জন !

মধু। রে কৈটভ ! সাধ কিরে মোর—
আপন দেহের
এক বাহু করিয়া ছেদন
স্বেচ্ছাবশে দগ্ধ করি জলন্ত অনলে ?
বুঝিতে না পারি, কোন্ অন্তরীক্ষ হতে
কোন্ মায়া—শাসনে ফিরায় মোরে
কঠিন ইঙ্গিতে ! ওই—ওই—
ছায়া কিম্বা মায়া বুঝিতে না পারি !
ওই দেখ অলক্ষ্যে উদ্ভব—
কভু জাগে, কভু হাসে, কভু কাঁদে,
রক্ত চক্ষে কশা ধ'রে হাতে,
প্রহারিতে ওই—ওই আসে ধেয়ে ;
সরোষ ইঙ্গিতে ক্ষীণকণ্ঠে কহে বারবার—
পূজা দাও—পূজা দাও কনিষ্ঠা রাজ্ঞীর—
দূরে রহ সুমতি সুন্দরী হ'তে !
কি বল কৈটভ—তবে কনিষ্ঠা থাকুক—
দুর হোক সুমতি মহিষী ?

কৈটভ। যথা অভিরুচি তব !
ভাল হোক মন্দ হোক, ধর এক লক্ষ্য
একদিকে তবু বহিবে জীবন গতি !

নাহি প্রয়োজন—
কারো পাশে অভিমত করিতে গ্রহণ !
নাহি শক্তি যুক্তি দিতে মোর—
অচঞ্চল পদে স্থির চিত্তে দেখে যাবো শুধু
তোমার রুচির ক্রিয়া বিনা বাক্য ব্যয়ে !
সুমতি সুন্দরী নির্ব্বাসিতা হয় যদি
তোমার শান্তির হেতু—
লভ শান্তি তুমি !
তোমার কারণ সমাদরে এনেছিনু একদিন,
আজি হতাদরে—আঁধারে অজ্জিত রত্ন
অন্ধকারে দিব ভাসাইয়া
বিনা যুক্তি তর্কে—বিনা প্রতিবাদে !

মধু। তবে কোনো কথা সুধায়ো না মোরে !
হৃদিমর্ম্ম-উপাড়িয়া দ্বিধা শূন্য হ'য়ে—
সুকঠিন আদেশে আমার
রেখে এসো ঘন অন্ধকারে
চির নির্ব্বাসনে লক্ষ্যের বাহিরে !

কৈটভ। যদি উপেক্ষায় অবহেলা ক'রে নির্ব্বাসন ?

মধু। উচ্চকণ্ঠে কহিবে তখন—
রাজ আজ্ঞা বশে
ভুঞ্জিতে হইবে হেন দণ্ড নির্ব্বাসন !
কহিবে তখন—
কুমতির প্রতিষ্ঠানে
অসম্ভব সুমতির অধিষ্ঠান !

[গীতকণ্ঠে বৈরাগ্যের প্রবেশ]

গীত

বলোনা বলোনা ওই কথাটী বুক ভেঙে যায় বাজের কথায়।
আমার সকল সাধের বাঁধ ভেঙে যায় মা বিনা থাকবো কোথায়॥
মা যদি না থাকলো ঘরে সেতো নয় আমার ঘর,
মা যে আমার শান্তিময়ী সান্ত্বনা তাঁর কোমল কর,
মা হারা না থাকবো আমি বিদায়ে তাঁর আমার বিদায়॥

মধু। রে বৈরাগ্য! এত অশ্রু তোর নয়নের কোণে?
কৈটভ—কৈটভ! শিশু মতি বৈরাগ্য আমার
পিতৃ অবিচারে ভাসিছে নয়ন জলে—
মুছে দাও অশ্রু দু'টী তার!
বক্ষ নিধি জ্যেষ্ঠা মহিষীর
দিয়ে এসো বক্ষে তার—
কাঁদুক সেথায় বক্ষ মাঝে মুখ লুকাইয়া!

[সুমতির প্রবেশ]

সুমতি। হবে না চলিতে আর জ্যেষ্ঠার সন্ধানে—
প্রিয় সন্নিধানে স্বেচ্ছায় এসেছি আমি!
ক্রিয়া কর্ম্মে তাঁর সহায় হইতে
প্রজ্জ্বলিত মারণ বহ্নির মাঝে আত্মাহুতি দিতে
যাত্রাকালে আসিয়াছি
বক্ষে নিতে বৈরাগ্য রতন!

আয় রে বৈরাগ্য ! ধর এসে
হতাশ শৈথিল্য ভরা জননীর কর—
চ'লে চল্ অপরাধী সম !
কার আশা ? কার ভোগে বাঞ্ছা তোর ?
দুঃখিনীর পুত্র, বরিয়া দুঃখের জ্বালা
ভুলে যারে ষড়ৈশ্বর্য্য সম জনকের স্নেহ !
বিদায়—বিদায় হে রাজন !

মধু । না না, ধ্বংস হোক বিদায় পদ্ধতি—
দূর হোক কনিষ্ঠার বাধা !
গৃহলক্ষ্মী তুমি—চলিতে দিব না তোমা
কোনো ছলে কারো যুক্তি বশে
অবিচারে চির নির্ব্বাসনে !
ওগো প্রিয়া শান্তিময়ী তুমি—
স্থান তব তৃপ্তিময়ী এই বক্ষ মাঝে !

[কুমতির প্রবেশ]

কুমতি । বাঃ বাঃ, চমৎকার বিদায়ের ঘটা !

মধু । না না প্রিয়তমা ! চঞ্চলতা বশে
ভুলিয়াছি তোমার মহিমা—
তুমি যে সর্ব্বস্ব মোর ! ছার সুমতি সুন্দরী,
ছার পুত্র তার বৈরাগ্য রতন—
কুমতি যখন মোহিনী মায়ায়
সকল সত্ত্বায় মোর সতত জাগ্রত !

চলে যাও দুঃখিনী সুমতি—
শত আশা শত শোক লয়ে,
বিদায় লইয়ে পাষাণ হৃদয় স্বামী সন্নিধানে,
চলে যাও তোমার বাঞ্ছিত পথে
আমার বিধানে চির নির্ব্বাসনে!
নাহি চিন্ত কুমতি সুন্দরী—
সপত্নীর হিংসা হ'তে মুক্তিলাভ হেতু
বিস্ময় বিমুগ্ধ নেত্রে দেখে যাও শুধু
তোমার অতুল কীর্ত্তি
স্বামী দিয়ে পত্নী নির্ব্বাসন!

কুমতি। আমি? আমি হবো নিমিত্তের ভাগী?
কেন? সাধ হয়, রাখি সুমতিরে
মোরে পার দিতে বিসর্জ্জন!

মধু। না না প্রিয়ে, চলিয়া এসেছি বহু দূরে—
তোমারি আঁখির টানে
সার ভাবি সর্ব্বভোগ হ'তে!
কৈটভ! ভাই তুমি—বান্ধব জীবনের;
আদর্শ নিস্বার্থ পুরুষ! ব্রতী যদি মম কর্ম্মে,
সাথী যদি, সহায় আমার—
রেখে এসো তোমারি আনীত রত্ন
তোমারি বাঞ্ছিত কোন অনির্দ্দিষ্ট পথে!

কৈটভ। যাবো রাজা রত্ন বিসর্জ্জনে,
কাঠিন্যে বাঁধিয়া প্রাণ
রাজ আজ্ঞা করিতে পালন!

উৎসর্গ করেছি প্রাণ তোমারি করমে
সযতনে নিঃস্বার্থ ব্রত করিয়া গ্রহণ!
ছিল সাধ মহাকীর্ত্তি করিব অর্জ্জন
শুধু কীর্ত্তি কর্ম্ম সমাধানে!
কিন্তু ক্ষুব্ধ নহি আমি!
কীর্ত্তি হোক অথবা অকীর্ত্তি
প্রতিজ্ঞার বশে কর্ম্মে তব আমিও সহায়
মাত্র এক যোগে এক উপাদানে জন্মের গৌরবে!
যদিও বিভিন্ন রুচি, ভিন্ন ক্রিয়া দোঁহাকার,
তুমি ভোগী, আমি ত্যাগী—
তবু আদেশ তোমার অক্ষরে অক্ষরে হইবে পালিত!
কিন্তু করহ প্রতিজ্ঞা—দুর্ব্বলতা বশে
কভু যদি হয় প্রয়োজন মুছাতে নয়ন জল
নির্ব্বাসিতা সুমতির—
বল, করিবেনা অনুরোধ?
বল, ভবিষ্যতে হবেনা চলিতে মোরে
ত্যাগের কামিনী পুনঃ ফিরায়ে আনিতে
সমাদরে বরণ করিয়া?
যদি বিধি তব চির নির্ব্বাসন—
রাখিও স্মরণ—তাহা চিরতরে—
নহে ছল পূর্ণ খেলা মাত্র ক্ষণিকের!
বল—লয়ে যাই নির্ব্বাসনে?

মধু। কেন প্রশ্ন বার বার বজ্র হতে অতীব ভীষণ?
নির্ব্বাসন চিরতরে—

কনিষ্ঠার প্রিয় হতে যুক্তি তর্কে মৌখিক বিধানে
নহে ইহা চিত্তের বিকারে মাত্র ক্ষণিকের !

কৈটভ। ধন্যবাদ ! এসো পরিত্যক্তা—
নির্ব্বিবাদে চল নির্ব্বাসনে !

সুমতি। আসি রাজা ! যাত্রী আমি অনির্দ্দিষ্ট পথে !
যদি ইচ্ছা হয়—করিও স্মরণ
দীনা দুর্ব্বলা এই অভাগীরে পড়ে যদি মনে !
কিন্তু করি নিবেদন—
দেহ স্থান এই অভাগা শিশুরে !
তবু তৃপ্তি পাবো—দেখিতে হবে না
দীন অভাগার মলিন বদন খানি !
বল, রাখিবে কি অভাগীর এই অনুরোধ ?

মধু। কি বল কুমতি—
বৈরাগ্য কুমারে পারি কি আশ্রয় দিতে ?

কুমতি। শুধু বৈরাগ্যে কেন—যদি ইচ্ছা হয়
মাতা পুত্রে অনায়াসে আশ্রয়ে রাখিতে পার—
আমি যাই পুত্রে লয়ে চির নির্ব্বাসনে !

মধু। না না, প্রত্যাহার করিনু বচন !
মূল উৎপাটন প্রয়োজন যদি—
কেন আশা, শাখা হ'তে সুফল কুসুম ?
এই বিধি যদি, তবে, সুনিশ্চয়
পুত্র সহ সুমতির চির নির্ব্বাসন !
ওরে বৈরাগ্য আমার !
বক্ষ হ'তে জন্ম লভি'—বক্ষতাপ নিবারণে

দিয়ে যায়ে বিদায়ের শেষ আলিঙ্গন !—
শীতল গণ্ডের বিদায় চুম্বন !

বৈরাগ্য। না পিতা, সে অধিকারে বঞ্চিত হয়েছি আমি !
নাহি সাধ—বিমাতার ইঙ্গিতে চালিত—
মমতা বিহীন জনকের
এতটুকু করুণা প্রত্যাশী হ'তে !
ধ্বংসে ভরা গরল যদি পিতার আশ্রয়ে,
অকপটে ত্যজ্য মম তাহা—
যাহার তুলনায় চির সত্য সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ
জননীর অকপট স্নেহের আশ্রয় ;
মাতৃনাম করিয়া সম্বল, মাতৃপদে রাখি মতি,
মাতৃ অঙ্ক করিয়া আশ্রয়
মায়ের স্নেহের স্রোতে বিনা প্রতিবাদে
দেহ মন দিনু ভাসাইয়া !
বিমাতার যন্ত্র পুত্তলিকা জনকের কপট স্নেহ হ'তে—
শ্রেষ্ঠ মম জননীর স্নেহ !
আরতো রবো না হেথা—তাই
নির্ব্বিবাদে ভিক্ষা মাগি শুধু—
বিদায়—বিদায়—বিদায়—

গীত

বিদায়—বিদায়—বিদায়।
নয়নের জল রে'খে যাই শুধু মরম পীড়িত ব্যথায়॥
কঠিন হয়ে পাষাণ দিয়েছ ছেলের বুকে,
প্রিয় চুম্বনটুকু দিলেনাতো আমায় মুখে,
জীবন সঁপেছি পরম দুঃখে তোমার কঠিন কথায়॥

সুমতি। চ'লে চল—চ'লে চল বৈরাগ্য রতন—
প্রতি পাদক্ষেপে সন্তাপের সঞ্চিত সলিলে
মর্ম্ম রেখা দিয়ে! অব্যক্ত ব্যথায় গড়া
অন্তরের তীব্র অভিশাপে
পুড়াইয়া দিয়ে চল হিংসার আবাস
নির্ব্বাসন প্রতিশোধ নিতে!
হিংসার কুমন্ত্রে পত্নী পুত্র বিসর্জ্জিত যদি,
তবে শুন স্বামী! হিংসা ধ্বংসে
আমিও গড়িব অস্ত্র গভীর অলক্ষ্যে!
সহস্র প্রয়াসে বাঁচাইতে তারে, ব্যাকুল পরাণে
বাহুর বেষ্টনী করিলে সৃজন
ছিন্ন হবে অস্ত্রাঘাতে!
স্তব্ধ হবে হিংসার নিশ্বাস!
পরাজয় বার্ত্তা নিয়ে, ভেদ করি ঘন অন্ধকার
মাতা পুত্রে হেসে যাবো শুধু বিদ্রূপের হাসি!

[সুমতি ও বৈরাগ্য গমনোদ্যত হইলেন।

[বিবেকের প্রবেশ]

বিবেক স্থির হও রাজলক্ষ্মি!
অনাদরে পরিত্যক্তা হয়ে
মর্ম্ম হ'তে ঝরা উষ্ণ অশ্রুজল মুছি বস্ত্রাঞ্চলে
কোথা যাও আধিপত্য ত্যজিয়া আপন?

রুদ্ধ কর গতি—
দাঁড়াইয়া দৃঢ় পদে উন্নত গ্রীবায়
সাহসে নির্ভর করি কব প্রতিবাদ !—
আমি আছি সহায় তোমার !
দেখি, কোন্ শক্তিধর কোন্ ছলনায়
ভোগ রাগে বঞ্চিত করিয়া তোমা
পাঠাইবে চির নির্ব্বাসনে !

কৈটভ। নির্ব্বাসন প্রয়োজন যথা—
কি করিবে সেথা বিপত্তির শত আয়োজন ?
প্রতিবাদে প্রতিকার কভু না হইবে।
পরম আত্মীয় পত্নী পুত্রে বিসর্জ্জিতে পারে যেবা,
উপেক্ষিত যার পাশে শত অনুরোধ,
তিরস্কারে বহু মিনতিতে
ভেসে গেছে যথা শত আবেদন
তার কাছে অধিক কি মূল্যবান' প্রতিবাদ তব ?

বিবেক। কহ দানবেন্দ্র।
অবিচারে পত্নী পুত্র দিবে বিসর্জ্জন ?
কহিবে না কোন কথা ?
বারি আসে নয়নের পথে
তবু বিপুল বিক্রমে রুদ্ধ করি তায়
শুধু চেয়ে রবে নীরব দৃষ্টিতে ?
কহিবে না কোন কথা ন্যায়ের শাসনে ?
শত ধিক্ তোমা—
অতি নীচমতি কাপুরুষ তুমি !

মধু। যত পার বল কটু,
সিদ্ধান্তের প্রবল তাড়নে ক্ষতি নাহি গণি;
যত শুনি বাণী তব অমৃত সমান!
উচ্চমতি কিংবা নীচমতি আমি
সে বিচারে নাহি প্রয়োজন।
আত্মীয়তা স্মরি—
তব পাশে চাহি নাই কর্ম্মের মন্ত্রণা!
ভগ্নী তব সুমতি সুন্দরী নির্ব্বাসিতা এবে;
সেই সূত্রে মম সনে ছিন্ন করি আত্মীয়তা
বিবেক সুজন! ক্ষুব্ধ প্রাণে তুমিও লুকাও মুখ!
নহ তুমি আত্মীয় আমার—যাও—যাও—
আরো দূরে—লক্ষ্যের বাহিরে—
পার যদি অনন্ত ধ্বংসের কোলে!

বিবেক। যাবো—যাবো—
কিন্তু শুনে রাখ ভবিষ্যের বাণী—
আসিবে সেদিন—যেইদিন
যুক্ত পাণি সকাতরে দাঁড়াবে সম্মুখে মোর!
আমি উচ্চহাস্যে এই কশাঘাতে—
শুধু স্মরণ করাবো তোমা
ভ্রান্তিময় অতীত কাহিনী যত!

[প্রস্থান

মধু। হা হা হা হা, ভবিষ্যৎ! কোথা ভবিষ্যৎ?
আসিবে সে দিন যবে, সেই দিনে,

সেই মহাক্ষণে—নানা, অলীক সে চিন্তা !
রে কৈটভ ! বিলম্ব কি হেতু ?
নির্ব্বাসিতা জনে
রেখে এসো লক্ষ্যের বাহিরে !

কৈটভ। এসো সাথে রাজলক্ষি ! রে বৈরাগ্য !
ধর গতি চলিতে অজ্ঞাত পথে !
কিন্তু বুঝিলে না রাজা—
মহাভ্রমে আত্মরুচি বশে
কিবা সর্ব্বনাশ
সাধিলে আপন ঘোর অবিচারে !

[কৈটভ, সুমতি ও বৈরাগ্যের প্রস্থান

মধু। অবিচার ? অবিচারে উত্থান পতন—
তাও ভাগ্যের লিখন মম ! রাজরাণি !
ওই দেখ, অন্ধকার আলোড়নে
দীপ্তি হীন প্রতিমার হয়ে গেল নিরঞ্জন !
ওই শুন উঠিল বিজয়া বাদ্য—
আর্ত্তনাদ তোমার কল্যাণে !
আনন্দে অধীর চঞ্চল আমি !
ধর এ শিথিল কর—রক্ষা কর
স্খলিত চরণে পতনের আকর্ষণ হ'তে !
ব্যস্ নিশ্চিন্ত নির্ভয় আমি !—
জটীল তত্ত্বের হয়ে গেল সরল মীমাংসা !

দেখ রাণি, স্থির চিত্ত আমি,
অচঞ্চল বক্ষ মোর, দৃঢ় হস্ত পদ,
গৌরবের স্বেদবিন্দু ললাটে আমার,
চক্ষে বহে আনন্দের অশ্রুধারা !
এসো কুমতি সুন্দরি—সালঙ্কারা বিজয়া মূর্ত্তিতে
ধর এসে দাবী তব—প্রাপ্য তব
সোহাগের পুজা উপচার !

[মধু ও কুমতির প্রস্থান

[গীতকণ্ঠে যোগিয়ার প্রবেশ]

গীত

এ সেই যুদ্ধ ভীষণ মায়া অভিযান।
মায়া যুদ্ধে পতন হলো হয়ে গেল হতমান ॥
সুমতির এই নির্ব্বাসনে ভেঙে গেল সুখের কপাল,
কুমতি তাই বসলো জেঁকে পরিণামে বিষম নাকাল,
বৈরাগ্য তাই বিদায় হলো মহারিপুর বাড়লো মান ॥
লুটছো এখন রঙ্গ ক'রে কুমতির মোহিনী প্রেম,
দৃষ্টি তোমার অন্ধ এখন কাঁচের টুকরো দেখছো হেম,
বিবেক বীরের চাবুক খেলে বুঝবে তখন সকল ভাণ ॥

[প্রস্থান

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

মণিহংসের বৈঠক

[মুক্তা ও মুক্তি]

গীত

মুক্তা— আজ উল্টো জলের টান।
মুক্তি— টানে যেন যায় না ভেসে পলুকা সরল প্রাণ॥
আসা যাওয়া চলতো ভাল ভাবনা ছিল না,
মুক্তা— গতি যেন থম্‌কে গেল ভাল লাগে না।
মুক্তি— যেন দিশে হারা ভেবে সারা হারাই কুলমান॥
আমি তোমার আকুল ব্যাকুল তুমি বড় চন মনে,
মুক্তা— আছি আমি সঙ্গে তোমার আঁচল খানি ধরবো টেনে,
উভয়ে— তাতে টলবে নাকো সুখের আসন তুলবো জয় গান॥

[অধর্ম্ম, সুখ, দুঃখ, কাম, ক্রোধ ও
লোভের প্রবেশ]

মুক্তা। আসুন—আসুন! আজ হংস মশায়ের বৈঠক সার্থক! একটু অপেক্ষা করুন—হংস মশাই এলেন ব'লে!

[মণিহংসের প্রবেশ]

মণিহংস। আর অপেক্ষা করতে হবে না—হংস মশাই সশরীরে উপস্থিত! সকলেরই আবেদন পত্র পাঠ করা হয়েছে—মহারাজের আদেশ মত এই বৈঠক থেকে এখনি তার সহজ ও সরল মীমাংসা হয়ে যাবে। এখন কার কি মতলব খাঁনা একটু পরিচয় দাও দেখি!

অধর্ম্ম। আজ্ঞে আমি সাক্ষাৎ অধর্ম্ম। মহারাজ মধুর সকল গতি-বিধির পথে যাতে ধর্ম্ম এসে কোনো দিন আলো হাতে দাঁড়াতে না পারে, আমি সেই বাধা রূপে এখানে কর্ম্মে নিযুক্ত হতে চাই!

মণিহংস। নিযুক্ত হ'বার পর কাজ কর্ম্ম করতে পারবে তো? কুড়ের সর্দ্দার হ'লে কিন্তু মহা কেলেঙ্কারী হবে! আস্তে আস্তে এখান থেকে তল্পী গুটুতে হবে!

ক্রোধ। হংস মশাই! আমি ওর যথেষ্ট পরিচয় পেয়েছি! আমাদের এখন অধর্ম্মের ন্যায় একজন কর্ম্মীর নিতান্ত প্রয়োজন হয়েছে! যুক্তি তর্ক ছেড়ে দিয়ে ওকে কর্ম্মে নিযুক্ত করুন!

অধর্ম্ম। আমি আস্ফালন করেই বলছি—মহারাজকে যদি বাঁচাতে চান বিনা দ্বিধায় আমায় কর্ম্মে নিযুক্ত করুন! কে আমি—কতখানি শক্তি আমার—তার পরিচয় আপনি যতটা বুঝতে না পারবেন—মহারাজ মধু সহজেই তার পরিচয় পাবেন! ধর্ম্মের মূল উৎপাটনের অস্ত্র আমার কাছেই বিদ্যমান!

মণিহংস। আচ্ছা বাপু তোমাকে নিযুক্ত করা গেল—ফূর্ত্তি ক'রে কাজ কর্ম্ম করগে—

অধর্ম্ম। যে আজ্ঞে—

[প্রস্থান

কাম। হংস মশাই! এটা হচ্ছে সুখ—এর মুখ খানি দেখে অবধি আমার মরচে ধরা তীর গুলো একেবারে চক্‌চকে হয়ে উঠেছে! সুখের মুখ দেখে আমার বুকখানা নেচে নেচে উঠছে—ঐ সুখকে কর্ম্মে নিয়োজিত করতে পারলে বুঝি আমার আশার বস্তু সজীব হয়ে উঠবে! হংস মশাই, আমায় একটু সুখের সুখী হ'তে দিন!

মণিহংস। কিহে বাপু, সত্যিই তুমি সুখ নাকি?

সুখ—

গীত

ওগো সত্যি আমি সুখ।
সুখী হয় পরম ভোগী দেখলে আমার মুখ॥
আমি যখন লুটাই হেসে
ভোগী তখন সুখে ভাসে,
সোহাগে কাছে ঘেঁসে তাড়াই সকল দুঃখ॥
আমি মধু বিলাই মধু কথায়,
এমন সুখ পাবে কোথায়,
মাতিয়ে রাখি সুখের নেশায় ঢেলে রসের সুখ॥

মণিহংস। ব্যস্ ব্যস্ ব্যস্, তোমার চাকরি মারে কে? তার ওপর কুমারদের চোখে লেগে গেছ! ব্যস্ তুমি নির্ব্বিবাদে সুখের বজ্‌রা খুলে ব'সে যাও!

সুখ। যথা আজ্ঞা—

[প্রস্থান

মণিহংস। আর বিশ্রী কদাকার মুর্ত্তিতে তুমি কে বাপধন?

দুঃখ। আমি দুঃখ—

মণিহংস। দুঃখ? ওরে বাপরে—সুখের হাট ভাঙতে কেউ তোমায় চাকরি দেবে না বাপধন—আস্তে আস্তে স'রে পড়—

ক্রোধ। দুঃখ? সকল সুখের প্রতিবন্ধক দুঃখ? দেখ—দেখতে পাচ্ছ—এই একটী ঘুসি আর একটী রদ্দা—ব্যস্ চাকরীর নেশা একেবারে বেহ্মতলায় উঠে যাবে!

কাম! কি সর্ব্বনাশ! তুমি দুঃখ? মর্ম্মের জ্বালায় জল স্রোতের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত ছুটে বেড়াচ্ছি একটু সুখের আশায়, কল্পনায় গড়ে তুলেছি সুখের চিত্র, সুখের বৈঠকে কুড়িয়ে পেলুম পরম সুখ—তুমি কিম্ভূত কিমাকার মূর্ত্তিতে অযাচিত ভাবে এসে সেই সুখের সাম্রাজ্য অধিকার করতে চাও? হংস মশাই, খুব সাবধান—কদাকার কুৎসিৎ ঐ দুঃখ যেন এখানে স্থান না পায়! তাহ'লে এই চোখা চোখা তীর গুলো পট্ পট্ করে আপনার বুকে বসিয়ে দোবো!

মণিহংস। ওরে বাপরে—ঐ তীর বুকে একটা লাগলে কি আর বাঁচবো! প্রথম দিনকতক পাগল,—তারপর বিরহ—তারপর হা হুতাশ—তারপর দম বন্ধ হয়ে একেবারে পঞ্চত্বমুপাগত! তার চেয়ে দুঃখ বাবাজী—তুমি স'রে পড়—তোমায় আমি চাকরি দিতে পারবো না—আমাদের ঘরাঘরি একটা বিবাদ সৃষ্টি হবে! কিছুদিন পরে দেখা করো, তখন বিবেচনা করা যাবে—

দুঃখ—

গীত

সুখ নিয়ে তবে থাক মেতে আশা নিয়ে আমি যাই ফিরে।
সুখ যদি যায় ডেকো মোরে আশে পাশে বেড়াব ঘুরে॥
অসময়ে আশা হলো তাই আশা ভেঙে গেল,
সুযোগ পেলে কর্ম্ম পাবো এইটী এখন আশা হলো,
দুঃখ আগে ভাল ছিল সুখের উদয় ভালই পরে॥

[প্রস্থান।

লোভ। হংস মশাই! লম্পটটা বলে কি? বলে পরে আসবো! আয়না একবার দেখি—চেটে মেরে দোবো—একেবারে চেটে মেরে দোবো—

ক্রোধ। কেবল ঘুসি আর রদ্দা! কাম, লোভ, সঙ্গে আয়তো তোরা—দেখি একবার কত বড় দুঃখ—

[সহসা স্থূল বুদ্ধির প্রবেশ]

স্থূল। সর্ব্বনাশ হলো হংস মশাই—সর্ব্বনাশ হলো! ধর্ম্ম আর ধর্ম্ম-পত্নী হানা দিয়েছে—অধর্ম্ম দাদা পেরে উঠছে না—শীগ্‌গির যা হয় একটা উপায় করুন!

ক্রোধ। এ্যাঁ, বলিস কিরে? ধর্ম্ম আর ধর্ম্ম পত্নী? কই, আয়তো আমার সঙ্গে—মেরে তাড়াবো—ধুপ ধাপ ক'রে কেবল ঘুসি আর রদ্দা—

[ক্রোধ ও স্থূল বুদ্ধির প্রস্থান

কাম। কিছু করতে হবে না বড়দা—স্রেফ একটী তীরের ঘা—ব্যস! চল ধনুর্ব্বাণ, আজ তোমার মহাপরীক্ষার দিন!

[প্রস্থান

লোভ। লকলকে জিবটা বার ক'রে আগাপাস্তলা কেবল চাট্‌বো। হাড় থাকবে না—মাস থাকবে না—কেবল চেটে মেরে দোবো!

[প্রস্থান

মণিহংস। যাক্, আবার কি গেরো ঘটায় দেখ! মুক্তা মুক্তি! কি বলিস, এসব জুচ্চুরি—কেমন, নয়?

মুক্তি। তা বই কি—জোচ্চরের পাকা জুচ্চুরি—

মণিহংস। যাক, আর কেউ আসে, বসতে বলিস—আমি ততক্ষণ জলযোগটা সেরে আসি—

[প্রস্থান

মুক্তা ও মুক্তির দ্বৈত— **গীত**

তারা সব পাকা জুয়াচোর।
খেটে খুটে চাকরী ক'রে পাওনাদারই চোর ॥
রঙ্গ ভূমির রঙ্গ ভাল চিত্র চমৎকার,
পত্র আর পত্রিকার তত্ত্ব বোঝা ভার,
আছে শুধু কোঁচার বাহার নেশার মুখের জোর ॥
তারা চিত্রে বড় দৃশ্যে বড় আত্মমুখে কয়,
গীতের শুধু আসর আছে তার বেশীতো নয়,
ঘৃণ্য তারা এই কারণে নাইক নিজের দোর ॥

[সকলের প্রস্থান

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

মৃণাল মূল

[বিবেক]

বিবেক। ব্যর্থ যদি কশাঘাত অজ্ঞানের পৃষ্ঠে
তবে জ্ঞান তত্ত্বে মন্ত্রঃপুত করি
কশার ইঙ্গিতে সাজাইব জ্ঞানীবর!
ব্রহ্ম অংশে বিবেক মুরতি আমি—
কশাহাতে কার্য্য হেতু ফিরি সদা!
কিন্তু জ্ঞান বিনা বিবেকের স্থান
কিসে হবে জীবের অন্তরে?
ব্রহ্ম ধ্যানে ব্রহ্মজ্ঞানী যোগাচারী ব্রহ্মা বিনা
কেবা করে জ্ঞানের নির্দ্দেশ!
ওই ব্রহ্মবিদ্—ওরে চাই কার্য্য উদ্ধারিতে!
মৃণালের মৃণালিনী বাসে, মনের হরষে
ধ্যানে করে জ্ঞানের সাধনা!
ভাবে মনে—বুঝি জাগিতে হবে না
কোন কালে কাহারো নির্দ্দেশে!
ওগো কর্ম্মবীর! নেমে এসো পদ্মাসন হ'তে!
ব্রহ্ম অংশে বিবেকের ডাকে
ব্রহ্ম অংশে নেমে এসো জ্ঞানের আকারে!
জাগিবে না? চলিতে হবে কি মোরে

পৃষ্ঠে তব কশাঘাত করিতে অঙ্কিত ?
সত্ত্ব-রজঃ-তম গুণত্রয়ে হয়ে বিভূষিত
নেমে এসো ত্বরা করি ! এসো গুণত্রয়—
ঊর্দ্ধে ওই ধ্যানের মুরতি খানি
কর বিচঞ্চল কার্য্য অনুষ্ঠানে !

[গীতকণ্ঠে সত্ত্ব রজঃ তমর প্রবেশ]

গীত

অভিজ্ঞতা আছে কি সাজাতে জ্ঞানীবর ।
পাব কি সেথায় করিতে বিহার
সমগানে স্বরূপ ত্রিগুণ আকর ॥
যে মহিমা তব প্রচার আশে
আনিলে ত্রিগুণে তোমার পাশে
তোমার কৃপায় সুফল আশে
তারে করিব বিপুল সমাদর ॥

বিবেক । শক্তির প্রভাবে শক্তিমান ত্রিগুণ তোমরা—
সৃষ্টির প্রারম্ভে পরাক্রমে দেখাও প্রভাব !
কিসের অভাব ?—
মায়া যুদ্ধে জয় লেখা নিশ্চিত যাদের ?
সহর্ষ হুঙ্কারে প্রদীপ্ত শরীরে
হয়ে প্রমত্ত বিক্রমী—কর্ম্ম প্রিয় গুণত্রয় !
নিদ্রিত অলস কর্ম্মীজনে স্বগুণে আশ্রয় করি

নিয়ে চল কর্ম্মের সন্ধানে! কশা হাতে
আমিও চলিব সাথে সতর্ক বিক্ষেপে!

(গুণত্রয়ের পূর্ব্ব গীতাংশ)

ত্রিগুণ আমরা খুঁজি অনন্ত কর্ম্মভূমি,
তোমার সঙ্গে নিরন্তর আমরা কর্ম্মকামী,
করমে মোদের জনম সফল মঙ্গল শান্তি সুখকর,
তোমার কথায় চলিনু সেথায়
আনিতে জ্ঞানরূপধর॥

[প্রস্থান

বিবেক। চল ওই পথে—হ্যাঁ আরও ক্ষিপ্রতায়!
ওঠো ওই মৃণালের কণ্টক সোপান বহি
ঊর্দ্ধে ওই পদ্মাসনে! ধ্যানে মগ্ন
অচঞ্চল যোগীজনে স্বকার্য্য সাধনে করহ চঞ্চল!
জাগাও—জাগাও মৃদু পরশনে
কিম্বা সুকঠিন করাঘাতে—
চৈতন্যের গৃহ হ'তে টেনে আন জ্ঞানের মূরতি!

[নেপথ্যে শঙ্খ ধ্বনি]

একি শঙ্খনাদ! কার শঙ্খ—
কি উদ্দেশ্যে উঠিল ধ্বনিয়া?
মায়া যুদ্ধ অবসান হেতু—
কিম্বা সমরের উৎসাহ বর্দ্ধনে?
শত্রু কিম্বা মিত্রের উল্লাস?

[গীতকণ্ঠে যোগ নিদ্রার প্রবেশ]

গীত

যোগনিদ্রা— শত্রু নইগো মিত্র আমি কল্যাণে এই শঙ্খনাদ।

[গীতকণ্ঠে যোগিয়ার প্রবেশ]

যোগিয়া— জ্ঞানের সৃষ্টি জানিয়ে গেল শঙ্কাহারী শঙ্খনাদ॥
যোগনিদ্রা— শঙ্খ আমি বাজিয়েছিনু ফুৎকারে,
যোগিয়া— শব্দ যোজন আমার তাতে যন্ত্রের বিচারে,
উভয়ে— বার্ত্তা বিপুল ছড়িয়ে দিছি ঘুচিয়ে পরমাদ॥
যোগনিদ্রা— শঙ্খধ্বনি মহাহিতে,
যোগিয়া— যুদ্ধে চল জয় নিতে,
যোগনিদ্রা— নিশান হাতে জ্ঞান যাবে পুরোভাগে
যোগিয়া— আলো হাতে সঙ্গী যাবে অনুরাগে
উভয়ে— ধ্বংস হবে বিষাদ যত হৃদযের শত বাদ॥

[যোগনিদ্রা ও যোগিয়ার প্রস্থান

বিবেক। শঙ্খনাদ—শুধু শঙ্খনাদ কেন—
বহু শব্দে বহু ছলনায় ভাঙিয়াছে নিদ্রা মোর;
তাই জাগ্রত রহিব কশা হাতে
কশাঘাতে নিদ্রাতুরে জাগ্রত রাখিতে!
জয়ী হবে নিদ্রা ঘোরে কুমতি আশ্রয় করি—
হেন রীতি নহে মোর তরে!
জাগ—জাগ নিদ্রা হ'তে,
উত্তোলিত বিবেকের কশা—
বাঁচিতে আঘাত হ'তে জেগে চল কর্ম্মের সন্ধানে;

[জ্ঞানরূপে ব্রহ্মার প্রবেশ]

ব্রহ্মা। কোন্ কর্ম্মে ?

বিবেক। নীতি ধর্ম্ম রক্ষিত হইবে যাহে !

ব্রহ্মা। সেও কি আমার কর্ম্ম ?

বিবেক। ব্রহ্মজ্ঞানী তুমি—
ব্রহ্মজ্ঞানে সর্ব্ব নীতি তুমিই রক্ষিবে !

ব্রহ্মা। দেখাও কর্ম্মের পথ !

বিবেক। ধ্যানের আবেশ বিদূরিত যদি,
মুক্ত যদি, সিদ্ধ যদি—
এসো সাথে কর্ম্ম পথে ধর্ম্মের রক্ষণে !

ব্রহ্মা। হও অগ্রগামী শ্রীচৈতন্যে করিয়া আশ্রয় !

[গীতকণ্ঠে শ্রীচৈতন্যের প্রবেশ]

গীত

পথে আমিই যাবো আগে ভাগে।
সিদ্ধি লাভে আমার নীতি রবে জেগে ।।
ব্রহ্ম হতেই জ্ঞান আর বিবেক, কর্ম্ম নিয়ে মূর্ত্তিভেদ,
অচৈতন্যে আলোক দিতে শ্রীচৈতন্যের অস্থি মেদ,
সাথে আসতে হবে অনুরাগে ।।
বিবেক সাধুর চাবুক খেলে জ্ঞানের তত্ত্ব পায়,
জ্ঞানে জাগায় শ্রীচৈতন্যে প্রাণের আঙিনায়,
ওঠে সঙ্গীত নানা রাগে ।।

[সকলের প্রস্থান

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

কুমতির আবাস

[অহঙ্কার ও কুমতি]

কুমতি। অহঙ্কার!

অহঙ্কার। ভগ্নি!

কুমতি। অস্ত্র শানাচ্ছিস তো! আধিপত্যের গরবে নিশ্চিন্তের অলসতায় ঘুমের কোলে গা ঢেলে দিলে চল্‌বে না! মনে রাখিস— সপুত্র সুমতিও তার আত্মীয় স্বজনের শক্তি সমষ্টি নিয়ে এর প্রতিশোধ নিতে পারে! জয়ী হলেও আমরা নিশ্চিন্ত নই! শত্রুকে প্রবল হবার সুযোগ দিলে একদিন না একদিন সে ঘোর প্রতিবাদ নিয়ে আধিপত্য বিস্তারে সক্ষম হবে!

অহঙ্কার। ভয় নেই ভগ্নি, অহঙ্কারের শত্রু বিমর্দ্দন তরবারি শত্রু নিবারণে সর্ব্বদাই প্রস্তুত! তুমি তো দেখনি তোমার পুত্রদের অস্ত্র বিদ্যায় কতদুর পারদর্শী ক'রে তুলেছি! অস্ত্র চালনায় তারা সিদ্ধিলাভ করেছে—এমন পুত্র তোমার সহায়! শক্তিমান কাম ক্রোধ লোভকে জয় ক'রে তোমার আধিপত্য কেড়ে নিতে পারে—এমন মহাপুরুষ এখনো জন্মগ্রহণ করেনি!

[গীতকণ্ঠে লোভের প্রবেশ]

গীত

সত্যি ওমা সত্যি আমি পেয়েছি বিপুল শক্তি।
অস্ত্র আছে তীক্ষ্ণ ছ'টি তার কাছে কার মুক্তি॥

সুমতির সেই রুগ্ন ছেলে
মারবো তারে অবহেলে
আমি তোমার যোগ্য ছেলে আমি সাধন করি উক্তি॥
আমি পড়বো নাকো বিবেক জালে
অস্ত্র আমার ধরবো তুলে
বৈরাগ্যকে ভাসিয়ে জলে করবো সকল চুক্তি॥

কুমতি। হ্যাঁ বাবা, এমন শক্তিতে শক্তিমান তোরা? এমন অস্ত্র বলে বলীয়ান? জাগিয়ে রাখ্—সাজিয়ে রাখ্ তোদের অস্ত্র সুমতির আত্মীয়বর্গের ধ্বংস সাধনে। যাও, তোমার দাদাদের ডেকে নিয়ে এসো—অনেক পরামর্শ আছে। [লোভের প্রস্থান] অহঙ্কার, ভাই, আজ আমার আনন্দ ধরছে না—আমার ভাই আর পুত্রদের কল্যাণে আমি সর্ব্বজয়ী হ'তে চলেছি!

অহঙ্কার। জয়ের গৌরবে আত্মহারা হলে চলবে না ভগ্নি! জয়ের গৌরব উপভোগের এখনো অনেক বাকি! শত্রু বিতাড়িত মাত্র—প্রতিহিংসায় তাদের অস্তিত্বের মূল পর্য্যন্ত উৎপাটন করতে হবে! তুমি মহারাজকে উত্তেজিত কর—জানাও, তোমার বিরুদ্ধে বড়রাণী ভ্রাতা আর পুত্রের সাহায্যে ষড়যন্ত্র করছে! তারা আধিপত্য বিস্তারের আশায় অস্ত্র শানাচ্ছে তোমাকে আর তোমার পুত্রদের হত্যা করতে! রক্ত চক্ষু দেখিয়ে এই সুযোগে আগে বৈরাগ্যের ছিন্ন মুণ্ড প্রার্থনা কর! ব্যস তাহ'লে তোমার ভবিষ্যৎ একেবারে মনোরম নিরাপদ!

কুমতি। হা হা হা হা, ওরে অহঙ্কার, আমি যে আর হাসি চেপে রাখতে পারছি না! ঠিক বলেছিস—আগে বৈরাগ্যের ছিন্ন মুণ্ড চাই—

বড়রাণী সেই দৃশ্য দেখবে, চীৎকার করে বুক চাপড়ে কাঁদবে, পুত্রের শোকে পাগল হ'য়ে দেহত্যাগ করবে, আর আমি হা হা হা, আমি যে আর আনন্দ চেপে রাখতে পারছি না! অহঙ্কার, তুই দাঁড়া, আমি মহারাজকে ডেকে আনি! অনেকক্ষণ কাছ ছাড়া—কে আবার কোথা থেকে এসে কি হয়তো পরামর্শ দেবে—পদ্মপত্রে জলের মত মন হয় তো সেই দিকেই ঢ'লে পড়বে! ডেকে এনে সতীনের ধ্বংসের মন্ত্রণা দিয়ে আমার কার্য্যোদ্ধার করি!

[প্রস্থান

অহঙ্কার। কার্য্যোদ্ধার—ছলে বলে কৌশলে যে কোন উপায়ে চাই কার্য্যোদ্ধার! কুমতি আর অহঙ্কার দুই ভ্রাতা ভগ্নী যেখানে উপস্থিত—সুমতির সূক্ষ্ম গতি সেখানে কতখানি কার্য্যকরী হ'তে পারে? মহারাজ মধুও এ কৌশল-জাল ভেদ করবার পাত্র নয়! নির্ভয়ে বিজয়দর্পে কার্য্যোদ্ধার করবো।

[কাম, ক্রোধ ও লোভের প্রবেশ]

কাম। কই, মা কোথায়?

অহঙ্কার। এসো কাম আনন্দ দুলাল! একি, তোমার ধনুর্ব্বাণ কোথায়?

কাম। ফেলে দিয়েছি—

অহঙ্কার। ফেলে দিয়েছ? সেকি!

কাম। কি হবে আর ভূতের বোঝা বয়ে? একখানা বুকের মত বুক পাইনা যে দু' পাঁচটা তীর মেরে আনন্দ পাই! ঘরাঘরি

যতদূর পারি তা সেরে নিয়েছি—এমন কি নিজের বুকে পর্য্যন্ত তীর বসিয়েছি—মামা গো তীরের জ্বালায় বুকখানা জ্বলে গেলে!

ক্রোধ। দেখছো মামা দেখছো—ঘুসি ছুটোর অবস্থা দেখছো—একেবারে আল্‌গা! লোক পাইনা তা রোক দেখাই কাকে? চক্ষুও লাল হয় না ভাঁটার মত ঘুরতেও চায়না! অভিমানে কামের একটা বাণ খেয়ে নিজের ওপর প্রতিশোধ নিয়েছি!

লোভ। মামা, আমি কিন্তু ঠিক আছি! আমার পড়্‌তা কিনা—তাই সবাই ছুটছে লোভের পথে।

কাম। মামা, এর একটা বিহিত কর—

ক্রোধ। ভাগনেদের যদি ভালবাস মামা—যদি প্রকৃত মামা হও—তবে মামার কাজ কর!

কাম। নইলে ধনুর্ব্বাণও ধরবো না—কিছুই নয়—

ক্রোধ। তোমায় স্পষ্ট বলে রাখছি মামা—তাহলে ধর্ম্মঘট—

অহঙ্কার। ধর্ম্মঘট কি রে?

কাম। কর্ম্ম না থাকলেই ধর্ম্মঘট—

ক্রোধ। গায়ের জ্বালায় মামা, গায়ের জ্বালায় ধর্ম্মঘট—

অহঙ্কার। সে কি রে, তোদের হলো কি—কি চাস তোরা?

কাম ও ক্রোধ। আমরা বিয়ে করবো—

অহঙ্কার। সর্ব্বনাশ! হঠাৎ এ কুবুদ্ধি তোদের কেন হলো?

কাম। পুরুষের শক্তি চাই মামা—নইলে আমার ধনুক আর বাণের মর্য্যাদা বাড়বে না! ধনুক ধরবো আমি কিন্তু তার তীর যোগাবে সেই শক্তি—নইলে সব ভোঁতা—মামা সব ভোঁতা—

ক্রোধ। বুঝে দেখ মামা, আমার স্বভাব-অগ্নি কেন নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হচ্ছে! আমার স্বভাবকে জাগিয়ে রাখবার শক্তি কই? যেটা

চোখে দেখবো না সেটা স্ত্রী এসে কাণে শুনিয়ে দেবে—যেখানে ক্রোধের ব্যতিক্রম হবে সেখানে স্ত্রীর কথায় ক্রোধের মেলা ব'সে যাবে! রাগের সৃষ্টি করতে বিচ্ছেদ ঘটাতে স্ত্রীর মন্ত্রণা না পেলে পুরুষের জন্মই বৃথা! অতএব আমি বিয়ে করবো!

লোভ। তাহলে আমিও বিয়ে করবো—

কাম। নইলে ধর্ম্মঘট মামা ধর্ম্মঘট—

ক্রোধ। তা হ'লে কামও ধনুক ধরবে না—আমিও ঘুসি ধরবো না—

অহঙ্কার। আচ্ছা—আচ্ছা, হবে—হবে—আমি বিয়ের বন্দোবস্ত করছি! আর বেশী কথা কি—মাতুলের কাছে এ আব্দার করতে পার বটে—আচ্ছা আমি পাত্রীর সন্ধান করছি!

কাঃ ক্রোঃ লোভ। মামা তোমার জয় জয় কার হোক—জয় জয় কার হোক!

লোভ— **গীত**

আমাদের ফুটলো বিয়ের ফুল।
মামা তুমি বাজাও ধামা তুমিই বিয়ের মূল॥
দাদার মত রঙ্ ঢঙিলা আনতে হবে বড় বউ,
কোমর বেঁধে লড়তে পারে আনা চাই মেজ বউ
আমার চাই হ্যাঙ্লাটে বউ হয় না যেন ভুল॥

কাম। বাঃ, লোভ ছেলে-মানুষটী হ'লে কি হয়—হিসেব বোধটী একেবারে চমৎকার! তা হ'লে সব বলা রইলো মামা—আমার ভবিষ্যৎ তোমারই হাতে—

[প্রস্থান

ক্রোধ। আমার জীবনের পূর্ণ প্রতিষ্ঠায়—মামা—তুমিই একমাত্র অগ্রদুত—রাখতে হয় রেখো—মারতে হয় মেরো—

[প্রস্থান

লোভ। আমার কথাটী কিন্তু ভুলোনা মামা—

অহঙ্কার। তোমার কথা কি ভুলতে পারি—হাজার হোক দাদার ভাই তুমি—

লোভ। শুধু দাদার ভাই নয় মামা—মামার ভাগনে—

[প্রস্থান

অহঙ্কার। ভগ্নী কুমতি সাক্ষাৎ রত্ন গর্ভা! নইলে কাম ক্রোধ লোভ এদের মত পুত্র গর্ভে ধারণ করবে কেন?

[প্রস্থান

[মধুর প্রবেশ]

মধু। ছোট রাণি—ছোট রাণি—

[কুমতির প্রবেশ]

কুমতি। আছি—আছি—এখনো মরি নি।

মধু। একি কঠোর বিসদৃশ পরিহাস সুন্দরী? একি সত্যই পরিহাস না মর্ম্মের কথা! সময়ে সময়ে বুঝতে পারি না তোমায়—ধরা দাও আবার স'রে যাও! তবু আশ্বাস দিই মনকে—আমারই সহধর্ম্মিণী! তোমার মান অভিমান যখন বুঝতে পারি না—তখন মনে হয় এ সেই মায়া যুদ্ধের অভিযান নয়তো?

কুমতি। তার অর্থ? মহারাজ কি মনে মনে ভাবছেন, ছোট রাণী সকল সুখের অন্তরায়? বড় রাণী আর বৈরাগ্যের নির্ব্বাসনে মহারাজ কি ব্যথিত? যদি তাই হয়, তবে সমাদরে তাদের ফিরিয়ে আনা হোক—আমাকেই না হয় নির্ব্বাসন দেওয়া হোক—মহারাজের যাতে তৃপ্তি হয় তাই করুন না!

মধু। তৃপ্তির ভাণ্ডার তুমি—আরো তৃপ্তি? আরো কামনা? আরো বাসনা? চাই না—চাই না—কিছু প্রয়োজন নেই সেখানে—যেখানে সর্ব্বস্বের সার তোমার মত সুন্দরীর অনুগ্রহ বর্ত্তমান!

কুমতি। বড় রাণী আর তার পুত্রের জন্য এতটুকু মায়া হয় না?

মধু। হয় না? মায়া ছিল হৃদয় ভরা—কিন্তু তোমার কল্যাণে তা বিসর্জ্জন দিয়েছি সুন্দরী! এখন নিশ্চিন্ত—কে আমার তারা—কেউ নয়!

কুমতি। এর চেয়ে তাদের ধ্বংসের কামনা করাই মঙ্গল!

মধু। সাবাস—সাবাস সুন্দরি—এই যে সতীনের উপর দরদ দেখাতে জান! সত্য বলেছ—যে স্ত্রী স্বামী সোহাগে বঞ্চিত, যে পুত্র পিতৃ স্নেহে বঞ্চিত—দীর্ঘ পরমায়ু লাভ ক'রে যন্ত্রণা ভোগ করার চেয়ে তাদের ধ্বংসই মঙ্গল!

কুমতি। আর সে মঙ্গলে আমারও মঙ্গল মহারাজ!

মধু। সতীনীর ধ্বংসে তোমার মঙ্গলের সন্ধান পেয়েছ সুন্দরী? চমৎকার—চতুরা বুদ্ধিমতী তুমি! কোথায়—কিসে কেমন ক'রে সন্ধান পেলে সুন্দরী?

কুমতি। নির্ব্বাসন ক্ষেত্রে—অস্ত্রে—হত্যার কল্পনায় মহারাজ!

মধু। কাকে?

কুমতি। সর্ব্বাগ্রে বড় রাণীর পুত্র বৈরাগ্যকে—

মধু। বৈরাগ্যকে? হত্যা—কে করবে?

কুমতি। তোমারই আদেশে তোমারই নির্ব্বাচিত ঘাতক—

মধু। তারপর?

কুমতি। মাত্র মহারাজের আদেশের অপেক্ষায়—

মধু। রাক্ষসি—পাষাণি! বলতে পার, কি উপাদানে তোমার হৃদয়খানি গঠিত—যার তৃষ্ণা মেটাতে প্রয়োজন হবে সতীন আর সতীন পুত্রের তপ্ত রক্ত?

কুমতি। না হয় আমার আর আমার পুত্রদের হৃদয় শোণিত নিয়ে সতীন আর সতীন পুত্রকে পাঠিয়ে দাও!

মধু। না—না, ভুল করেছি—ভুল করেছি সুন্দরি! বুঝি নাই যে তুমি ব্যথা পাবে এই পরুষ বাক্যে! অন্তর্দ্বন্দে আমি উত্তেজিত হয়েছি—তোমার মনোস্তুষ্টি সাধনই যে আমার প্রধান লক্ষ্য!

কুমতি। তবে প্রতিজ্ঞা কর—বৈরাগ্যের ছিন্ন মুণ্ড এনে আমায় দেখাবে?

মধু। প্রতিজ্ঞা—প্রতিজ্ঞা—

কুমতি। নইলে এখনি আমি পুত্রদের হাত ধ'রে বাধ্য হবো চ'লে যেতে—

মধু। প্রতিজ্ঞা—বৈরাগ্যের ছিন্নমুণ্ড—সদ্য বিকসিত কুসুমকে স্বহস্তে বৃন্তচ্যুত করে—

কুমতি। আগুণে নিক্ষেপ করতে হবে! বল—উত্তর দাও—

মধু। উত্তর? কোথায়—কার কাছে মিলিবে উত্তর?
অন্তর্দ্বন্দে স্তম্ভিত হৃদয়,
যুক্তি হারা কর্ম্মহারা উদ্যম বিহীন—
তবু মর্ম্ম ছিঁড়ে দিতে হবে প্রশ্নের উত্তর!

স্তব্ধ প্রায় নিশ্বাস প্রশ্বাস, স্তব্ধ ভাষা,
লক্ষ্য করি আশা মরীচিকা
প্রিয়া তুষ্টি সম্পাদনে, নিষ্ঠুর আচারে
বিকার বিহীন—তবু বাধ্য—
সাধ্যাতীত উত্তর প্রচারে !
ওগো প্রিয়া, তাই হবে—
তুষ্টি হেতু তব, কীর্ত্তি প্রচারে মোর
আনি দিব বৈরাগ্যের ছিন্ন শির
শুধু ম্লান মুখে তব হাসি নিরখিতে !
কহ তৃপ্ত তুমি—তুষ্ট তুমি ?

কুমতি । ভালবাস, তাই চাহি নিত্য নিদর্শন !
নাথ কত ভালবাস তুমি মোরে !
হ্যাঁ ভাল কথা—কেবা ঘাতক
আনি দিবে যেবা ছিন্নমুণ্ড বৈরাগ্যের ?

মধু । একমাত্র সহায় সম্পদ বান্ধব কৈটভ !
কৈটভ—কৈটভ—

[কৈটভের প্রবেশ]

কৈটভ । কহ হে রাজন—
উপস্থিত আজ্ঞাবহ আদেশ পালনে !

মধু । আছেতো স্মরণ—সর্ব্ব কর্ম্মে সহায় হইয়া
আদেশ আমার করিতে পালন—
বদ্ধ তুমি প্রতিজ্ঞা বন্ধনে ?

কৈটভ। কহিয়াছি বার বার—
তথাপি এখনো কহি—কার্য্যের সহায়ে
আদেশ তোমার হাসিমুখে করিব পালন !

মধু। যাও তবে বান্ধব রতন—
নির্ব্বাসন দিয়ে এলে যথা
জ্যেষ্ঠা মহিষীর সনে বৈরাগ্যে আমার—
শুধু কার্য্যের সহায়ে মোর,
শুধু আদেশ পালিতে
অস্ত্রাঘাতে নিয়ে এসো বৈরাগ্যের শির !

কৈটভ। বৈরাগ্যের শির ? তৃপ্ত নহ নির্ব্বাসনে ?
চাই ছিন্ন শির আপন পুত্রের ?

মধু। হ্যাঁ, অতি সত্বর—প্রয়োজন ছিন্ন শির !

কৈটভ। কিন্তু এ যে অবিচার নিষ্ঠুরতা ভরা !
বিশেষতঃ পিতা তুমি সন্তানের !

মধু। তবে কেন যুক্তি—কেন তর্ক বার বার ?
পিতা যদি কাঠিন্যে বাঁধিয়া প্রাণ
অঞ্জলি পূরিয়া পুত্রের শোণিত পানে
নির্ব্বিকারে পিপাসা মেটাতে পারে,
তবে কেন ক্ষোভ—কেন আসে অন্তর্দ্বন্দ
সন্তান মমতা জানেনা যে জন—
তোমা হেন কর্ম্মবীর প্রাণে ?

কৈটভ। বাক্য বটে যুক্তি যুক্ত ! প্রতিজ্ঞায় স্বার্থহীন—
তাই কহ মমতা বিহীন !
ভোক্তা তুমি মম ভাগ্যে

ত্যাগী আমি তব ভাগ্যে
তাই যোগ্য কথা শুনি তব মুখে !
কিন্তু হে মহান ! হইয়ে সন্তান-পিতা
মমতার দিয়াছ যে পরিচয়
তার লক্ষ্য গুণ মমতায় ভরা প্রাণ মন মম !

মধু । দুর্ভাগ্য আমার—তাই পিতা হ'য়ে
সন্তান বাৎসল্য না জন্মিল প্রাণে !
যাক্, দেহ সদুত্তর—কহ—
আদিষ্ট কার্য্য মম সুসম্পন্ন হবে কি না হবে ?

কৈটভ । বদ্ধ যদি প্রতিজ্ঞার ডোরে
বাধ্য আমি কার্য্য সম্পাদনে !
রহ স্থির হে মহান—
আনি দিব বৈরাগ্যের ছিন্ন শির ।
বিদায় রাজন—হ্যাঁ একটী কথা—
বদ্ধ আমি প্রতিজ্ঞার ডোরে
সর্ব্ব কার্য্যে সহায় হইতে তব
আজ্ঞা তব নত শিরে করিতে পালন !
কিন্তু ভাবি নাই হে রাজন—
নিজ স্বার্থ দিয়ে বলিদান,
ভাগ্য দোষে স্বার্থাচারী সম
ক্ষুদ্রমতি শৈশব সুজন আত্মীয় নাশিতে
অস্ত্র হাতে চলিতে হইবে মোরে ।
আমারি নিস্বার্থ দান সুমতী সুন্দরী
নির্ব্বাসন দিতে দিই নাই উপহার ।

পুত্র তাঁর সর্ব্ব গুণাধার
ছিন্ন শির তার চরণে তোমার দিতে উপহার
নহি বদ্ধ আমি হেন প্রতিজ্ঞার ডোরে !
কিন্তু তবু বাধ্য আমি—দাসত্বের ফলে
আজ্ঞা তব করিতে পালন !
ওগো শ্রেষ্ঠ—ওগো আদেশ দাতা !
দ্বিধা শূন্য হয়ে দিতেছি আশ্বাস—
আনি দিব ছিন্ন শির
জীবনের কর্ম্মফল মোর !

[প্রস্থান

মধু। হা হা হা হা, কর্ম্মবীর বটে, মমতায় বুক ভেঙে যাচ্ছে তবু প্রতিজ্ঞা বিচ্যুত হয়নি ! ব্যস্ তবে আর কি—যজ্ঞক্ষেত্রে যজ্ঞকুণ্ড সাজাও—ইন্ধন সংগ্রহ কর—বাতাস দিয়ে আগুন জ্বাল ; ব্রত উদ্‌যাপন হবে সেই অগ্নিতে ছিন্ন মুণ্ড আহুতি দিলে !

[জ্ঞানরূপী ব্রহ্মার প্রবেশ]

ব্রহ্মা। আহুতির ছিন্নমুণ্ড তোমার কল্পনা মাত্র ! আগুন জ্বলবে তোমার বুকে—তাতে আহুতি দিতে হবে তোমার সমস্ত দেহখানা !

মধু। কে তুমি ?

[গীতকণ্ঠে শ্রীচৈতন্যের প্রবেশ]

গীত

হতজ্ঞানে জ্ঞান দিতে আজ জ্ঞানের আগমন।
জ্ঞান চেয়ে নাও জ্ঞান চেয়ে নাও মেলিয়া নয়ন ।।
সরল হয়ে কাটিয়ে ফেল গরল ঢালা তরল নেশা,
জ্ঞান দেখে নাও জ্ঞান চিনে নাও মিটাও প্রাণের আশা,
অহিত খেলার বিহিত হবে শান্তি পাবে অনুক্ষণ ।।

মধু। কেন এই অপ্রত্যাশিত বান্ধবতা—কি স্বার্থ ঐ জ্ঞানের ?

[শ্রীচৈতন্যের পূর্ব্ব গীতাংশ]

গুরুতর জীবন ভার বহা বড় কঠিন কথা,
গুরু বিনা তাকা করে কেবা বল আছে কোথা,
জ্ঞানের আলো তাইত এলো গুরুপদে কর বরণ ।।

[প্রস্থান

মধু। গুরু ? তুমি চাহ গুরুর বরণ ?
শুভকামী কিম্বা ধ্বংসকামী মোর ?
কিম্বা আধিপত্য কাড়ি লয়ে
সাজাতে বাসনা মোরে যন্ত্র পুত্তলিকা ?
সৌম্য মূর্ত্তি—মনে হয় সত্য তুমি জ্ঞানের আকর,
অতি মনোহর—সর্ব্বতীর্থ চরণে তোমার—
আকর্ষণে যার—উচ্চ মাথা
নির্ব্বিকারে বিনয়ে আনত হয় !

[অহঙ্কারের প্রবেশ]

অহঙ্কার। মহারাজ কার পায়ে নত কর মাথা ?
ওযে শত্রু—

মধু। শত্রু—

[বিবেকের প্রবেশ]

বিবেক। না—না, হৃদয় গঠনে
পরম সম্পদ মিত্র অতুলন !

মধু। মিত্র যদি, কহ কিবা নিদর্শন তার ?

ব্রহ্মা। এই নিদর্শন মাত্র করাবো স্মরণ—
অতুলন জন্মের গৌরব তব !
ব্রহ্মক্লেদ হ'তে পরশিয়া কারণ বারিধি
সৃষ্টি তব কলেবর ! ভাগ্য দোষে ভুলি'
ব্রহ্ম উপাসনা, নিবৃত্তি সাধনা
মগ্ন তুমি প্রবৃত্তি সেবায় ! মোহের ছলনে
হয়ে ক্ষাত্রধর্ম্মী বদ্ধ হ'লে বিবাহ বন্ধনে—
আজি দুই পত্নী অঙ্কলক্ষ্মী তব !
সৌভাগ্য দুর্ভাগ্য না করি বিচার
শুধু রূপ মোহে
সৌভাগ্যের শিরে হানিয়া কুঠার
সুমতিরে দিলে নির্ব্বাসন
সহ পুত্র তার ধর্ম্মপ্রাণ বৈরাগ্য কুমার !
অন্ধ তুমি রিপুর তাড়নে—তাই

কুমতি সঙ্গিনী তব, সেনাপতি অহঙ্কার,
আশ্রয়ে তোমার আদরে পালিত তাই
সর্ব্বগ্রাসী কাম ক্রোধ লোভ !
মঙ্গল প্রার্থনা যদি—
বর গুরুত্বে আমায়—দেখাইব শুভ নিদর্শন !

অহঙ্কার। দৃঢ় হও হে রাজন্ ! মিথ্যা বাক্যের ছটায়
বঞ্চিত না হও উপস্থিত সর্ব্বভোগ হ'তে !

মধু। এই তো সুযুক্তি ! গুরু কেবা ?
গুরু বাধা মাত্র বাঞ্ছিত আচারে !
জ্ঞান দিতে গুরু যদি রহিত শিয়রে
হইত কি সুমতি বর্জ্জন পুত্র সহ তার ?
পুনঃ ছুটিত কি কৈটভ বান্ধব
অস্ত্র হাতে আদেশে আমার—
অস্ত্রাঘাতে আনিতে বৈরাগ্য শির ?

বিবেক। কি শুনি—কি শুনি—
অস্ত্রাঘাতে আনিবে বৈরাগ্য শির ?
রহ স্থির জ্ঞানবীর ! সিদ্ধ হও মন্ত্র উচ্চারণে,
আকর্ষণে অজ্ঞানে বিলাও জ্ঞান—
নাশ্‌ তার চিত্ত অন্ধকার !—
হস্তে মার কর্ম্মপথে আমারে ছুটিতে হবে !
সুমতি নন্দন বৈরাগ্যের জীবন সংশয়,
সর্ব্বভয়ে তার কশা হাতে
বুক পেতে আমারে দাঁড়াতে হবে—
শাসন করিতে হবে বৈরাগ্য অরাতি !

বিদায় সম্প্রতি জ্ঞানীবর—ফিরে এসে
এই বক্ষে পেতে দিব আসন তোমার !

[প্রস্থান

অহঙ্কার। ছায়া সম ফিরিব পশ্চাতে তব—
দেখি তব অস্ত্রবল কেমন প্রবল !

[প্রস্থান

মধু। হা হা হা, দে দোল—দে দোল—কোমলে কঠিনে দ্বন্দ্ব বেধেছে—সুমতি কুমতির বাদাবাদী—বিবেক অহঙ্কারের পরীক্ষা—রিপু বৈরাগ্যের সঙ্ঘর্ষ ! জিত্‌বে কে—মহিষী ?

কুমতি। তুমি !

মধু। আমার কিন্তু মনে হয়, এ সেই মায়া যুদ্ধের অভিযান নয়তো ?

ব্রহ্মা। হ্যাঁ—এ সেই মায়া যুদ্ধ—এ যুদ্ধে জয়লাভ করা বড় কঠিন কথা !

মধু। জান—জান তুমি সন্ধান ? বলতে পার—এ যুদ্ধে জয়লাভের উপায় কি ?

ব্রহ্মা। উপায় আছে, তবে সাধন করা চাই—

[ধীরে ধীরে প্রস্থানের পথে অগ্রসর]

মধু। উপায় আছে ? আমায় সন্ধান দিয়ে যান—

ব্রহ্মা। সঙ্গে এসো—

[আরও দূরে আসিলেন]

মধু। কোথায় যাবো ?

ব্রহ্মা। তোমার অজ্ঞাত গন্তব্য পথে—

[প্রস্থান

কুমতি। মহারাজ!

মধু। না—না, কোথা যাবো আমি? এত বড় প্রেমের ভাণ্ডার—তুমি যে এখানে আমার সকল শান্তি রচনা ক'রে রেখেছ! হাত ধর প্রিয়ে—নিয়ে চল আমার ঘুমের শয্যায়—আমি নিদ্রা যাবো তোমার কর বল্লরীর কোমল পরশটুকু অঙ্গে মেখে!

কুমতি। তোমায় এখন কাছে রেখে ঘুম পাড়াতে পারলেই বাঁচি! যে সব রাঘব বোয়াল চারিদিকে ছোঁক ছোঁক ক'রে বেড়াচ্ছে—চোখের পলক ফেল্‌লেই বিপরীত কাণ্ড—

[উভয়ের প্রস্থান

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

সপ্তম স্রোত-স্তরে

[বৈরাগ্য]

গীত

চলিয়া এসেছি আমি অসীম দূরে।
আশার তরণী ডোবে অন্ধকারে।
চঞ্চল হিয়া খানি কাঁপে তরণী খানি,
অঞ্চলে আঁখি জল মুছে দীনা জননী,
হারায়ে মাথার মণি মুখে নাহি সরে বাণী,
জননীর অভিমানে ভাসি আঁখিনীরে॥

[গীতকণ্ঠে যোগনিদ্রার প্রবেশ]

গীত

মরম ভাঙা ব্যথা সয়ে যাও মরম হইবে শান্তিময়।
অবসান হবে নয়নের জল আঁধার ঘুচিবে দুঃখময়॥
যদি এ তুফানে কূল পেতে চাও,
কূলের কাণ্ডারী তাঁর নাম গাও,
তুফান ঠেলে জলে ভেসে যাও বলে কর তব রিপুজয়॥

বৈরাগ্য। বল ওগো শুভময়ি—বল
কত দিনে হবে রিপু জয়?
কুমতি বিমাতা—পুত্র তাঁর কাম ক্রোধ লোভ,
সেনাপতি অহঙ্কার চালক তাদের;
বড়ই প্রবল—
ফিরে সদা দর্প পদ ভরে! বল—
কেমনে সক্ষম হবো এ হেন অরাতি জয়ে?

দ্বৈত—

গীত

যোগনিদ্রা— ভজ জগন্নাথ কৃপাসিন্ধু।
বৈরাগ্য— জীবন সঁপেছি করম সঁপেছি
ভজন পূজন দীনবন্ধু॥
যোগনিদ্রা— অকূল সাগরে নিস্তার কারণ
চন্দন চর্চ্চিত বিভু জনার্দ্দন,
বৈরাগ্য— শঙ্কিত চিত জন বিপদ তারণ
অন্তরে জপি গুণ সিন্ধু॥

যোগনিদ্রা— জপে তপে ভাব তাঁরে,
বৈরাগ্য— জপি আহারে বিহারে,
যোগনিদ্রা— তবে শঙ্কা এত বল কারে,
বৈরাগ্য— তবে শঙ্খ বাজাও তুমি, ডঙ্কা বাজাই আমি,
পার হবো সে মহাসিন্ধু ॥

যোগনিদ্রা। পার হবে বৈরাগ্য—পার হবে! এখন যে নিদ্রার লীলা—কর্ম্মের প্রভাতে দেখবে কর্ম্মময় প্রাণে তুমি নিরাপদ সাগর কূলে—

[প্রস্থান

বৈরাগ্য। দেখবো তোমায় অহঙ্কার—দেখবো তোমার পরিচালিত কাম ক্রোধ লোভের স্বার্থের শক্তি! আমাদের আবাস আশ্রয়ের অধিকার হতে বঞ্চিত হয়ে তোমাদের অধিকার প্রবল হ'তে দোবো না! ধর্ম্মের সূক্ষ্ম গতি—বৈরাগ্যের অস্ত্র যে কত প্রবল তাও তোমাদের একদিন ভাল ক'রে শিক্ষা দোবো!

[সুমতির প্রবেশ]

সুমতি। বৈরাগ্য, কিছু খাবে এসো বাবা, হতাশায় নিরম্বু উপবাসে শুধু চিন্তা নিয়ে আর চোখের জল ফেলে কিছু হবে না! জীবন রক্ষা কর—দৈব নির্ভরতায় আশা নিয়ে পড়ে থাক—সিদ্ধকাম হবে! কেঁদে কষ্টের লাঘব হয় বটে কিন্তু দুঃখের শান্তি হয় না!

[কৈটভের প্রবেশ]

কৈটভ। সে দুঃখ থেকে শোকের সৃষ্টি হওয়াও অসম্ভব নয়!

সুমতি। কে? দেবর? অনাহারে নির্ব্বাসিতা ব'লে কি শুধু শোকের সংবাদই পেতে হয়—শান্তির বুঝি এতটুকু তার প্রাপ্য নয়?

কৈটভ। বারিধি বক্ষে নিক্ষিপ্ত বস্তুকে সেই দিকেই ভেসে যেতে হয়—বারিধি স্রোতের গতি যে দিকে! সতিনীর বিষ নয়নে নিপতিতা তুমি—সহ্য করবে না তুমি দুঃখ কষ্ট শোকের তাড়না? নির্ব্বাসিতা জননীকে কাঁদতে হবে না পুত্রকে বক্ষে নিয়ে তার ভবিষ্যৎ লক্ষ ক'রে? এই যে আমি—নিস্বার্থ ব্রত পালনে প্রতিজ্ঞা বদ্ধ তাই আজ আপনার জালে আপনি জড়িয়ে পড়েছি! একদিন বিপুল্য আনন্দে বহু যত্নে সসম্মানে তোমায় মহারাজ মধুর হস্তে সমর্পণ করেছি, আবার একদিন অবহেলায় সপুত্র তোমায় নিঃসহায় ঘন অন্ধকারে নিক্ষেপ করে গিয়েছি! আজ আবার কেন এসেছি জান?

বৈরাগ্য। কেন এসেছ কাকা? আমাদের ফিরিয়ে নিয়ে যেতে এসেছ? বাবা কি আমাদের নিয়ে যেতে তোমায় পাঠিয়েছেন?

কৈটভ। কোথায় নিয়ে যাবো বাবা, সেখানেতো তোমাদের স্থান নেই!

সুমতি। তবে কেন এলে দেবর নির্ব্বাণ প্রায় অনলে ঘৃতাহুতি দিয়ে আবার প্রজ্বলিত করতে?

কৈটভ। তার যে প্রয়োজন হয়েছে সতী! বিষধরী সতিনীর মন্ত্র বশীভূত তোমার স্বামীর ইঙ্গিতে পরিচালিত আমি! তুমি কি বুঝতে পারনি—ভীতি পূর্ণ অন্ধকার কোণে যে তোমাকে নির্ব্বাসনে রেখে যেতে পারে—কোন্ আদিষ্ট কার্য্য সম্পাদনে আজ তার পুনরাগমন সম্ভব?

সুমতি। কেন—কেন দেবর? ওকি, তুমি কাঁপছ কেন? অমন দৃষ্টি কেন! যেন একাধারে হিংসা অহিংসার দ্বন্দ, যেন সৃষ্টি ও ধ্বংসের বিবাদ, যেন দয়া ও নিষ্ঠুরতার অবতারণা—কেন দেবর কোন্ কার্য্যে আদিষ্ট তুমি?

কৈটভ। শুনতে পারবে না সতী! যদি বলবার অধিকার দাও, তবে শ্রবণ শক্তি হারাও—যদি দেখতে না চাও তবে চক্ষু ঢাক—যদি বক্ষের স্পন্দন থাকে তবে সবল করে চেপে ধর!

সুমতি। সংশয়ে রেখোনা দেবর—বল কি করতে এসেছ তুমি? বল, নিষ্ঠুরা সতিনী আমার তোমায় কোন্ মন্ত্রে দীক্ষিত ক'রে কোন্ শাসন অস্ত্র পাঠিয়েছে? পুরুষ তুমি—বিচলিত কেন—দৃঢ় হও—যদি এনে থাক দাবানল জ্বেলে দাও উৎফুল্ল হৃদয়ে আদিষ্ট কার্য্য সম্পন্ন করতে!

কৈটভ। সত্যই সতী, আমি নিয়ে এসেছি দাবানল—নিয়ে এসেছি হিংসার অস্ত্র! কিন্তু—কিন্তু—

সুমতি। ভাবছ গলায় ফেলবে কি করে? ব্রত পরায়ণ বীর! এত দুর্ব্বল তুমি? ছত্রে ছত্রে আমার স্বামীর আজ্ঞা প্রতিপালন করছো—আজ সম্মুখে তোমার ব্রত উদ্‌যাপনের কার্য্য—তোমার প্রতিজ্ঞা পালনের চরম পন্থায় উপনীত—আজ পেছিয়ে পড়বে সামান্য মায়ার বন্ধনে অকীর্ত্তি অর্জ্জন করতে? নাও আমার নিবেদিত মস্তক তোমাদের কল্যাণে—আদিষ্ট কার্য্য সম্পন্ন কর!

কৈটভ। চমৎকার আত্মদান! কিন্তু তোমার মস্তকের তো প্রয়োজন নেই মা!

সুমতি। তবে কার?

কৈটভ। মস্তক চাই বৈরাগ্যের!

সুমতি। স্তব্ধ হও নৃশংস! ফেলে দাও তোমার আদিষ্ট কার্য্য সম্পাদনের তীক্ষ্ণ অস্ত্র! ডুবে যাও তোমার প্রতিজ্ঞা নিয়ে অনন্ত জলরাশির অতল গর্ভে! ব্রত উদ্‌যাপন কর আত্মহত্যা ক'রে! সতিনীর সন্তানের রক্তে যে বিমাতা তার হৃদয় তৃষ্ণা নিবারণ করতে চায়—বলো সেই সতিনীকে—তার গর্ভ জাত সন্তানের রক্তে সেই আস্বাদ উপভোগ করতে! সতিনীকে পুত্রশোকে জর্জ্জরিত করবার আগে তার নিজের বুকে যেন সেই জ্বালা বিস্তারের শয্যা রচিত হয়! বলো তাকে—মা চিরদিনই সন্তানের মা—পুত্রকে মরণানলে বিসর্জ্জন দেবার আগে সন্তানকে বাচাতে হত্যার অস্ত্রের তলে জননীই নিজের জীবন বিপন্ন করে! আজ মায়ের সন্তান সর্ব্বাপদ হ'তে তার জননীর বক্ষাশ্রয়ে! এসোতো অস্ত্রধারী—দেখি কেমন তুমি ব্রত পরায়ণ হত্যাকারী—দেখি কত শক্তি তোমার!

কৈটভ। কে পারে সতী, জননীর বক্ষাশ্রয় হ'তে তার সন্তানকে ছিন্ন ক'রে নিতে? হত্যার সঙ্কল্প নিয়ে এলেও আমি গ্রহণ করবো মাত্র জননীর সেচ্ছাপ্রণোদিত দান! আমার প্রার্থনা নয় মা—তোমার স্বামীর প্রার্থনা—বলি দিতে হবে তোমার সন্তানকে তোমার স্বামীর তৃপ্তি সাধনে!

সুমতি। বলো তুমি—সহধর্ম্মিণীর বিচারে স্বামীর চেয়ে সন্তান বড় নয়! স্বামীর পুণ্যানুষ্ঠান কল্পে সে পুত্র বলি দিতে পারে সাগ্রহে একটু ক্ষীণ কল্যাণ কামনায়; কিন্তু পাপানুষ্ঠানে সহধর্ম্মিণী অবিকল শত্রুর মত চিরদিন বিরুদ্ধাচারিণী! অবোধ শিশু—যার ভরসাস্থল একমাত্র পিতামাতা সে কি আশ্রয় পাবেনা তার মাতৃবক্ষে, যদি পিতৃ স্নেহে বঞ্চিত হয়ে নির্ব্বাসিতা হয় তার জননীর সঙ্গে?

কৈটভ। কিন্তু স্বামীর তৃপ্তি সাধনও সহধর্ম্মিণীর ধর্ম্ম!

সুমতি। আর স্বামীর ধর্ম্ম বুঝি দুই পত্নীর একটীকে সোহাগোপচারে পূজা করা ; আর একটীকে অবহেলায় নির্ব্বাসন দণ্ডে দণ্ডিত করা ? পুত্রের পিতার বুঝি কর্ত্তব্য একটীকে স্নেহ চুম্বনে অভিসিক্ত ক'রে প্রতিপালন করা ; আর একটীকে নিষ্ঠুরতায় ঘাতক দিয়ে হত্যা করা ? ওগো নিষ্ঠুর, আমি পারবো না আমার স্বামীর ভুলে সতিনীর পাদপদ্মে গর্ভজাত সন্তানকে বলি দিতে !

[অহঙ্কারের প্রবেশ]

অহঙ্কার। পারতেই হবে—তোমার দুরবস্থাই আমার ভগ্নীর সৌভাগ্যের কারণ ! স্বামী সোহাগে পূর্ণ অধিকার পেতে হ'লে সতিনীর নির্ব্বাসন চাই—সতীন পুত্রের ধ্বংস চাই ! ছোট রাজা, আপনি করছেন কি ? এখনো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবছেন ? এই আপনি আদিষ্ট কার্য্য সম্পন্নকারী ? বিলম্বে আমার ভগ্নী হতাশ হয়ে পড়েছে—অস্ত্র ধরুন—হত্যা করুন !

কৈটভ। কিন্তু দেখতে পাচ্ছ—স্নেহের সন্তান স্নেহময়ী জননীর বক্ষাশ্রয়ে ?

অহঙ্কার। কেড়ে নিন বক্ষাশ্রয় থেকে—বাধা দিলে পদদলিত করুন—রঞ্জিত করুন হস্তদ্বয় বৈরাগ্যের তপ্ত রক্তে !

কৈটভ। এনে দাও মায়ের সন্তানকে মাতৃবক্ষ হ'তে আমার সম্মুখে—আমি ত্রুটী করবো না আমার প্রতিজ্ঞা পালন করতে !

অহঙ্কার। এই কথা ! উত্তম, চলে আয় বৈরাগ্য, নিরাপদ মাতৃবক্ষের আজ সে শক্তি নেই যে উদ্যত হত্যার অস্ত্র থেকে তোকে

রক্ষা করে! রক্ষা ক'রতে এলেও আজ সে মায়ের মর্য্যাদা অক্ষুন্ন থাকবে না!

সুমতি। তাহ'লে তোমার পাপের মাত্রাও ষোলকলায় পূর্ণ! এই তোমার পতনের সূচনা। তোমার এই পতনে যদি একটা সাম্রাজ্য রক্ষা হয়, যদি একজনের চৈতন্যের উদয় হয়, যদি একটী জননীকে তার একটী পুত্র বলি দিলে বহু পুত্রের জীবন রক্ষা হয়—ওগো মরণোন্মুখ পতঙ্গ—সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে নাও আমার পুত্র—ধ'রে দিচ্ছি হত্যার কবলে!

বৈরাগ্য। কাকা মশাই, সত্যি তুমি আমায় হত্যা করবে? তোমার হাতের অস্ত্র খসে পড়বে না? যদি হত্যা করতে পার, তাহ'লে আমিও হাসতে হাসতে বলি দেবো আমার ক্ষুদ্র জীবন—

গীত

আমি সকল ভুলে দিব আমার জীবন বলি।
তুমি পার যদি মাখ রক্ত আমার
মাথায় ধর কৃপাণ তুলি॥
আমি পেয়েছি মায়ের অভয় বিদায়,
তুমি ঘুচাও তোমার সকল দায়।
আমি বাঁচিতে চাহিনা নিরাশায়
প্রিয়-সম্পদ সুখ ভুলি'॥

কৈটভ। ওরে শিশু—ওরে প্রাণের বৈরাগ্য! একি শক্তি তোর—একি অশ্রুর প্রাবল্য—বুঝি আমার সমস্ত সঙ্কল্প ভেসে যায়! হত্যার অস্ত্র বুঝি ফেলে দিতে হয় তোর অশ্রুপ্লাবনের করাল কবলে!

অহঙ্কার। একটা বালকের কপট নয়নাশ্রুতে ছোট রাজার সমস্ত সুসঙ্কল্প ভেসে গেল নাকি ?

কৈটভ। যদি হৃদয় থাকে সেনাপতি, তাহ'লে বোঝবার চেষ্টা কর—এই শিশুর নয়নাশ্রুর প্রত্যেক বিন্দুটী কত অমূল্য !

অহঙ্কার। কপটীর অশ্রু বিসর্জ্জন মায়ার আকর্ষণী সৃষ্টি করতে ! বৈরাগ্য, কোথায় শিখেছিস এ চাতুরী—এমনি ক'রে নয়নাশ্রু বিসর্জ্জন করতে ?

বৈরাগ্যের—

গীত

আমায় চিনিয়েছে যে নারায়ণ।
তার মনের মত সজল চোখে
মন্ত্রে দিল এই বরিষণ ॥
আমি বাঙা চরণ করেছি সার,
বিলিয়ে দিছি এই দেহ ভার,
সে যে প্রেমময়—
সে যে ভক্ত অধীন প্রেমময়,
সে যে প্রেম বিলাতে প্রেম যাচিতে
ভক্ত অধীন প্রেমময়,
প্রেম বিলাতে প্রেম যাচিতে
ভক্ত অধীন প্রেমময়,
সে যে ভঞ্জন:ভয়, রঞ্জন মন
সজ্জন প্রিয় দরশন ॥

অহঙ্কার। ব্যস্ ব্যস্ বোঝা গিয়েছে তোমার চাতুরী—বোঝা গিয়েছে তোমার বীরত্ব ! কই ছোট রাজা অস্ত্র ধরুন !

কৈটভ। এই অস্ত্র তুমি গ্রহণ কর সেনাপতি [অস্ত্র নিক্ষেপ] বৈরাগ্যের ছিন্ন মুণ্ডের পরিবর্ত্তে মধুরাজ সন্নিধানে আমি নিয়ে যাবো বৈরাগ্যের অক্ষত জীবন্ত দেহ—

[বৈরাগ্যকে ক্রোড়ে লইয়া প্রস্থানোদ্যত]

অহঙ্কার। কিন্তু স্মরণ থাকে যেন প্রয়োজন জীবন্ত দেহের ছিন্ন মুণ্ড—

কৈটভ। ঐ এক বাধা বার বার সম্মুখে পশ্চাতে! ছিন্ন মুণ্ড—ছিন্ন মুণ্ড—দাও অস্ত্র দাও—নিষ্পত্তি হয়ে যাক একটা জীবন রহস্যের—হয়ে যাক হত্যাকাণ্ড—তৃপ্ত হোন্ মধু মহারাজ—সার্থক হোক সতিনীর হিংসা সতীন পুত্রের ছিন্ন মুণ্ড বুকে আঁকড়ে ধ'রে—

সুমতি। বৈরাগ্য—বৈরাগ্য—

কৈটভ। চোখ ঢাক—চোখ ঢাক পুত্রের জননী—শিয়রে হত্যার অস্ত্র?

[বিবেকের প্রবেশ]

বিবেক। কিন্তু ঐ অস্ত্রের শিয়রে আছে বিবেকের উদ্যত কশা!

অহঙ্কার। কি চাও তুমি?

বিবেক। চাই কশাঘাতে তোমার অস্তিত্ব বিলুপ্ত ক'রতে! চাই বিবেক আশ্রিত বৈরাগ্যের হত্যায় উদ্যত বীর পুঙ্গবকে তারই হত্যার রীতিতে ধ্বংস করতে! চাই শিক্ষা দিতে বধ্য শিশুর কোমল বুকের আঘাত ঘাতকের বুকেও ঠিক তেমনি বাজে কিনা!

কৈটভ। বাজবে—বাজবে বিবেক বন্ধু—তোমার একটী মাত্র কশাঘাতে এই বক্ষস্থল বুঝি চৌচির হয়ে ফেটে যাবে! যদি

নির্দ্দয়তার শাস্তি দিতে চাও—আমি পিঠ পেতে দিচ্ছি তোমার উদ্যত চাবুকের তলায়—সাধ মেটাও আকাঙ্ক্ষিত কশাঘাতে !

অহঙ্কার। সেই আকাঙ্ক্ষা যদি আপনার—তবে সহ্য করুন পিঠ পেতে কশার আঘাত—প্রাণ ভ'রে নয়নাশ্রু বিসর্জ্জন করুন। ঐ অস্ত্রাঘাতে আমি নিয়ে যাবো বৈরাগ্যের ছিন্নমুণ্ড মহারাজ মধুরা সন্নিধানে !

সুমতি। তার পূর্ব্বে মর্ম্মমথিত সহস্র ব্যথার তাড়নায় তোমাকেই রেখে যেতে হবে তোমার ঐ গর্ব্বিত মস্তক ! ধর অস্ত্র—দাঁড়াও গর্ব্বিত পদ ভরে—আমিও সন্তান রক্ষায় দাঁড়াবো প্রকৃত মাতৃ-মুর্ত্তিতে শত্রুর সম্মুখে সংহারিণীর রক্তচক্ষু নিয়ে ! এক পদ অগ্রসর হ'লে ধ্বংসের আগুণে পুড়ে ছাই হয়ে যাবে !

অহঙ্কার। কি শক্তি তোমার—কার মন্ত্র শক্তি রক্ষক তোমার ?

[গীতকণ্ঠে অবিদ্যা মোহিনী ও শব্দরূপার প্রবেশ]

গীত

রক্ষক সেই ভগবান।
রক্ষা করিতে সত্ত্বা যাঁহার উন্নত চির গরীয়ান ॥
ইঙ্গীতে তাঁর সৃষ্ট মোরা সুমতির চির শকতি,
সুমতি হৃদয়ে আলোক মোরা সুমতি হৃদয়ে বসতি !
মোরা সিদ্ধ হস্তে নাশিতে অরাতি করিতে রুধির পান ॥

[প্রস্থান

অহঙ্কার। ষড়যন্ত্র—ঘোর ষড়যন্ত্র—সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে আপনি মহারাজের বিরুদ্ধাচরণে উদ্যত! উত্তম, আমার বিতণ্ডার প্রয়োজন নেই—আমি মধু, মহারাজকে সংবাদ দিচ্ছি—বলে আসছি স্বেচ্ছা প্রণোদিত হয়ে আপনার কশা বরণের কথা—

[গীতকণ্ঠে যোগিয়ার প্রবেশ]

গীত

অত কেন ভাবনা যাদু কেন এত অহঙ্কার।
তোমার পিঠেও পড়বে চাবুক জীবন রাখা হবে ভার ।।
যখন তখন চোখ রাঙানি,
আগুণ ভরা ফোঁস ফোঁসানি,
সইবে সে আর কতখানি যার তুলনায় তুমি ছার ।।—
দম্ভ রাখ আপনি বাঁচ,
আহার নিবাস ত্বরায় খোঁজ,
অন্তিমে সেই ব্রহ্ম ভজ আসছে তোমার বিষম হার ।।

[প্রস্থান

অহঙ্কার। উত্তম উত্তম, অহঙ্কারের পৃষ্ঠে কশাঘাতের প্রয়োজন হয় সে মীমাংসাও হয়ে যাবে মহারাজ মধুর বিচারে! অহঙ্কার এমন হীন বীরত্ব নিয়ে কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়নি যে তার কাছে শত্রুর সুতীক্ষ্ণ অস্ত্র জয়ের গর্ব্বে বুক ফুলিয়ে দাঁড়াতে পারে! কশাঘাত বরণ করবে দুর্ব্বল কাপুরুষ—কশাঘাত বীরত্বাভিমানী অহঙ্কারের জন্য নয়!

[প্রস্থান

বিবেক। একটু দাঁড়িয়ে অহঙ্কার—একটু দাঁড়িয়ে! ছলে পৃষ্ঠ প্রদর্শন না করলে এ কশাঘাত তুমিও উপভোগ করতে পারতে! শোনো কৈটভ! যে উত্তমে প্রতিশ্রুতি প্রতিপালন করতে হত্যা কার্য্যে উন্মত্ত হয়েছিলে, ঠিক সেই উত্তমে হত্যার অস্ত্র ফেলে দিয়ে ছিন্ন-মুণ্ডের পরিবর্ত্তে নিয়ে চল এই জীবন্ত দেহ তার পিতার বক্ষে তুলে দিতে!

কৈটভ। তা যদি সম্ভব হতো, তাহলে নির্ব্বাসিত পুত্রের শিয়রে উত্তত হতো না হত্যার তীক্ষ্ণ অস্ত্র! এ স্রোতের পরিবর্ত্তনে ক্ষত-বিক্ষত করতে হবে আমার সর্ব্বাঙ্গ—অঙ্কিত করতে হবে এমন পরাজয় চিহ্ন যাতে বাধ্য হবো বৈরাগ্যকে বক্ষে নিয়ে তার পিতৃ বক্ষে তুলে দিতে! পার এমন পরাজয় দিতে—এমন রেখা অঙ্কিত করতে?

বিবেক। পারি। যদি কল্পনায় কশাঘাতের পরিমাণ উপলব্ধি করতে অক্ষম হও—তবে উত্তত হও আদিষ্ট কার্য্য সম্পন্ন করতে—ক্ষত বিক্ষত হও বিবেকের কশাঘাতে!

কৈটভ। বৈরাগ্য! [নিক্ষিপ্ত অস্ত্র তুলিয়া লইয়া] আজ আমি নৃশংস ঘাতক! তোর পিতার আদিষ্ট কার্য্য সম্পন্ন করতে আজ আমি অস্ত্র হাতে এখানে উপস্থিত। হত্যা—হত্যা রঙ্গে আমি উন্মত্ত—রাজরাণি, আজ হ'তে তুমি অপুত্রক—

[বৈরাগ্যকে হত্যায় উত্তত]

বিবেক। আর এই কশা হত্যা রঙ্গের প্রতিবন্ধক [কৈটভের পৃষ্ঠে কশা প্রহার] হত্যা—হত্যা—

কৈটভ। ব্যস্ ব্যস্ নিরস্ত হও! এতেই হবে—কশাঘাতের একটা জমাট রক্তের দাগ মধু মহারাজকে দেখালেই চলবে—বোঝাতে

পারবো তাঁকে যে, আমি বিশ্বাস-ঘাতক নই! বল, এইবার কি আমার কর্ত্তব্য—কি আদেশ আমার প্রতি?

বিবেক। নিয়ে চল এই বৈরাগ্যকে বুকে নিয়ে—মধু মহারাজের সন্নিধানে, পুত্র ব'লে উপঢৌকন দিতে!

কৈটভ। আয় তবে বৈরাগ্য—আর অস্ত্রের তলায় নয়—অন্তর্দ্বন্দের মীমাংসা করতে শান্তির বক্ষাশ্রয়ে আয়! [বৈরাগ্যকে ক্রোড়ে ধারণ] কিন্তু তুমিও এসো বেত্রধারী ঐ শাসন বেত্র নিয়ে এসো আমার অভয় সম্পদ সৃষ্টি করতে!

বিবেক। অগ্রসর হও—

[কৈটভ বৈরাগ্যকে লইয়া চলিয়া গেলেন]

সুমতি। না বিবেক—শত্রু পুরীতে বৈরাগ্যকে পাঠিও না—ঘোর অমঙ্গল সৃষ্টি হবে—বুঝি আর আমার বৈরাগ্যকে ফিরে পাব না! চাইনা আমি সুখ সম্পদ—অন্ধকারের আবর্ত্তনে চোখের জল সার করেছি—আমি তাই নিয়ে প'ড়ে থাকবো।

বিবেক। কিন্তু আমি তোমায় কাঁদতে দেবনা ভগ্নি! অপুত্রক হবার আশঙ্কায় শুধু সেই মুহূর্ত্তটুকু কাঁদতে হবে যতক্ষণ না আমি ফিরে আসি! তুমি মনেও ভেবনা ভগ্নি—তোমার চোখের জল দেখে আমি সন্তুষ্ট থাকবো! আমি চলেছি তোমার দুর্ভেদ্য অন্ধকার আবাসে আলোর সৃষ্টি করতে—আর সে আলো আমিই স্বহস্তে নিয়ে আসবো তোমার সম্মুখে!

[প্রস্থান

সুমতি। আলো—আলো—কবে আসবে সেই দিন—কবে পাব তার স্নিগ্ধ পরশ?

[গীতকণ্ঠে শ্রীচৈতন্যের প্রবেশ]

গীত

ব্রহ্ম জাগে আলোক দানে।

টনক নড়িল স্রোতের টানে॥

হরষ মত্ত সৃজনে সত্য আঁখি জলে তব আকুল চিত্ত,

হয়ে প্রমত্ত হবে সে সিক্ত অশ্রু পরশে তোমার দত্ত,

মিলেছে তত্ত্ব উপাদানে॥

[সকলের প্রস্থান

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

কুমতি আবাস

[সুরাপাত্র হস্তে প্রবৃত্তি নৃত্যগীত করিতেছিল]

গীত

সুরুয়া লালি পিও পিও বঁধুয়া।
চুমে চুমে পিও মিঠি বড়িয়া ॥
পরাণে পরাণ লেও তুমারী পরাণ দেও
প্রেমসে প্রেম লেও ভরপুর দরিয়া ॥
কাহে উদাসী বঁধু বিলাসী
আওয়তো মাতাওয়তো হৃদয় দিশি
বিলাওয়তো মধু হাসি মিল আঁখিয়া ॥

[কুমতি ও মধুর প্রবেশ]

কুমতি। ঐ আমার প্রবৃত্তি সঙ্গিনী—হাতে ওর সুধার পাত্র—পান কর—হৃদয়ের সমস্ত অবসাদের অবসান হবে!

মধু। মোহিনী মোহিনী—অপূর্ব্ব তোমার প্রবৃত্তি সঙ্গিনী! অনুমান আরো চমৎকার প্রবৃত্তির পাত্রপূর্ণ মোহিনী সুধা! দাও সুন্দরী, আমি প্রাণ ভ'রে সুধা পান করি—[পাত্র গ্রহণ]

কুমতি। প্রবৃত্তি, মহারাজকে সন্তুষ্ট রাখিস—আমি আসছি—

[প্রস্থান

মধু। পারবে সুন্দরী আমার সন্তোষ বিধান করতে? আমার তৃষ্ণায় মদিরা যোগাতে পারবে? প্রাণে আমার অনন্ত তৃষ্ণা—পারবে আমার তৃষ্ণা মেটাতে?

(প্রবৃত্তির পূর্ব্ব গীতাংশ)

আঁখি ঝুরে বঁধু তুমারা লাগি'
নেহি ঝুটা বুলি হাম অনুরাগী,
রোতে রহি হাম বৈঠে জাগি একেলা ধনীয়া ॥

মধু। এত প্রেম হৃদয়ে তোমার?
অভাবে আমার এত দূর বিরহ কাতরা?
কুমতি সঙ্গিনী তুমি—
তাই বুঝি ভালবাস মোরে? তাই বুঝি—
সোহাগিনী মোহিনী কামিনী বেশে
পাত্র পূর্ণ মোহিনী মদিরা
ধরিয়াছ সম্মুখে আমার?
রে মদিরা, কত শক্তি আছে তোর—
মহিমায় যার সাধ করি তোরে
ওষ্ঠাধরে দিতে হবে স্থান?
জানি মাত্র এহেন মদিরা
উচ্চ গতি জনে টেনে আনে অতি নিম্নস্তরে—
যার বলে সর্ব্বতীর্থ করি পরিত্যাগ
সুচীহীন পাপাসক্ত পুরুষ পুঙ্গব
দাঁড়াইয়া মত্ত পদ ভরে
ব্যভিচার কুৎসিৎ আচার করে সম্পাদন!

পার—নিম্নগতি জনে তুলি উচ্চ পথে
দূরে রাখি নিন্দাবাদ হ'তে
মাতাইতে আচার পদ্ধতি ভরা সাফল্য গৌরবে ?
তবে তুমি কামনার মোহিনী মদিরা—
নহে দূরে—অতি দূরে—
কিম্বা পথিকের প্রতি বিক্ষেপের
পাদমূলে আসন তোমার !
কহ প্রবৃত্তি সুন্দরী—পাত্র পূর্ণ
মদিরা তোমার কোন্ শক্তি ধরে ?

[কুমতির পুনঃ প্রবেশ]

কুমতি ! নাহি প্রয়োজন সে বিচারে !
প্রবৃত্তি দিয়েছে হাতে
মান রাখি তার পান কর ত্বরা !

মধু। গুরু তুমি প্রতি কার্য্যে মম—
আদেশ তোমার না করি লঙ্ঘন !
বিনা প্রতিবাদে
তব অজ্ঞা করিব পালন ! [সুরাপানে উদ্যত]

[মণিহংসের প্রবেশ]

মণিহংস। মহারাজ—ধর্ম্ম—ধর্ম্ম—

মধু। সে আবার কি ?

মণিহংস। প্রবৃত্তির অন্ধকার পথে অপূর্ব্ব আলো ! সঙ্গে তার অপূর্ব্ব কামিনী—

মধু। অপূর্ব্ব কামিনী? তারও হাতে এমনি সুরার পাত্র আছে নাকি?

মণিহংস। শুধু পাত্র? একেবার একটা জ্বালা—সুরা নয় মহারাজ অমৃত! তার কাছে আপনার ঐ হাতের পাত্র বিষ—বিষ—

মধু। এঁ্যা-বিষ? তবে দূর হোক এ সুরার পাত্র [পাত্র নিক্ষেপ ও প্রবৃত্তির প্রস্থান] বলতো—বলতো বন্ধু কে সেই ধর্ম্ম—আর কে সেই অপূর্ব্ব কামিনী?

মণিহংস। ধর্ম্ম—তোমার কর্ম্ম মন্দিরের পুরোহিত—আর অপূর্ব্ব কামিনী ধর্ম্ম-পত্নী—নাম তাঁর শান্তি—

মধু। শান্তি—শান্তি? আকাঙ্ক্ষার দুয়ারে একি কঠোর করাঘাত করলে বন্ধু? উন্মুক্ত আমার হৃদয় দুয়ার—নিয়ে চল আমার কর্ম্ম মন্দিরে ধর্ম্ম আর ধর্ম্মপত্নীর আরত্রিক প্রদীপের পাদমূলে—ধর্ম্মের প্রেরণায় আমি প্রণাম ক'রে আসবো, শান্তি দেবীর শীতল চরণ কমলে!

কুমতি। নিরস্ত হও মহারাজ—কোথা যাও?

মধু। আমি যে শান্তির কাঙাল! চলেছি কুমতির তাপ জর্জ্জরিত দেহ শান্তির চরণে নিবেদন করতে!

[প্রস্থান

কুমতি। মণিহংস!

মণিহংস। আজ্ঞে—

কুমতি। এ সব কি?

মণিহংস। কিছু না, একটু মুখ বদলানো মাত্র! সুমতি দেবীর পর মহারাজ আপনাকে নিয়ে একটু মুখ বদলালেন—এখন হঠাৎ

চাকা ঘুরে যেতেই শান্তি দেবীর পালা! ভুরি ভোজনের পর একটা চাটনীর দরকার—এই আর কি—

[প্রস্থান

কুমতি। অসহ্য—অসহ্য! এরা সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে আমার এতখানি সাফল্যের মাথায় পদাঘাত করতে চায়! কি করছে অহঙ্কার—কি করছে কাম ক্রোধ লোভ—কি করেছি আমি এতদিন? উঃ স্মরণ করতেও গা শিউরে ওঠে— ধর্ম্ম—ধর্ম্ম এসেছে আলোক দেখাতে—শান্তি এসেছে নিবৃত্তির সুধা পান করাতে! না না প্রবেশ করতে দোবো না তাদের কুমতির অধিকার ভুক্ত বিলাস ক্ষেত্রে! তারা ফিরে যাক—তারা চলে যাক—তাদের ধ্বংস হোক! সত্যই কি তাই? সব আশা বিসর্জ্জন দিতে হবে? কোথায় অহঙ্কার? কই নিয়ে এলো বৈরাগ্যের ছিন্নমুণ্ড?

অহঙ্কারের প্রবেশ]

অহঙ্কার। ছিন্নমুণ্ড শুধু কল্পনায় দেখে যাও ভগ্নী—প্রত্যক্ষ দেখবার প্রত্যাশা করোনা!

কুমতি। সে কি, কৈটভ কোথায়?

অহঙ্কার। বিবেকের চাবুকের তলায় পিঠ পেতে দিয়ে তার পদ বন্দনা করছে!

কুমতি। আর তুমি তাই দেখে ফিরে এলে?

অহঙ্কার। ফিরে এসেছি তার প্রতিকার করতে! বিশ্বাসঘাতক কৈটভের দণ্ড বিধানের পরামর্শ করতে!

কুমতি। চারিদিকে বিপদ, অহঙ্কার! চারিদিকে বিপদ! বুঝি

পরিবর্ত্তনের যুগ এসেছে, তাই ধর্ম্মের সাড়া—শান্তির শঙ্খনাদ! যদি বাঁচতে চাও—যদি আমার মর্য্যাদা রক্ষা করতে চাও—তবে অস্ত্র শানাও—ধ্বংসের সুযোগ অন্বেষণ কর—

[গীতকণ্ঠে যোগিয়ার প্রবেশ]

গীত

এবার তোদের হবে ধ্বংস সব দিক তোরা সাম্‌লা।
ধর্ম্মের আলো জ্বলবে এবার হয়ে পড় যাদু পাতলা॥
অন্ধ এবার চোখ মেলেছে,
তোদের খেলা ফুরিয়ে গেছে,
শান্তি লীলার বাণ ডেকেছে তোরা ফোঁস ফোঁসিয়ে হাম্‌লা॥
তোদের পাপের হাসি সর্ব্বনাশী,
তাই এসেছে শান্তি হাসি,
(যারা) সুখ মোক্ষ অভিলাষী তারা নয়কো তোদের ক্যাওলা॥

[প্রস্থান

কুমতি। শুনতে পেলি সুরের ঝঙ্কার?

অহঙ্কার। আমিও অহঙ্কার—শত্রুর বিদ্রূপ গ্রাহ্য না ক'রে এগিয়ে চলি তাকে পদাঘাত ক'রে! তুমি নিশ্চিন্ত মনে আমার সঙ্গে এসো—দেখ শত্রুজয় করতে কি ছলে কোন্ কৌশল অবলম্বন করি—

[উভয়ের প্রস্থান

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

স্রোতের পথে

[সুখ, কাম, ক্রোধ, ও লোভ]

সুখ। না—না, আমায় ছেড়ে দাও—আমি সময় থাকতে পথ দেখি!

কাঃ ক্রোঃ লোঃ। না—না তোমাকে আমরা কিছুতেই ছাড়বো না!

সুখ—

গীত

এবার সুখের পালা সাঙ্গ।
দুঃখ আসে তুফান ঠেলে করতে নানা রঙ্গ॥
কামের কামনা ক্রোধের তাড়না,
লোভের বাসনা জয়ীতো হবে না,
তবে কেন মিছে সুখের সাধনা ছাড়না সুখের সঙ্গ॥
দুঃখের দাপটে মরমে মরিব
বুক ভেঙে যাবে তাড়না সহিব,
তোমাদের দুঃখ সহিতে নারিব তাই রণে দিই ভঙ্গ॥

কাম। সুখ, চললি ভাই?

ক্রোধ। তোর আক্কেলকে বলিহারী যাই! এলি যদি তবে যাই যাই করিস কেন? আর যাবি যদি তবে আসাই বা কেন সোনার চাঁদ?

লোভ। কেন ভাই, সে দিন তোমার খাবার গুলো সব খেয়ে ফেলেছিলুম ব'লে? কি করবো ভাই—আমি লোভ সামলাতে পারি না—

সুখ। তোমাদের কাজ নিয়ে তোমরা থাক ভাই? এবার দুঃখের পালা—তাকে বরণ ক'রে ঘরে তোলো—

[প্রস্থান

কাঃ ক্রোঃ লোঃ। ওরে আমাদের কি সর্ব্বনাশ হলোরে—

লোভ— **গীত**

দাদাগো আমাদের কি হলো গো কি হলো।
সুখের কপাল ভেঙে দিয়ে কোথা থেকে দুঃখ এলো ॥
কোথা গেল কামের হাসি
দাদা ক্রোধের তেমন ঘুসি
আমার চোখে অশ্রুরাশি ক্ষিদে তেষ্টা সকল গেল ॥
দুঃখ আসে দুঃখ দিতে
(দাদাগো) সে দুঃখ কি সইবো চিতে—
এখন চল দাদা তিন ভায়েতে মামার বাড়ীর কুঞ্জে চল ॥

কাম। ওরে নিষ্ঠুর দুঃখ, তুই কামের বুকে এলি কেন—কেন খণ্ড খণ্ড ক'রে অবসান ক'রে দিলি শত শত কামনার?

ক্রোধ। ওরে এখনো কব্জির জোর কমেনি! এখনো যদি ঘুসি ধরি—রদ্দা ছাড়ি—ওরে দুঃখ—দূর অন্তরীক্ষ হতে শুনে রাখ্—কল্পনায় চিন্তা কর্ তোর পরিণাম চিত্র! আমি যদি রক্ত চক্ষে ভ্রুকুটী দেখিয়ে হাত পা কাঁপিয়ে তাথৈ তাথৈ ক'রে নৃত্য সুরু করি—তখন কে শোনাবে তোকে মাভৈ মাভৈ বাক্য? কাম, লোভ, কি বলিস তোরা—দেখাবো না কি একবার তাণ্ডব নৃত্য?

লোভ। কি বলবো বড়দা—কি বলবো মেজদা—ইচ্ছে হচ্ছে এই লক্লকে জিবে দুঃখটুকু সব চেটে মেরে দিই—

[অধর্ম্মের প্রবেশ]

অধর্ম্ম। রক্ষা কর কুমারগণ—রক্ষা কর! আমি আর স্রোতের পথ রক্ষা করতে পারবো না!

কাম। কেন কেন কি হলো কি?

অধর্ম্ম। ধর্ম্ম আজ সস্ত্রীক উন্মত্ত হয়ে উঠেছে—তারা কারো বাধা মানছে না—ফুৎকারে পুড়িয়ে ভস্ম করতে চায়!

ক্রোধ। কিরে কাম—কিরে লোভ—সুরু করবো নাকি একবার তাণ্ডব নৃত্য? তারা চায় কি—কি উদ্দেশ্য তাদের?

অধর্ম্ম। তারা অবাধে পুরী প্রবেশ করতে চায়! পৌরহিত্যের দাবীতে অপূর্ব্ব নির্ম্মাল্য নিয়ে সখ্যভাবে মহারাজকে আশীর্ব্বাদ করতে চায়—তাদের আধিপত্য বিস্তার করতে চায়!

লোভ। কোন কথা নয়—আশীর্ব্বাদী নির্ম্মাল্য চেটে মেরে দাও—

ক্রোধ। কাম, দুর্ব্বলতা দূরে ফেলে বাগিয়ে ধর তোর ধনুর্ব্বাণ! লোভ, তোর লোভের পসরা খুলে দে—আমি একবার রৈ রৈ রৈ রৈ ক'রে ঝাঁপিয়ে পড়ি শত্রুর মাঝখানে!

[ধর্ম্ম ও শান্তির প্রবেশ]

ধর্ম্ম। আজ ধর্ম্মের শঙ্খ বেজে উঠেছে—তোমাদের শত শত শক্তির শত্রুতা সে পবিত্র শঙ্খনাদকে চাপা দিতে পারবে না। মহারাজের কর্ম্মমন্দিরের পুরোহিত আমি—তাঁর মঙ্গল সাধনে আমার সম্পূর্ণ অধিকার আছে! তোমাদের নিয়োজিত অধর্ম্মের সহস্র বাধা আজ কার্য্যকরী হবে না! পথ দাও—সূচীপূর্ণ নির্ম্মাল্য বহন করে এনেছি—আমার স্বকার্য্য উদ্ধারে অধিকার দাও—

কাম। ঐ নির্ম্মাল্য তীক্ষ্ণ শরাঘাতে খণ্ড খণ্ড ক'রে জলস্রোতে ভাসিয়ে দোবো! কামের কর্ম্ম সাধনের উপযুক্ত উপাদান আজ সম্মুখে! বক্ষ বিদ্ধ করবার এই উপযুক্ত সুযোগ!

ক্রোধ। ঐ নির্ম্মাল্য পরিয়ে দাও আমার গলায়—ভয় নেই সুন্দরী—তাতে স্বচীহীন হলেও তোমার রূপের মাধুর্য্য অক্ষুণ্ণ থাকবে!

লোভ। দাদাগো আমার জিবে জল সরছে—

শান্তি। নিরস্ত হও রিপুর দল—আমি মহাবল ধর্ম্মের সহধর্ম্মিণী—পতি-পরায়ণা কামিনী—রিপুর আজ্ঞা বাহিনী সৈরিন্ধ্রী নই! অহঙ্কারে উন্মত্ত হয়ে কার প্রতি কি কটুক্তি প্রয়োগ করছো? ধর্ম্মাশ্রয়ী সহধর্ম্মিণী শরাঘাতের ভয় করে না—ক্রোধের রক্ত আঁখির শাসন মানে না—লোভের তাড়নায় প্রলোভনে লুব্ধ হয় না! ধর্ম্মবলে সে সকল শত্রু পদদলিত ক'রে কর্ম্মমন্দিরে আপনার পরিচয় দেয় সাধ্বী সতী ব'লে! সরিয়ে নাও ধনুর্ব্বাণ—বাহুর বেষ্টনী—বাসনার পাপমূর্ত্তি!

কাম। কামের কর্ত্তব্য নয় সুন্দরী, ধনুর্ব্বাণ হাতে নিয়ে এ সুযোগ পরিত্যাগ করা!

ধর্ম্ম। এখনি আঁখির পলকে ঐ ধনুর্ব্বাণ তোমার হস্তচ্যুত হবে!

ক্রোধ। ধনুর্ব্বাণ হস্তচ্যুত করবার ক্ষমতা থাকে করতে পার! কিন্তু বাহুর বেষ্টনী—এ বড় শক্ত ঠাঁই! কাম, ছোঁড়না একটা বাণ! অধর্ম্ম, তুমি যে একেবারে অবাক হয়ে গেলে দেখছি!

অধর্ম্ম। কি করবো—শক্তিমান ধর্ম্মের চক্রান্তে আজ আমি নিষ্ক্রিয়!

ক্রোধ। নিষ্ক্রিয়? নিষ্ক্রিয়? ভেদ কর মূর্খ কঠিন দুর্ভেদ্য দুর্ব্বলতার জাল! কর্ম্মী হও সহর্ষ হুঙ্কারে শত্রুর বিপক্ষে দাঁড়িয়ে!

মুষ্টির জোরে ধর ঐ ধর্ম্মের কেশ ! ফিরিয়ে দাও তার সঙ্কল্পের গতি—নিরাপদ কর আপন আপন কর্ত্তব্যের পথ !

কাম। বুক পাত—বুক পাত—একটী একটী ক'রে পঞ্চশর ঐ বুকে বিদ্ধ করবো—

লোভ। [করতালি দিয়া নৃত্য করিতে করিতে] লেগে যাও—সব লেগে যাও—

কাম। এই প্রথম শর—

শান্তি। স্বামী—স্বামী—রক্ষা কর—রক্ষা কর—রক্ষা কর্ত্তা ভগবান তুমি আমার সম্মুখে—

ধর্ম্ম। ভয় নেই সতী ! বুক ফাটা চীৎকারে জাগিয়ে তোলো নিদ্রিত পরমেশ্বরের পূর্ণ সত্ত্বা—জয়ী হও তুমি তোমার পতির আশীর্ব্বাদে শত্রুর সকল শত্রুতা নিরাপদে পদদলিত ক'রে !

অধর্ম্ম। এই যে গলাটিপে আগে তোমায় নিপাত করি, তারপর সকল কার্য্যের নিষ্পত্তি হবে !

[ধর্ম্মকে আক্রমণ]

ধর্ম্ম। আগুনে হাত দিলে হাত পোড়ে তাও কি তোমাদের অজ্ঞাত ?

ক্রোধ। কাম যত পারিস শরাঘাত কর—ঐ শান্তির বক্ষ লক্ষ্য ক'রে !

শান্তি। ভগবান—ভগবান—রক্ষা কর—সতীর মর্য্যাদা রক্ষা ক'র !

[মধু ও মণিহংসের প্রবেশ]

মধু। সাবধান অধর্ম্ম—সাবধান পুত্রগণ—সাধ ক'রে অগ্নির কবলে ঝাঁপ দিয়েছ পুড়ে ভস্ম হ'বার জন্য ! স'রে দাঁড়াও [অধর্ম্ম ও রিপুগণ

চকিতে সরিয়া দাঁড়াইল] হে আদর্শ মহাপুরুষ! আমার কর্ম্ম-মন্দিরের পুরোহিত! আমার সকল অপরাধ মার্জ্জনা ক'রে দাও তোমার আশীর্ব্বাদী নির্ম্মাল্য আমার পবিত্র মস্তকে! ওগো ব্যথিতা তাপিতা উৎপীড়িতা—সৌভাগ্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী—অপরাধী সন্তানের মাথায় দাও তোমার শান্তি প্রস্রবিনীর শীতল সলিল সিঞ্চন—তৃপ্ত হোক আমার ব্যথা ভরা বৈষম্যের জীবন!

ধর্ম্ম। আশীর্ব্বাদ করি ধর্ম্মী হও ক্রিয়াচার সম্পন্ন ক'রে!

শান্তি। জয়ী হও ধর্ম্মাশ্রয়ী হয়ে জীবনের সকল বৈষম্য জ্ঞানাগ্নিতে পুড়িয়ে ফেলে!

মধু। এসো তবে বরণীয়—এসো তবে পূজনীয়া—আমার অন্তঃপুরে সাজানো সিংহাসনে ব'সে প্রাণের আরতি গ্রহণ করতে! ধর্ম্ম দাও—শান্তি দাও—আলো দাও আমার অন্ধকার সাম্রাজ্যে! [ধর্ম্ম ও শান্তির প্রস্থান] আর অধর্ম্ম—পুত্র কাম ক্রোধ লোভ! আমার ধর্ম্ম আর শান্তির বিনাশ বাসনার অপরাধে আমি তোমাদের নির্ব্বাসন দণ্ডে দণ্ডিত করলুম—

কাঃ ক্রোঃ লোঃ। পিতা—পিতা—আমাদের অপরাধ মার্জ্জনা করুন!

মধু। না—না, মার্জ্জনা দণ্ড ভোগের পর। কোন কৈফিয়ৎ আমি চাই না—আমার আদেশ—নির্ব্বাসন দণ্ড হ'তে অব্যাহতি লাভের কল্পনা পর্য্যন্ত কারো অন্তরে যেন স্থান না পায়! আজ ধর্ম্মের কাছে অধর্ম্ম বড় নয়—পরমারাধ্যা শান্তির কাছে অত্যাচারী পুত্রদের পিতৃ সম্বোধন সুখের নয়! সুখের ছিল বৈরাগ্য—তোমাদের কপটতায় তাকে বিসর্জ্জন দিয়েছি—তাই পুড়ে ছাই হ'য়েছে আমার পিতৃত্ব! তাকে শান্তির সলিল সিঞ্চনে জাগাতে চলেছি—তাই তোমাদের মত

কুলাঙ্গারদের আগে নিরঞ্জনের প্রয়োজন! নির্ব্বাসন—চির নির্ব্বাসন তোমাদের উপযুক্ত দণ্ড—

[প্রস্থান

মণিহংস। জিনিসটা মন্দ হলো না—কুমারদের এক ঘেয়ে সুখের জীবন বয়ে যাচ্ছিল—মুখ বদলাবার জন্যে দুঃখের চাট্‌নীটা মন্দ লাগবে না—

কাম। যাও—যাও, দুঃখের উপর তোমার পরিহাস ভাল লাগেনা—

ক্রোধ। হংস মশাই, একে নির্ব্বাসন দণ্ড পেয়ে মাথা খারাপ—এখন যদি চাট্‌নী-মাট্‌নী ছাড়েন—আমার ঘুসি আর রদ্দা কিন্তু যাচ্ছে-তাই কেলেঙ্কারী করবে।

লোভ। হংস তো হংস—খালি প্যাঁক প্যাঁক ক'রে ডেকেই যাচ্ছে—বক্ দেখেছ—বক্?

মনিহংস। তোমরাই দেখ বাবা—আমি তো প্যাঁক প্যাঁক ক'রে ডাকছিই—তোমরা এখন বক্ বকম, বক্ বকম করতে করতে তল্পী গুটিয়ে স্রোতের জলে গা ভাসান দাও! আহা বড় আরাম—ভেসে ভেসে নিরেট নিরাকার উপবাস সহ্য করা আর পেট ভ'রে খাবি খাওয়া! তবে আসি বাপুগণ—তোমাদের দুঃখে আমার চক্ষের জলে বক্ষ ভেসে যাচ্ছে—হায়—হায়—হায়—

[প্রস্থান

ক্রোধ। দাদা, মরেছি না মরতে আছি—বাবাই হোক আর বাবার বাবাই হোক, নির্ব্বাসন যদি যেতেই হয়, তবে যাবার আগে কব্‌জির জোরটা একবার দেখিয়ে যাব না?

কাম। এ অপমানের যদি প্রতিশোধ নিতে হয়, যদি মর্ম্ম বেদনার এই আগুন নেভাতে হয় তাহলে একহাত যুদ্ধ ভিন্ন আমি আর কোন উপায় দেখিনা!

লোভ। যা হয় একটা শীগ্‌গির ক'রে ফেল দাদা—আমি ভাল বুঝ্‌ছি না! হয় জয়লাভ ক'রে ডিগ্‌বাজী খাও—নয় হেরে গিয়ে পায়ে ধর!

কাম। যুদ্ধ যুদ্ধ—জীবন-প্রদীপ নির্ব্বাণের পূর্ব্বে জ্বলে উঠে তার শক্তির পরিচয় দিয়ে যাক্!

ক্রোধ। এই তো বাপের বেটার কথা! আমাদের ভবিষ্যৎ রক্ষা করতে আজ যদি একটা ভীষণ যুদ্ধের অবতারণা করতে হয়—তাহলে কাম ক্রোধ লোভের তাতে অগৌরব নয়! হোক পিতা পুত্র সম্বন্ধ—স্বার্থের কাছে সে অতি তুচ্ছ সামগ্রী—কি বল অধর্ম্ম?

অধর্ম্ম। আজ সন্তান যদি নিজের পায়ের উপর ভর দিয়ে দাঁড়াতে পারে, তবে প্রয়োজন হ'লে সে কি পিতৃদ্রোহী হ'তে পারে না?

কাঃ ক্রোঃ লোঃ। অতএব যুদ্ধং দেহি—যুদ্ধং দেহি—যুদ্ধং দেহি—

[সকলের প্রস্থান

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

মধুর বিলাস ক্ষেত্র

[কুমতি]

কুমতি। অহঙ্কার—অহঙ্কার! ছুরি—একখানা ছুরি—

[অহঙ্কারের প্রবেশ]

অহঙ্কার। এই যে ভগ্নি! দৃঢ় মুষ্টিতে ছুরি ধর—ঘরে শত্রু, বাইরে শত্রু—একে একে শত্রু নিপাত কর!

কুমতি। আগে ঐ শান্তির বুকে—তার রক্তাক্ত মুর্ত্তি দেখে ধর্ম্মের উৎফুল্ল মুখখানি ম্লান হ'য়ে আসবে তবে আমার তৃপ্তি! দুঃখের বেদনায় পালাতে পথ পাবে না তবে আমার শান্তি! আমি অধিকার চাই অহঙ্কার—আমি অধিকার চাই—

অহঙ্কার। চতুরা বুদ্ধিমতী তুমি—পূর্ব্ব হ'তে সাবধান হ'তে পারলে না? ধর্ম্ম এলো শান্তির হাত ধ'রে প্রবল প্রতিষ্ঠানের কল্পনায়—বশীভূত করলে মধু মহারাজকে—তুমি তার এতটুকু প্রতিবন্ধক হতে পারলে না?

কুমতি। তারা এই সুযোগ খুঁজ্ছিল অহঙ্কার! সুযোগ পেয়ে ধর্ম্মের প্রবাহ প্রবল হয়ে উঠেছে—শান্তি সেই প্রবাহের অধিষ্ঠাত্রী দেবী—মহারাজ মধু নিমীলিত নেত্রে তার উপাসক! আমি দেখে এসেছি সেই উপাসনা—শুনে এসেছি ধর্ম্মের পৌরহিত্যের মন্ত্র উচ্চারণ—

[অধর্ম্মের প্রবেশ]

অধর্ম্ম। রাণী মা, সর্ব্বনাশ উপস্থিত! ধর্ম্ম আর শান্তির প্রবেশ অধিকারে বাধা দিয়েছেন ব'লে মহারাজ কুমারদের নির্ব্বাসন দণ্ড দিয়েছেন!

কুমতি। তারপর—তারপর?

অধর্ম্ম। কুমারগণও প্রতিজ্ঞা করেছে তারা নির্ব্বাসন দণ্ড গ্রহণ না ক'রে দণ্ডদাতা পিতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করবে!

কুমতি। চমৎকার—তারা যে কুমতির গর্ভজাত সন্তান! তা যদি না করে তাহলে অমন অকর্ম্মণ্য পুত্রদের নির্ব্বাসন দণ্ডে আমি এতটুকু দুঃখিত নই!

অহঙ্কার। কোথায় কুমারগণ?

অধর্ম্ম। পূর্ণ উদ্যমে তারা অস্ত্র শানাচ্ছে!

অহঙ্কার। ভগ্নি, কি বুঝছো—ভবিষ্যতে কি আশা কর?

কুমতি। আশা করি কুমতির জয়! অহঙ্কার, সশস্ত্র সৈন্যশ্রেণী সঙ্গে নাও—কুমারদের উৎসাহিত কর—স্রোতের জল শত্রু রক্তে রাঙিয়ে তোল—আমার মর্য্যাদার প্রতিষ্ঠান অক্ষুণ্ণ রাখ!

অহঙ্কার। নিশ্চিন্ত হও ভগ্নি—অহঙ্কারের রণ কৌশলে তোমার মর্য্যাদা চির অক্ষুণ্ণ থাকবে!

[অহঙ্কার ও অধর্ম্মের প্রস্থান

কুমতি। থাকবে—থাকবে? কে রাখবে আমার মর্য্যাদা? কে ও? কে আসে—কৈটভ? নিয়ে আসছে কি বৈরাগ্যের ছিন্ন মুণ্ড—তাহলেও যে অনেকটা আশা হয়! না—না, ও তো কৈটভ

নয়—বীর পাদবিক্ষেপে ঘূর্ণিত শাসন নেত্রে ও যে মহারাজ! না, এখন সামনে দাঁড়াবো না—কি জানি হয় তো হিতে বিপরীত হবে—

[প্রস্থান

[মধুর প্রবেশ]

মধু। মায়াবিনী—মায়াবিনী—আমায় যাদুমন্ত্রে বশীভূত ক'রে রেখেছে! কই কোথা সে সর্ব্বনাশী? কই সেই ছলনাপূর্ণ সোহাগের বাহুর বেষ্টনী? উন্মাদনা ভরা আঁখির তাড়না? এস তো প্রেমময়ি, আজ নব অনুষ্ঠানে সোহাগোপচারে তোমার পূজা করি—

[কৈটভের প্রবেশ]

কৈটভ। কার পূজা করবে মহারাজ?

মধু। কে—কৈটভ? দূরে—দূরে যাও—দৃষ্টির সীমার পারে—

কৈটভ। অন্ধ, দৃষ্টিহীন, যে তার আবার দৃষ্টি সীমা কোথা মহারাজ?

মধু। তুমি আদিষ্ট কার্য্য সম্পন্ন করেছ—বল তুমি বৈরাগ্যের ছিন্নমুণ্ড নিয়ে এসেছে?

কৈটভ। যদি এনে থাকি?

মধু। তাহলে আমি তোমায় হত্যা করবো!

কৈটভ। আর যদি রিক্ত হস্তে অপরাধীর মত এসে দাঁড়াই?

মধু। তাহলে? তাহলে যথার্থ ভ্রাতৃ স্থানে দাঁড়িয়ে পরম বন্ধুত্বের প্রতিদানে পাবে চরম পুরস্কার—সখ্যতার আলিঙ্গন! একি, তুমি রিক্ত হস্তে—ছিন্ন মুণ্ড কই? বল, তুমি বৈরাগ্যকে হত্যা করনি?

কৈটভ। কে পারে বন্ধু, মাতৃবক্ষ হ'তে তার সন্তান ছিনিয়ে নিয়ে তারই সন্মুখে হত্যা করতে? আমি হত্যা করতে পারিনি—খ'সে গেছে হত্যার অস্ত্র—নয়নাশ্রুর আকর্ষণ তাকে হত্যার পরিবর্ত্তে বক্ষে তুলে নিয়ে ব্যথা উপশমে অঙ্কিত করেছি গণ্ডে তার প্রীতি চুম্বনের রেখা! বল—একি আমার অপরাধ? একি আমার ধৃষ্টতা?

মধু। চমৎকার প্রশ্ন! তুমিই বলতো কৈটভ—একি তোমার ধৃষ্টতা?

কৈটভ। সে বিচারও হয়ে গেছে মহারাজ! আপনা আপনি ধৃষ্টতার বিচার ক'রে, তোমার কঠোর আদেশ স্মরণ ক'রে নিক্ষেপিত অস্ত্র আবার সবলে তুলে ধ'রেছি—সেই মুহূর্ত্তে বিবেকের কষাঘাত—এই পৃষ্ঠে—আমি সেই রক্তাভ চিহ্ন সযত্নে বহন ক'রে এনেছি—পরাজিত আমি কশাঘাতে—সত্য মিথ্যা বিচার কর এই চিহ্ন দর্শনে! তথাপি বল—এ আমার ধৃষ্টতা? যদি ধৃষ্টতা হয়, তবে বৈরাগ্যের ছিন্ন মুণ্ডের পরিবর্ত্তে আমার মুণ্ড গ্রহণ কর—আদেশ অমান্যের দণ্ড হোক!

মধু। ওরে সাধু, ওরে জীবনের পরম বান্ধব—অপরাধী আমিই তোমার কাছে—আমাকে রক্ষা করেছ পুত্র হত্যার পাপ থেকে! যার পরিণামে শান্তির নিশ্বাস ফেলে উপহার দিচ্ছি তোমার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অবদান এই আলিঙ্গন!

[কৈটভকে আলিঙ্গন করিলেন]

[বৈরাগ্যকে ক্রোড়ে লইয়া বিবেকের প্রবেশ]

বিবেক। আর এই মিলন মাধুর্য্যের সৌন্দর্য্য* বৃদ্ধি করতে যৌতুক বহন ক'রে এনেছি তোমার নির্ব্বাসিত পুত্র বৈরাগ্যকে!

মধু। বৈরাগ্য—বৈরাগ্য! পুত্র আমার—ওরে স্থান তোর এই দাবীর পিতৃবক্ষে—

[বক্ষে ধরিলেন]

[কুমতির প্রবেশ]

কুমতি। বাঃ, চমৎকার! ছিন্নমুণ্ডের পরিবর্ত্তে বৈরাগ্যের জীবন্ত দেহ মহারাজের কোলে শোভা পাচ্ছে! এই যদি উদ্দেশ্য ছিল—কেন তবে স্তোক বাক্যে ভুলিয়ে রেখে কৈটভকে পাঠালে অস্ত্র হাতে বৈরাগ্যের ছিন্নমুণ্ড আনতে? কি প্রয়োজন ছিল এই বৃথা হত্যার অবতারণায়? এইবার সুমতিকে বরণ করে ঘরে আনো—একেবারে চার পো হোক—

মধু। তারও আয়োজন হচ্ছে! তাই পূর্ব্ব হতেই অত্যাচারী পুত্রদের নির্ব্বাসন দণ্ড দিয়েছি! সর্ব্বনাশী বিষধরী! সুধা ভ্রমে তোর সযত্ন প্রদত্ত হলাহল আমি প্রাণ ভরে পান করেছি—বিষের জ্বালায় জ্বলতে জ্বলতে আজ আমি সেই ভুলের প্রতিকার করবো! বিবেক বন্ধু, হিতকারী কৈটভ, তোমরা এই মুহূর্ত্তে যাও—দেবী সুমতিকে আমার মনোবেদনা জ্ঞাপন কর—বরণ ক'রে নিয়ে এসো তাকে আমার অপরাধের মার্জ্জনা নিবেদন ক'রে!

[বিবেক ও কৈটভের প্রস্থান

কুমতি। কিন্তু এ অপমান আমি সহ্য করবো না—

মধু। এ অপমান তো তোমায় সহ্য করতে হতো না সুন্দরী—যদি আমায় কুপথে চালিত না করতে—যদি সতিনী বিসর্জ্জনের

পরামর্শ না দিতে—যদি সুকুমার শিশুর ছিন্ন মুণ্ড কামনা না করতে! এখন মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি কর প্রাণের ব্যথা—যে ব্যথা সতিনীর বুকে অঙ্কিত করতে একটুকু কাতর হওনি!

কুমতি। এখনো বলছি সাবধান হও—সর্ব্বনাশকে বরণ ক'রে ঘরে তুলো না—

মধু। হোক সর্ব্বনাশ! তোমার উপদেশের আজ কেমন মূল্য নেই—আজ ধর্ম্মের প্রবাহে শান্তির তরঙ্গলীলা প্রকটিত; শান্তির শীতলতায় ডুব দিতে চলেছি—তার পরিণামে যদি ধ্বংস হয়—সে ধ্বংস কামনার!

কুমতি। তাহলে কুমতিকে রণরঙ্গিনী মূর্ত্তিতে দেখতে চাও?

মধু। প্রয়োজন হয় তাও দেখতে হবে—রণরঙ্গিনী মূর্ত্তিকে শৃঙ্খলাবদ্ধ ক'রে আগুনে পুড়িয়ে মারবার প্রয়োজন হয় তাও করতে হবে!

কুমপি। সাবধান, স্পর্দ্ধার জিহ্বা ছুরিকাঘাতে ছিন্ন ক'রে দেব! ওরে নির্ম্মম—ওরে দুর্ব্বল চিত্ত! পত্নীর নির্ব্বাসনদণ্ডে কে অপরাধী—আমি না তুমি? পুত্র হত্যাব আদেশ দিয়েছিল কে—তুমি না আমি? যে প্রেরণায় আজ আমার পুত্রদের দণ্ড দিয়েছ, আমাকে পুড়িয়ে মারবার সঙ্কল্প করেছ—সে প্রেরণা তখন কোথা ছিল—যখন কুমতির আঁখির তাড়নায় বিচার শক্তি হারিয়ে উন্মাদ হয়েছিলে? আজ কেন শুনবো তোমার তিরস্কার? অধিকার দিয়েছ—অধিকারে বঞ্চিত করলে হত্যা—হত্যা করবো এই ছুরিকায়—সপত্নীকেও ভোগ করতে দেবোনা এই সোহাগ সাম্রাজ্য—

[সুমতির প্রবেশ]

সুমতি। সপত্নীর অস্ত্রের বিরুদ্ধে সপত্নীরও একখানা অস্ত্র উদ্যত হয় সে কথাও যেন সপত্নীর স্মরণ থাকে! তোমার জন্য অনেক সহ্

করেছি কুমতি—অনেক চোখের জল ফেলেছি! স্বামী সোহাগে অধিকারিণী হয়ে আমার বুকে বসিয়েছিলে সদর্প পদাঘাত—তর্জ্জনী দেখিয়ে বিদ্রূপের হাসি হেসেছিলে তাতেও সন্তুষ্ট হওনি—উৎসাহিত করেছিলে স্বামীকে সতীন-পুত্রের ছিন্নমুণ্ড নিয়ে আসতে! আজ চাকা ঘুরে গেছে ভগ্নী—আজ সিংহাসনে ব'সে তর্জ্জনী হেলনে আমি আদেশ করবো তোমায় আমার সম্মুখে মাথা নত করতে! আজ নির্ব্বাসন দণ্ড ভোগ করবে তুমি—সতীন পুত্রের ছিন্নমুণ্ড প্রার্থনা করবো আমি! কি মহারাজ মোহ কাটলো? মহারাজের সাম্রাজ্যে একটু স্থান হবে কি এই সুমতির?

মধু। আমায় ক্ষমা কর রাজরাণী—আমার সকল অধিকার গ্রহণ ক'রে তোমার মনোবেদনা অবসান করতে তুমিই আজ রাজদণ্ড ধারণ কর! যার যা প্রাপ্য তাকে সেই দণ্ডে দণ্ডিত কর! তোমার আগমনীর সূচনায় পূর্ব্বেই বলি দিয়েছি কাম ক্রোধ লোভকে—এইবার তোমার আধিপত্যের আসনে ব'সে বিচার করে তুমিই দণ্ড দাও—

সুমতি। কেমন—উপভোগ করবে ভগ্নী নির্ব্বাসন দণ্ড কত মধুময়? না—না, এখন নয়—তার পূর্ব্বে উপভোগ করবার অনেক কিছু পাবে! মহারাজ, এ ক্ষেত্রে নীরব থাকলে চলবে না! দণ্ড দেবার আমি কে? অনিয়মকে দণ্ড দেবে তুমি, তবে শাস্তির গৃহে সুমতি তার নিপুণ হস্তের পরিচয় দেবে! আমার সতর্ক ইঙ্গিত-বাণীতে কার্য্য সম্পন্ন কর—নতুবা আমি এখনি এস্থান পরিত্যাগ করবো!

মধু। না—না, নিরস্ত হও! বুঝতে পেরেছি মহিষী তোমার মহিমাময় জয়ের ইঙ্গিত! অহঙ্কার কোথা? এই, কে আছ—অহঙ্কারের ছিন্নমুণ্ড—

কুমতি। অহঙ্কারের ছিন্নমুণ্ড! এতদূর? এতখানি শত্রুতা? ওঃ কে আছ কুমতির সহায়—সাজ—অস্ত্র নাও—সুমতির আধিপত্য অস্ত্রাঘাতে পদাঘাতে ধ্বংস করে দাও— [প্রস্থানোদ্যত]

মধু। দাঁড়াও পাপিনী—ধ্বংসের পাদক্ষেপ ফেলতে অস্ত্রধারণ করবার পূর্ব্বে শৃঙ্খলিত হও কঠিন শৃঙ্খলে—কে আছ—বন্দী কর—

[শৃঙ্খল হস্তে গীতকণ্ঠে যোগিয়ার প্রবেশ]

গীত

আমি আছি বাঁধন হাতে সাধন করতে কাজ। (বাঁধিল)
আজ সুরের হাওয়া বদলে গেছে ঘুচিয়ে দিতে কঠিন ঝাঁজ।
ফিরতি জলে ফিরলো মতি,
তার পাশে কে চায় কুমতি,
এখন সইতে হবে এ দুর্গতি নোয়াও মাথা পেয়ে লাজ।
এখন অস্ত্র ফেলে শেকল পর,
যুক্ত করে পায়ে ধর,
কপাল ফেরে কেঁদে মর মাথায় তোমার শক্ত বাজ।

কুমতি। মুক্তি দাও—মুক্তি দাও রাজা—নইলে আগুন জ্বলবে!

মধু। জ্বাল তোমার ধ্বংসের আগুন! সেই আগুনে জ্বালিয়ে দোবো তোমার ঐ সর্ব্বনাশী মোহিনী রূপের সৌন্দর্য্যের ডালি! বিবেকের ইঙ্গীতে আমি ফিরে পেয়েছি আমার চৈতন্য—আমার অন্ধকার

পথে জ্ঞানের গরিমাময় পবিত্র আলোক! জ্ঞানাগ্নিতে আমি ধ্বংস করবো কুমতির মায়া! কে আছ?

[অগ্নিদণ্ড হস্তে জ্ঞানরূপী ব্রহ্মার প্রবেশ]

ব্রহ্মা। আমি আছি—আগুন জ্বেলেছি মন্ত্রঃপূত ক'রে কুমতি ধ্বংসের!

মধু। পুড়িয়ে মার—ছাই করে দাও—জ্বালিয়ে দাও ছল প্রকৃতি ঐ কুমতিকে—

ব্রহ্মা। তবে পুড়ে মর—পুড়ে মর সর্ব্বনাশী—

কুমতি। না না, আমায় বাঁচাও—আমায় রক্ষা কর—আমার জীবন ভিক্ষা দাও—

[কুমতি ও ব্রহ্মার প্রস্থান

মধু। হা হা হা হা সকল সন্তাপের অবসান—আশাতীত শান্তি—অফুরন্ত তৃপ্তি! সুমতি, বল তৃপ্ত তুমি—বল সকল আধিপত্য তোমার করায়ত্ত?

[কৈটভের প্রবেশ]

কৈটভ। অস্ত্র হাতে নাও বন্ধু—অস্ত্র হাতে নাও—তোমার নির্ব্বাসিত পুত্রগণ যুদ্ধ ঘোষণা করেছে—আজ তারা পিতৃদ্রোহী—অধর্ম্ম তাদের সহায়—অহঙ্কার তাদের পরিচালক!

মধু। অহঙ্কার—অহঙ্কার—অহঙ্কারে পুত্র আজ পিতৃদ্রোহী? হত্যা—

হত্যা চাই! অস্ত্র আন কৈটভ—আমার হাতে দাও—বৈরাগ্যকে যুদ্ধ সজ্জায় সজ্জিত কর! [কৈটভ ও বৈরাগ্যের প্রস্থান] আর কল্যাণ-রূপিণী সুমতি, তোমার আধিপত্য বিস্তারে শঙ্খধ্বনিতে সাফল্যমণ্ডিত কর আমার গৌরবের সমরাভিযান—

[সকলের প্রস্থান

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

স্রোতের পথে

[যোগনিদ্রা]

গীত

জাগৃহি-জাগৃহি-জাগৃহি।
সঙ্ঘাতে শুধু ওই ধ্বনি জাগৃহি।
কৃপয়া কথা অভয়া পদে
দেহি দেহি কহে পরমাদে,
সিদ্ধ হইতে পরম সিদ্ধি দে,
সর্ব্বসাধনে নারায়ণে জাগৃহি।

যোগনিদ্রা। ঘুম ভেঙে আজ যুদ্ধে মেতেছে—জাগার যুগে আজ নূতন সুরে শঙ্খ বাজাতে হবে—নূতন শব্দে যদি নূতন কিছু সৃষ্টি হয় তাতে মায়ার বীজ ছড়িয়ে দোবো মায়াময়ী করতে এই যোগনিদ্রা মূর্ত্তিতে! এখন যুদ্ধ বাধুক—পদমথিত সমুদ্র আলোড়িত হয়ে গর্জ্জে উঠুক—গর্জ্জনে সৃষ্টি হোক মায়ার পিণ্ড—

[গীতের প্রথম চরণ গাহিতে গাহিতে প্রস্থান

[ভীতত্রস্তা কুমতিকে লইয়া অগ্নিদণ্ড হস্তে জ্ঞানরূপী ব্রহ্মার প্রবেশ]

কুমতি। না—না, দণ্ড দেবে যদি বিচার ক'রে দণ্ড দাও—আমি রাজার অঙ্কলক্ষী—এখনো আমার ভোগ বিলাসের আশা চরিতার্থ হয়নি—আমার গৌবর রক্ষা কর—আমায় বাঁচাও!

ব্রহ্মা। হা হা হা হা জ্ঞানাগ্নিতে তোমার ধ্বংস সাধনে মহারাজেরই গৌরব বৃদ্ধি! পুড়ে মর—পুড়ে মর—কুৎসিৎ প্রকৃতি সর্ব্বনাশী কুমতি—

[সহসা অহঙ্কারের প্রবেশ]

অহঙ্কার। সরিয়ে নাও হত্যার অগ্নিদণ্ড—নতুবা অহঙ্কারের হস্তে তোমার নিস্তার নেই—

[সহসা বিবেকের প্রবেশ]

বিবেক। আগে নিজের মাথা বাঁচাও অহঙ্কার—পরের জীবন ভিক্ষা এখন অনেক দূরের কথা! নিয়ে যাও—সহস্র অনুরোধ উপেক্ষা ক'রে সর্ব্বনাশীকে পুড়িয়ে মার—

কুমতি। না—না, আমায় বাঁচাও—

[কুমতি ও জ্ঞানরূপী ব্রহ্মার প্রস্থান

অহঙ্কার। তবে সঙ্গে সঙ্গে তোমারও ধ্বংস হোক!

[উভয়ের যুদ্ধ ও প্রস্থান

[খাবার খাইতে খাইতে মনিহংসের প্রবেশ]

মণিহংস। ওরে বাপরে বাপরে—কি দলাদলি—কি যুদ্ধ! ভয়ে প্রাণ ওষ্ঠাগত—যেখানে যাই সেইখানেই যুদ্ধ! একবার ক'রে দরজার খিল খুলি, আর একবার ক'রে বেতাগ বুঝে ধড়াস করে খিল দিই!

আহার নেই—নিদ্রা নেই—একটা যেন কিম্ভূত কিমাকার হয়ে আছি! খেতে ব'সেও নিস্তার নেই! এখানটা একটু নির্জ্জন আছে—এইখানে দাঁড়িয়ে টপাটপ সেরে নিই—[খাইতে লাগিল]

[সহসা কাম ক্রোধ ও লোভের প্রবেশ]

কাম। কে তুই? ও হংস মশাই?

ক্রোধ। তুমি সব জান—বল কে আমার মাকে পুড়িয়ে মারবার আদেশ দিয়েছে?

লোভ। আমাদের মামা কই? কে তার ছিন্নমুণ্ড আনতে অদেশ দিয়েছে?

কাম। বল, কার এতদূর সাহস? জান, আজ আমরা পিতৃদ্রোহী সন্তান! বাপকেই ভয় করি না তা আবার অন্য কেউ!

ক্রো"। আজ আমরা মরিয়া! আমাদের মামার মত মামা গেলে কিন্তু মামা এনে দিতে হবে!

মণিহংস। সব বলছি বাবা, আগে খেয়ে নিই দাঁড়াও! কে এই সব গোলমাল বাধিয়েছে জান? ঐ যে ওপরে ঐ একখানা আসন পাতা রয়েছে—ঐ যে একজন ঘুমুচ্ছে—ঐ যে একটু চিক্ চিক্ করছে—ঐ যে দেখ না—[মণিহংসের নির্দ্দেশ মত কাম ক্রোধ ও লোভ সেই দিকে লক্ষ্য করিয়া প্রাণের সহিত দেখিতে লাগিল] হ্যাঁ—ঐ যে ঐখানে—এই তালে মণিহংস চম্পট দিয়ে সঙ্কট থেকে বেঁচে যাক্‌তো—

[প্রস্থান

কাম। ক্রোধ, দেখতে পাচ্ছিস?

ক্রোধ। দেখা যাচ্ছে বটে—কিন্তু ও ঘুমুচ্ছে না জেগে আছে?

লোভ। চল না দাদা, ঐদিকে একটু একটু এগিয়ে যাই—

কাম। তাহলে হংসমশাই! [মণিহংস নাই দেখিয়া] কি রকম! ওরে পালিয়েছে—হংস পালিয়েছে—

ক্রোধ। যাবে কোথায়? ঐটেই হচ্ছে গৃহ শত্রু—আগে ওকেই নিপাত করবো! তারপর পুত্রত্যাগী পিতার ধ্বংস!

[মধুর প্রবেশ]

মধু। যে পুত্র পিতার শাসন মানে না, সেই পিতার বক্ষের সন্তাপ-অনলে অবাধ্য সন্তান কি ক'রে পুড়ে ছাই হয়ে যায়, তারও জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত রেখে যাবো—

কাঃ ক্রোঃ লোঃ। হত্যা—হত্যা—

মধু। কর হত্যা—পার নৃশংসতায় পিতৃহত্যা কর! [যুদ্ধ ও অবসন্ন ভাবে পতিত হইয়া] দাও তবে শেষ ক'রে দাও আমার অস্তিত্ব—

কাম। আমি কাম—পরিণত বয়স্ক—আমায় তুমি হত্যা করবে?

ক্রোধ। এখনি এই মুহূর্ত্তে প্রত্যাহার কর পুত্রদের নির্ব্বাসন দণ্ড—

লোভ। আমায় কোলে ক'রে আদর কর—নইলে কিছুতেই তোমার নিস্তার নেই!

মধু। না—না, ধ্বংসের কোলে ঢলে পড়লেও তোমাদের জন্য এ বুকে দয়াবৃত্তির সৃষ্টি হবে না—

কাঃ ক্রোঃ লোঃ। তবে হত্যা—হত্যা—

[কৈটভের প্রবেশ]

কৈটভ। সাবধান—শক্র সেজে পিতৃবক্ষে হত্যার অস্ত্র বসাবার পূর্ব্বে নিজেদের পরিণাম স্মরণ কর! স্মরণ থাকে যেন—অস্ত্র প্রতিরোধ করবার অস্ত্র এখনো বিদ্যমান! রাজা, রাজা, কিসে তুমি অবসন্ন? আমি তোমার সহায়—ধর্ম্ম তোমার মঙ্গল সাধনে হোম ক্রিয়ায় রত! শান্তি দেবীর লীলা মাধুর্য্য তোমার সংসারে—তুমি আজ দুশ্চিন্তার দুর্ব্বলতায় অবসন্ন? পরাজয়ের ক্ষণিক ব্যথায় বিচলিত? ওঠো—দাঁড়াও—অস্ত্র হাতে নাও—

মধু। দাও তো কৈটভ আমার ধনুর্ব্বাণ! কিসের পরাভব—কিসের দুর্ব্বলতা—শান্তির সান্ত্বনায় ধর্ম্মের পৌরহিত্যে সংসার যার সাফল্য মণ্ডিত? হত্যা কর কৈটভ—হত্যা কর—

[বৈরাগ্যের প্রবেশ]

বৈরাগ্য। হত্যা আমি করবো পিতা! কাম ক্রোধ লোভের ধ্বংস সাধন ক'রে তোমার বুকের আগুন আমি নিভিয়ে দোবো! এসো পিতৃদ্রোহী সন্তানগণ! বিমাতা পুত্রের কাছে আজ পিতৃভক্তি শিক্ষা ক'রে যাও—আমি একা তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ চাই—

কাঃ ক্রোঃ লোঃ। যুদ্ধ—যুদ্ধ—[যুদ্ধ করিতে করিতে কাম ক্রোধ ও লোভের পলায়ন]

বৈরাগ্য। পলায়নে মুক্তিলাভ নেই রিপুগণ—এই মন্ত্রঃপুত বাণ তোমাদের একটী একটী ক'রে পুড়িয়ে ছাই ক'রে দেবে! যাও মন্ত্রঃপুত বাণ ধ্বংস কর কাম মূর্ত্তি—[শরত্যাগ ও নেপথ্যে বারুদ বিস্ফোরণের শব্দ] এইবার এই অস্ত্রে ধ্বংস হোক দর্পিত দাম্ভিক

ক্রোধের মুর্ত্তি—[শরত্যাগ ও নেপথ্যে বারুদ বিস্ফোরণের শব্দ] লালসা সৃষ্টি করতে তৎপর ধ্বংস হোক লোভের লোভনীয় কীর্ত্তি [শরত্যাগ ও নেপথ্যে বারুদ বিস্ফোরণের শব্দ] ওগো আশ্রয়দাতা প্রতিপালক পিতা, আজ হতে নিরাপদ তুমি—আজ জয়ী তুমি—

[অহঙ্কারের ছিন্নমুণ্ড হস্তে বিবেকের প্রবেশ]

বিবেক। তবে জয় ঘোষণা কর রাজা—এই দেখ অহঙ্কারের ছিন্নমুণ্ড—

মধু। সাবাস—সাবাস বিবেক বান্ধব—তোমাকে ধন্যবাদ দেবার ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না!

বিবেক। কিন্তু এর পুরস্কার পাব কি রাজা? তোমায় উদ্ধার করেছি তোমার জীবন যুদ্ধ থেকে—কিন্তু মায়া যুদ্ধের অভিযানে তুমি বহুপূর্ব্বে পরাজিত হয়েছ!

মধু। মায়াযুদ্ধ—মায়াযুদ্ধ—হয়েছে স্মরণ!—
বুঝিয়াছি সুমতি কুমতি তাহারি সৃজন,
ছলে যেবা মধু কৈটভের
মৃত্যুবর নিল মাগি বুদ্ধির প্রভাবে!
হয়েছে স্মরণ, হাসি বিদ্রূপের হাসি
দিছি বর আত্মমৃত্যু হেতু!
তাই বুঝি করালে স্মরণ জয়ী আমি তোমার কৃপায়?
কোথা সেই যুদ্ধবীর চতুর সে ছলী?
তাহারে করিলে জয় তবে জয়ী জীবন সংগ্রামে—
নহে হেন জয়ে লজ্জানত রবো চিরকাল!

বিবেক।　জন্ম দিল যেবা, সেই পুরুষ পুঙ্গব
চিন্ময় অব্যয়—একাধারে
সত্ব রজঃ তম ত্রিগুণ আশ্রয়ী—
সাধ্য নাহি তব তাঁহারে করিতে জয়!
সোহং সোহং রূপান্তরে বিবেক বান্ধব।
যদি পরীক্ষা করিতে সাধ,
চল আরো উর্দ্ধে জলের প্রথম স্তরে—
দেখিবে আমারে—
অনন্ত শয্যায় নিদ্রাগত আমি সেই পদ্মনাভ!

[প্রস্থান

মধু।　কৈটভ—কৈটভ, বুঝেছ এখন—
সব মায়া—ঘোর মায়াবদ্ধ মোরা!
চতুর কপটী দিয়ে পরাজয়
লজ্জা দিয়ে পদানত অধীন করিতে চায়!
নহে কোথা পেতে তুমি
সুমতি কুমতি আমারে করিতে দান?
কোথা পাইতাম বিবেক বৈরাগ্য,
বন্ধু মণিহংস—
কাম ক্রোধ লোভ—ধ্বংসকারী অহঙ্কার?
পেয়েছি ধর্ম্মের আলোক শান্তির নির্ঝর
আজি দেখি লজ্জা সে আমার!
ভোগ্য হবো এ সবার—
পারি যদি পদ্মনাভ সনে রণে জয়ী হ'তে!

কৈটভ। বৃথা যুদ্ধে কেটে গেল বহুকাল—
মায়ার তাড়নে হারায়েছি সত্তা আমাদের!
নিদ্রাগত ছিনু এতদিন—
স্বভাব চালিত হয়ে আত্মগর্ব্বে হতে হবে জয়ী
অন্যথা কি তায়! সত্য কথা—
হয়ে গেছে পরাজয়—সেও ভাল;
কিন্তু লজ্জার এ জয়ে নাহি প্রয়োজন!
আকিঞ্চন, সম্মুখ সংগ্রামে
অহ্বানি বিক্রমী যুদ্ধ বীরে হবো রণজয়ী!

মধু। সাবাস কৈটভ—এসো সাথে—
লয়ে চল যুদ্ধ অভিযানে!

বৈরাগ্য। আর আমি?

মধু। তুমি? মায়াযুদ্ধ অভিযানে
গৌরব নিশান তুমি মোর—
এ সম্বন্ধ কোন দিন কোন কালে
বিচ্ছিন্ন না হবে—যতদিন অস্তিত্ব আমার!

বৈরাগ্য। তবে সাথে লহ মোরে!

মধু। কৈটভ, লয়ে এসো
জয়ের নিশান বৈরাগ্য রতন—
মায়াযুদ্ধ অভিযানে গৌরবের চির নিদর্শন!

[মধু ও বৈরাগ্যকে ক্রোড়ে
লইয়া কৈটভের প্রস্থান

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

বারিধি বক্ষ

[শ্রীবিষ্ণু]

শ্রীবিষ্ণু। এ কি, কেন এ কম্পন?
প্রলয় পয়োধি জলে অনন্ত শয়নে
আছিলাম সুখ নিদ্রা ভোগে
কোন্ শত্রু, আলোড়িত করি বক্ষ বারিধির
অকস্মাৎ শত্রুতা সাধিল?
সৃষ্টি করি দুর্ব্বার তরঙ্গ,
ভঙ্গ করি নিদ্রা মোর—কেবা—কোথা—
কোন্ অন্তরীক্ষে পলায়িত—লুকায়িত?
করুণা প্রত্যাশী যদি
এসো সম্মুখে আমার—
ব্যক্ত কর কিবা আকিঞ্চন!
শত্রু যদি নাহিক নিস্তার তবে—
সাজি রণ বেশে চক্র ধরি করে
ছিন্ন করি শত্রু শির
ডুবাইব বারিধি তরঙ্গে!

[মধুর প্রবেশ]

মধু। শত্রুতা সাধিতে—
চাতুর্য্য কৌশলে লয়েছিলে বর
কেন তাহা বিস্মরণ নিদ্রার সম্ভোগে?

ঘোর মায়া সৃষ্টি করি নিদ্রাগত তুমি,
সংযমে সিদ্ধি ফল করিলে অর্জ্জন—
আর মোরা দুটী মধু ও কৈটভ
অসংযমে অবিরাম মায়ার পশ্চাতে ছুটি'
বৃথা যুদ্ধে চরিতার্থ করি বাসনা তোমার!
কেন, কি হেতু এ অবিচার?
সত্ত্ব রজঃ তম ত্রিগুণ আধার ব'লে?
পাইয়াছ বর—মধু ও কৈটভ
বধ্য তব করে—সেই হেতু?
শ্রেষ্ঠ তুমি—তারই বিপুল গর্ব্বে?
অবিচারী যেবা—
শ্রেষ্ঠত্ব তাহার কভু নহে প্রশংসার!

শ্রীবিষ্ণু। কিন্তু শ্রেষ্ঠত্ব আমার মেনেছিলে সেইদিন—
বীরাচারে বর দিলে যেই দিন
তোমা দোঁহে বধ্য মম করে!
পুনঃ বিদ্রূপ হাসিতে করিলে প্রচার—
শ্রেষ্ঠ তুমি—আমি যেন ভিক্ষুকের প্রায়
তোমারই করুণা প্রত্যাশী! বীর তুমি—
তাই মায়া যুদ্ধ আমারি বিধান!
কহ, যুদ্ধ রীতি দেখিলে কেমন?

[কৈটভের প্রবেশ]

কৈটভ। চমৎকার—যুদ্ধ নীতি তব অতি প্রশংসার!
নির্ব্বিবাদী রক্ষীহীন জন

সুবিশ্বাসে যথা—
আপনায় সহাস্তে ছাড়িয়া দেয়
গুপ্ত ঘাতকের হত্যার কৃপাণ তলে
হত্যাকারী যে প্রথায় জয়যুক্ত হয়,
এই জয় যে যুদ্ধ প্রথায়—
সেই যুদ্ধ নীতি তব অতি প্রশংসার !

শ্রীবিষ্ণু। বুঝহ সন্ধান—কেন
কোন প্রয়োজনে
কেবা গড়েছিল হেন যুদ্ধ নীতি !

মধু। রাথ তব যুদ্ধ নীতি—
রাথ বিদ্রূপ চাতুরী
বীরাচারী যদি, শ্রেষ্ঠ যদি তুমি—
কেন চাহিলে না প্রকাশ্য সংগ্রাম ?
কেন চাতুর্য্যে তোমার কৌশল করিয়া
শ্রেষ্ঠত্ব রাখিয়া নিজ—
ভিক্ষা নিলে মৃত্যু বর আমা দোঁহাকার ?"

শ্রীবিষ্ণু। মৃত্যু অনিবার্য্য যার,
কিবা ক্ষোভ তার মৃত্যুর কারণে ?
ইঙ্গিতে জানায়ে দিছি
তবু দম্ভ ভরে হেসেছিলে বিদ্রূপের হাসি !
শিয়রে মরণ তোমা দোঁহাকার—
হাসি তাই বিদ্রূপের হাসি !
যাক্, যুক্তি তর্কে নাহি প্রয়োজন—
কহ, মায়া যুদ্ধ দেখিলে কেমন ?

মধু। শোণিত শোষণে পেতেছিলে মায়া যুদ্ধ ফাঁদ—
তাহে সিদ্ধ কাম তুমি—
ধরিয়াছ মধু ও কৈটভে!
কিন্তু পারিতে না—সম্মুখ সমরে
যোদ্ধার প্রথায় রণাঙ্গণে
তুমি একা যদি অবতীর্ণ হ'তে!
ছলনায় সৃষ্টি করি গুপ্ত ঘাতকের দল
দিলে ছাড়ি সম্মুখে আমার;
কুৎসিৎ প্রকৃতি তারা
ঢাকি মোহিনীর আবরণে
অবহেলে দিল পরাজয়!

শ্রীবিষ্ণু। পরাজয়? তাই বুঝি আসিয়াছ
পরাজয় ব্যথা উপশমে করুণা প্রত্যাশী হয়ে?

মধু। ছলে ভরা চিত্ত যার, তার পাশে
করুণা প্রত্যাশা পূর্ণ বিড়ম্বনা!
চাহিনা করুণা, চাহি রণ—
বীরাচারে বীরেব প্রথায়;
শ্রেষ্ঠত্ব মানিব তব যুদ্ধ অবসানে!

শ্রীবিষ্ণু। পুনঃ কহি শ্রেষ্ঠ আমি—

মধু। হ্যাঁ—হ্যা, মাত্র কপট লীলায়!
যার ফলে লইয়াছ বর—
বধ্য মোরা তব হস্তে!
লইয়াছ হরি দেহের শোণিত,
ভগ্ন দেহ শোণিত শোষণে,

তবু অবশিষ্ট দেহের বিক্রম
আসিয়াছি শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণে!
আগে জয়ী হও সম্মুখ সংগ্রামে—
পরে হবে করুণার আদান প্রদান!

শ্রীবিষ্ণু। চাহ রণ?

মধু। রণ—রণ—রণ বাঞ্ছা জাগে চিতে!

কৈটভ। সুকোমল সৌম্য মূর্ত্তি তব
জীবন বিহীন হয়ে
অচিরায় ভেসে যাবে বারিধি তরঙ্গে!

শ্রীবিষ্ণু। দ্বন্দ্ব যুদ্ধে অচিরায় মীমাংসা হইবে তার!

[মধু ও কৈটভের সহিত শ্রীবিষ্ণুর যুদ্ধ—শ্রীবিষ্ণু মধু ও কৈটভের কেশাকর্ষণ করিয়া দাঁড়াইলেন]

কি যুগল বীর! এখনো কি আছে সাধ
সমরের কৌতূহল নিবারণে?
মরণ শিয়রে দোঁহাকার!
শ্রেষ্ঠত্ব মানিয়া মোর চাহ ভিক্ষা—
করুণায় অর্পিতে সক্ষম আমি!
কহ হে দানব মধু! রে কৈটভ!
কহ কিবা শাস্তি শাস্তি ভঙ্গে মোর?

মধু। শাস্তি মৃত্যু! নাহি জানি সৃষ্টির সন্ধান—
কিন্তু ধ্বংসের সন্ধানে চিনেছি তোমায়
ক'রে দাও লয়, ধুয়ে ক্লেদ রাশি যত
স্থান দাও মুক্তির নিলয় পদাশ্রয়ে তব!

শ্রীবিষ্ণু। পৃথিবীর রোদন বারিতে
ধ্বংস ধরা প্লাবনে রচিত ;
সেই স্রোতে আছিলাম শান্তির শয়নে,
শত আবেদন রাখি দূর হ'তে দূরান্তরে
সে শান্তির হন্তারক তোমা দোঁহে !
প্রতিদান দিতে —
ধ্বংস করি যুগল দানবে
পুনঃ আমি নিদ্রা যাবো সুখে !

কৈটভ। পারিবে না হে মহান্ !
শান্তির শয়নে কণ্টক উঠিবে ফুটি ;
দানবের মৃত আত্মা
শিয়রে তোমার অনিবার কাঁদিয়া ফিরিবে !
নিদ্রা ফেলি দূরে
হ'তে হবে জাগরণে ব্রতধারী !

শ্রীবিষ্ণু। কেন ?

মধু। অভিশাপ দানবের !
একদিন দিয়াছিনু বর
ডালি দিব জীবন প্রদীপ—
আজি নির্ব্বাণে তাহার
অভিশাপ সুযোগ্য দক্ষিণা তার ;
ফলে যার—
জাগিয়া কাটাতে হবে শত শত যুগ !

শ্রীবিষ্ণু। একি, পরাজয় ক্ষোভে দিয়ে অভিশাপ
জয়ী হবে যুগল দানব ?

মধু। দিছি প্রাণ—পদানত তব—তবু কহি—
জয়ী—জয়ী মোরা রব চিরদিন !
নাহি কর ক্ষোভ ! বর দিয়ে তোমা—
পরাজয় লয়েছি বাছিয়া !
বিনিময়ে তার করুণায় তুমি
এতটুকু অভিশাপ পার না সহিতে ?

শ্রীবিষ্ণু। ওরে যুগল দানব—
পরাজিত নহ তোমা দোঁহে !
জয়ী হ'তে আপন হারায়ে পরাজিত আমি
করুণা প্রত্যাশী হয়ে
জীবন কুসুম দুটী সমাদরে সমর্পিলে যদি,
তবে দোঁহাকার অভিশাপ সার্থক করিতে
স্মৃতির বেষ্টনী ঘেরা কীর্ত্তি লয়ে সাথে
যুগ যুগান্তর ধরি রহিব জাগ্রত !
প্রলয় পয়োধি জলে
জয় পরাজয় চিহ্ন করিতে অঙ্কিত,
মৃত্যু শেষে তোমা দোঁহাকার,
স্থির অচঞ্চল দেহ মেদ হ'তে
বিরচিব অপূর্ব্ব মেদিনী !—
রক্ষা ভার লয়ে, শিয়রে বসিয়া যার
জাগরণে মোর, কর্ম্ম কাণ্ড লয়ে
কেটে যাবে যুগ যুগান্তর
ধ্বংস হও—ধ্বংস হও—
সৃষ্টি হও মেদ হতে—

প্রলয়ের একাংশ সলিলে
ক্ষিতি অপ তেজ ব্যোম মরুত আশ্রিত,
মহাকীর্ত্তি বিশাল মেদিনী।

মধু ও কৈটভ। জয় বিষ্ণু—জয় কৃষ্ণ—
জয় বিশ্বনাথ - জয় নারায়ণ!

[মধু ও কৈটভকে লইয়া
শ্রীবিষ্ণুর প্রস্থান

[পৃথিবীকে মধ্যে রাখিয়া গীতকণ্ঠে পঞ্চভূতের প্রবেশ]

গীত

জয় বিষ্ণু, জয় কৃষ্ণ, জয় বিশ্বনাথ নারায়ণ।
কৃপায় যাঁহার ক্ষিতি অপ তেজ ব্যোম মরুত সচেতন॥
দানবের তেজে সৃজিত মেদিনী,
সৃষ্টি হইল দিবস রজনী,
কণ্ঠে কণ্ঠে উঠিবে রাগিণী ধরণী সৃজিল নারায়ণ॥

সমাপ্ত

বিশ্ব-বিশ্রুত অভিনব গীতাভিনয়

সত্যভামা রামদুর্লভ কাব্যবিশারদ প্রণীত। সত্যম্বর চট্টোপাধ্যায়ের দলে অভিনীত। শ্রীকৃষ্ণ, সত্যভামা, রুক্মিণী, নারদ, দুর্ব্বাসা, মহাদেব, জরাসন্ধ, ললিতা, যশোদা ইত্যাদি প্রত্যেককেই ইহাতে পাইবেন। মূল্য ১॥০ দেড় টাকা, মাশুল পৃথক্।

শান্তনু পঙ্কজভূষণ রায় কবিরত্ন প্রণীত। রয়েল বীণাপাণি অপেরায় অভিনীত। চতুর্ব্বেদ, সপ্তবসু, কপিঞ্জল, দাসরাজ, মধুজেলে, পৃথিবী, প্রকৃতি মৎস্যগন্ধা ইত্যাদি সবই আছে, উৎকৃষ্ট কাগজে ছাপা, (সচিত্র) মূল্য ১॥০ দেড় টাকা, মাশুল পৃথক্।

বঙ্গবালা শ্রীযুক্ত গজেশ কুমার চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। শঙ্কর অপেরায় কীর্ত্তিস্তম্ভ। অর্দ্ধেক বঙ্গেশ্বরী রাণী ভবানীর কথা আজ বাংলার ঘরে ঘরে বিদ্যমান, নবাব সিরাজপ্রেয়সী লুৎফাউন্নেসা জগৎশেঠ প্রভৃতির বিচিত্র কাহিনী। মূল্য ১॥০ দেড় টাকা, মাঃ পৃথক্।

মহারণে রামানুজ বা লক্ষ্মণের শক্তিশেল রামদুর্লভ কাব্যবিশারদ প্রণীত। সত্যম্বর চট্টোপাধ্যায়ের যাত্রার দলের বিজয় নিশান। ইহাতে রামাদি ভ্রাতৃ চতুষ্টয়, ব্রহ্মাদি দেবগণ, রণচণ্ডী, রাবণ, ভবানন্দ, গাড্ডুভট্ট ইত্যাদি সবই আছে। মূল্য ১॥০ টাকা, মাশুল পৃথক্।

লক্ষবলি অঘোরচন্দ্র কাব্যতীর্থ প্রণীত। ভাণ্ডারীর দলের বিশ্ব-বিজয়ী অভিনয়। ইহাতে সেই মহারাজ সুরথের পত্নী, পুত্র ও রাজ্যত্যাগ, বনবাস, মহর্ষি মেধসের উপদেশ, সুরথের দুর্গোৎসব ও লক্ষবলি, সুরথ গৃহে দেবীর পুণ্য কাহিনী। মূল্য ১॥০ দেড় টাকা, মাশুল স্বতন্ত্র।

ঘেরণ্ড-সংহিতা

যোগি প্রবর ঘেরণ্ডদেব প্রণীত। যোগশিক্ষার অপূর্ব্ব গ্রন্থ। পূর্ব্বতন সাধু সিদ্ধ মহাপুরুষগণ যে যোগ প্রভাবে জরা-মরণ বিবর্জিত হইয়া দূরশ্রবণ, সূক্ষ্ম দর্শন, শূন্যে ভ্রমণ, পরদেহে প্রবেশ, ইচ্ছা ভ্রমণ ও বাকসিদ্ধি লাভ করিয়া অমর হইতেন সেই সকল যোগপ্রণালী আছে। মূল্য ৸০ বার আনা, মাশুল স্বতন্ত্র।

শ্রীশ্রীগুরুতত্ত্ব-প্রকাশিকা মূল্য ।০ চারি আনা, মাশুল পৃথক।

উদ্বাহতত্ত্বম্

বিবাহের যাবতীয় বিষয় এই শাস্ত্রগ্রন্থে আলোচিত হইয়াছে। মহামহোপাধ্যায় স্মার্ত্তপ্রবর রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য কৃত মূল, কাশীরাম বাচস্পতি কৃত সম্পূর্ণ টীকা ও নীলকমল বিদ্যানিধি কৃত বিস্তৃত অনুবাদ সহ, ইহা স্মৃতির আদ্য পরীক্ষার পাঠ্য। নির্ভুল সংস্করণ মূল্য ৸০ বার আনা, মাশুল স্বতন্ত্র।

সুপদ্ম ব্যাকরণম্

শ্রীমৎ ত্রৈলোক্যনাথ কাব্যতীর্থ সম্পাদিত। (চতুর্থ সংস্করণ)

মহামহোপাধ্যায় পদ্মনাভ দত্ত কৃত মূল, মহোপাধ্যায় বিষ্ণুমিশ্র কৃত সুপদ্মমকরন্দাখ্য টীকা ও সম্পাদক কৃত বিস্তৃত বঙ্গানুবাদ। পদসাধন প্রণালী, পদবিভাগ প্রভৃতি ছাত্রগণের পরম উপযোগী সমুদয় বিষয় ইহাতে আছে। প্রকাণ্ড গ্রন্থ। দুই খণ্ডে সম্পূর্ণ, ১ম খণ্ড মূল্য ২৷৹ আড়াই টাকা, ২য় খণ্ড মূল্য ২৷৹ আড়াই টাকা। সুপদ্মব্যাকরণ সম্বন্ধীয় অন্যান্য গ্রন্থ। **সুপদ্ম-মকরন্দ** ৷৹ আট আনা। **সুপদ্মধাতু কৌমুদী** ।৶০ ছয় আনা, মাশুল স্বতন্ত্র।

পরাশর-সংহিতা

মহামুনি পরাশর মতে ব্যবস্থার সানুবাদ। জন্ম-জন্মান্তর কৃত পাপের ফলে যে সমস্ত রোগ উৎপন্ন হয়—তাহার প্রতিকারার্থে প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থা সুন্দররূপে লিখিত। মূল্য ৷৶০ দশ আনা, মাশুল স্বতন্ত্র।

প্রায়শ্চিত্ত তত্ত্ব

মহামহোপাধ্যায় ৺রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য কৃত। ৺রাধামোহন গোস্বামী ভট্টাচার্য্য কৃত টীকা সম্বলিত। বিদ্যার্থী, বৈষয়িক গৃহস্থ লোকের বোধার্থ ইহার শেষ ভাগে বিস্তৃত সরল অনুবাদ প্রদত্ত হইয়াছে। উহা পাঠ করিলে সর্ব্বসাধারণ ইহার মর্ম্মার্থ বুঝিতে পারিবেন এবং স্মৃতির আদ্য পরীক্ষার পাঠ্য। ছাত্রগণের শিক্ষার বিষয়ে বিশেষ সুবিধা হইবে। মূল্য ১৷৶০ টাকা, মাশুল স্বতন্ত্র।

জ্যোতিষতত্ত্ববারিধি

শ্রীযুক্ত নীলকমল বিদ্যানিধি সম্পাদিত।

লিখিত জ্যোতিষশাস্ত্র বারিধি মন্থন করিয়া এই গ্রন্থরত্ন উদ্ভূত হইয়াছে। শুদ্ধিদীপিকা, জ্যোতিষতত্ত্ব, জ্যোতিষপ্রকাশ, জ্যোতিষরত্ন, জাতকচন্দ্রিকা, খনা, বরাহমিহির, পরাশর ও বৃহৎপরাশরী প্রভৃতি জ্যোতিষগ্রন্থের সার সংগ্রহ করিয়া এই পুস্তক রচিত। এতদ্ভিন্ন মনু, হারীত, যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি নানা সংহিতা এবং বিবিধ পুরাণ ও তন্ত্রোক্ত বচন প্রমাণ ইহাতে উদ্ধৃত হইয়াছে। সংস্কৃত মূল ও শ্লোকের সহিত গোবিন্দানন্দকৃত টীকা এবং সুচিন্তিত ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ টিপ্পনী সম্বলিত। মূল্য ২৷৷০ আড়াই টাকা, মাশুল পৃথক্।

বৃহত্তন্ত্রকোষঃ

সমুদয় দুষ্প্রাপ্য প্রাচীন তন্ত্রগ্রন্থের সার সঙ্কলন করিয়া এই বৃহৎ গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। এই পুস্তক পাঠে তন্ত্রোক্ত শবসাধন, যোগসাধন, পরীসাধন, নানাবিধ বশীকরণ প্রভৃতি অসংখ্য বিস্ময়কর কার্য্যের সাধনশক্তি-লাভ করিবেন। প্রাঞ্জল বঙ্গানুবাদ সমেত। মূল্য ১৷৷০ দেড় টাকা, মাশুল স্বতন্ত্র।

উৎকল খণ্ড

এই গ্রন্থে জগন্নাথক্ষেত্র সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য সমস্ত বিষয় পাইবেন কিরূপে শ্রীশ্রী৺জগন্নাথদেব তথায় স্থাপিত হইলেন, তাহা এবং ইন্দ্রদ্যুম্নরাজার আমূল সমস্ত ইতিহাস ইহাতে নিবদ্ধ আছে। এতদ্ভিন্ন শ্রীক্ষেত্রধামদর্শনে অবশ্য করণীয় ক্রিয়া-পদ্ধতি এবং মহাপ্রসাদ মাহাত্ম্য প্রভৃতি লিখিত আছে। মূল্য ১৷৶০ টাকা, মাশুল স্বতন্ত্র।

শ্রীশ্রীরাসপঞ্চাধ্যায়

শ্রীকৃষ্ণের লীলাসমূহের মধ্যে রাসলীলার রহস্যই সর্ব্বাপেক্ষা গূঢ়তম। কি বৈষ্ণব, কি অবৈষ্ণব, কি গৃহী, কি উদাসীন প্রত্যেকেরই জীবনে এই রাসতত্ত্বজ্ঞানের স্পৃহা বলবতী। ইহাতে মূল সংস্কৃত ও বঙ্গানুবাদ সহ শ্রীধর স্বামী কৃত টীকা জীব গোস্বামী-কৃত ক্রমসন্দর্ভ টীকা এবং অতি বিস্তৃত বাংলা ব্যাখ্যা আছে, মূল্য ১॥০ টাকা, ঐ **ছোট সাইজ ।০ আনা মাঃ স্বতন্ত্র।**

কবিরাজ এস, বি, পাল সঙ্কলিত। সকলপ্রকার ব্যাধির চিকিৎসার শ্রেষ্ঠ পুস্তক।

ইহাতে রোগনির্ণয়, ঔষধ, তৈল, অরিষ্ট ও অবলেহাদি প্রস্তুত প্রণালী সমস্তই সরলভাবে সন্নিবেশিত আছে। এমন কি পারদ, উপদংশ, বসন্ত স্ত্রী-ব্যাধি প্রভৃতি রোগের চিকিৎসাও শিখিতে পারিবেন। মূল্য ॥০ আট আনা, মাশুল স্বতন্ত্র।

রস-রত্নাকর

সমগ্র আয়ুর্ব্বেদজলধি মন্থন করিয়া কবিরাজ শ্রীকালীপ্রসন্ন কবিশেখর যে অমৃতের উদ্ভব করিয়াছেন তাহাই এই **রস-রত্নাকর** গ্রন্থ। ইহাতে ধাতু সমূহের শোধন, জারণ, ও ব্যাধি সকলের চিকিৎসা, বটিকা, মোদক, পাচন, অবলেহ, আসব, অরিষ্ট, তৈল ও ঘৃতাদির প্রস্তুতপ্রকরণ সরল ভাষার বঙ্গানুবাদ সমেত লিখিত হইয়াছে। এই এক পুস্তক পাঠে আয়ুর্ব্বেদ সম্বন্ধে পরিবর্দ্ধিত ও সংশোধিত সমূহ সম্পূর্ণ জ্ঞানলাভ হয়। সংস্করণ উৎকৃষ্ট কাগজ ডবল ক্রাউন সাইজ। মূল্য ৩৲ তিন টাকা মাত্র। ডাক ব্যয় স্বতন্ত্র।

কামাখ্যাতন্ত্র

ইহাতে আপনি নিজে ত' উপকৃত হইবেনই উপরন্তু অপর দশজনেরও অশেষহিতসাধনে সমর্থ হইবেন। ইহাতে ভূত, পেঁচোঝাড়ন, ফিক্‌বেদনা, পেটকামড়ান, সর্পাঘাত প্রভৃতির চিকিৎসা ও মন্ত্র জল-পড়া, তেলপড়া, মাটীপড়া, হাতচালা, ক্ষুরচালা প্রভৃতি শতাধিক বিষয় সরলভাবে লিখিত আছে। পুস্তকখানি লাল কালীতে ছাপা, মূল্য ॥০ আট আনা মাশুল স্বতন্ত্র।

সেই স্বর্ণময়যুগের স্বপ্নময়ী তরঙ্গমালা আজ নূতন ছাঁচে ঢালিয়া প্রকাশিত হইল। যে অমৃতময়ী গল্পলহরী পান করিবার জন্য আবাল বৃদ্ধ বনিতা পিপাসিত চাতকের ন্যায় লালায়িত—স্বপ্নরাজ্যের—পরীরাজ্যের—মায়ারাজ্যের সেই বিমোহন ইন্দ্রজাল লীলা পাঠ করিয়া পরিতৃপ্ত হউন। মূল্য ১৲ এক টাকা মাঃ পৃথক।

ঠাকুর মহাশয়ের সংসার

গ্রন্থকার—অক্ষয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। পুস্তকখানি হাতে পাইলে আহার নিদ্রা ভুলিয়া যাইবেন।

প্রথম খণ্ডে—পরচিত্তহরা, হলদে পাখী, সোণার হার, সায়লা পাগলা, এক মাণিক, সতীর মহিমা, কনকলতা, বাঁদর বাঁদরী, প্যাঁচাবাবু, দুঃখরাজ, বিদ্যুৎলতা, মাণিক মতি, নূতন বাদসা নামক অত্যাশ্চর্য্য মর্ম্মস্পর্শী গল্প সমূহ। মূল্য ১॥০ দেড় টাকা, মাশুল পৃথক।

দ্বিতীয় খণ্ডে—প্রফুল্ল বিজলী, দানে কল্পতরু, সুলোচনা, শম্ভুচামার, গন্ধময় ফুল, লীলালতা, শশীশঙ্কর রায় নামক গল্প গুচ্ছ। মূল্য ১॥০ দেড় টাকা, মাশুল পৃথক।

শ্রীকালীপ্রসন্ন বিদ্যারত্ন কর্ত্তৃক সঙ্কলিত। এই গ্রন্থ প্রত্যেক যুবক যুবতীর পরম আকাঙ্ক্ষার বিষয়। ইহাতে স্ত্রীপুরুষের লক্ষণ মিলন, যোগ্যাযোগ্য নিরূপণ, চারিজাতি কন্যা লক্ষণ ইত্যাদি যাবতীয় জ্ঞাতব্যবিষয় বিশেষভাবে বিবৃত হইয়াছে। সমস্ত বিষয় একত্রে সন্নিবিষ্ট এরূপ কোনও পুস্তক নাই। মূল্য ৸০ বার আনা, মাশুল স্বতন্ত্র।

কর্ম্মলোচন—।০, কর্পূরাদি স্তব—।০, সর্প চিকিৎসা—।০, নাড়ীজ্ঞান শিক্ষা—।০, জ্বর চিকিৎসা—৵০, ইহার এক খানি পুস্তক ভিঃপিতে পাঠান হয় না জানিবেন।

রাজবালার গুপ্তকথা

বঙ্গের বিশিষ্ট সুপরিচিত সুলেখক দ্বারা সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণ বিচিত্র গ্রন্থ। হর্ষ, বিষাদ, বীরত্ব, করুণা প্রভৃতি রসসমূহের সমন্বয়, রাজবালার জীবনের পরম সুখ ও চরম বিপদের লোমহর্ষণ কাহিনী পূর্ণ। মূল্য ৸০ আনা। মাশুল স্বতন্ত্র।

অদ্ভুত-যাদুবিদ্যা

ইহাতে ভৌতিক মায়াতাস, তাসকে পক্ষীকরণ, অগ্নি-ভক্ষণ, ডিম্ববমন, উড়ান, মায়াঘড়ি, আশ্চর্য্য শিরশ্ছেদ, কাটামুণ্ডের কথা কহা, পা উড়ান, বায়ু হইতে টাকা গ্রহণ, রৌপ্যমুদ্রাকে স্বর্ণমুদ্রা ও লোহাকে স্বর্ণ করা, জলে অগ্নিজ্বালা, অন্ধকারে পুস্তক পাঠ ছায়াবাজী, আতস বাজী, প্রায় দেড় শত ১৫০ রকমের ম্যাজিক আছে। মূল্য ৸০ বার আনা মাশুল স্বতন্ত্র।

ইন্দ্রজাল রত্ন

অত্যাশ্চর্য্য, অত্যদ্ভুত ও বিস্ময়কর। চারিখণ্ড একত্রে। ভোজবাজী, ভেল্কিবাজী, অদ্ভুত ঐন্দ্রজালিক তামাসা, ভূত, প্রেত, পিশাচ, ডাকিনী, যোগিনী, ডাইন ইত্যাদি দূরীকরণ—সর্প মন্ত্র ও ঔষধাদি, আত্মরক্ষা, গর্ভরক্ষা, সিংহাদি জীবজন্তুর মূর্ত্তিধারণ ও **তান্ত্রিক চিকিৎসা প্রভৃতি** বিস্ময়কর বিষয় আছে, **কামরূপতন্ত্র মন্ত্র উপহার সহ** মূল্য ১৲ এক টাকা, মাশুল স্বতন্ত্র।

ধর্ম্মী ও গৃহীর নিত্য প্রয়োজনীয় গ্রন্থ। প্রত্যেক কার্য্যে যাহাতে সহজে ও সম্পূর্ণভাবে অধিকার জন্মে তাহারই সুন্দর উপায় স্বরূপ এই গৃহস্থ জীবন সুবৃহৎ পুস্তকখানি প্রণয়ন করা হইল। ইহার বর্ণিত বিষয় অনন্ত—তবে সাধারণের জন্য কতক-গুলি বিষয় নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া হইল। যথা—অর্থোপার্জ্জন, শরীর রক্ষা, সংসার ধর্ম্ম, সহজ গৃহ-চিকিৎসা, সর্ব্ববিধ ব্রতকথা, সন্ধ্যাবিধি, পূজার ফর্দ্দমালা, ভূত, প্রেত, ডাইন চিকিৎসা, বশীকরণ, জলপড়া, সামুদ্রিক গণনা, জ্যোতিষতত্ত্ব, মিষ্টান্ন প্রস্তুত, ভোজবাজী, নানাপ্রকার এসেন্স ও সাবান প্রস্তুত, দলিল লিখন প্রণালী, মুষ্টিযোগ, খোষগল্প, শিল্পশিক্ষা, মজলিসী শ্লোক, পোষ্টাফিস, রেলওয়ে সংক্রান্ত বিষয়, নানাপ্রকার হাসির কথা এই পুস্তকে সন্নিবেশিত হইয়াছে। মূল্য ১।০ পাঁচসিকা।

ঐ বিলাতী বাঁধাই মূল্য ১॥০ দেড় টাকা, মাশুল স্বতন্ত্র।

সত্যভামা

রামদুর্লভ কাব্যবিশারদ প্রণীত। এই পুস্তকখানি আধুনিক প্রথায় থিয়েটারের ধরণে লিখিত হওয়ায় অতীব সুন্দর হইয়াছে। সত্যম্বর চট্টোপাধ্যায়ের দলে অভিনীত। শ্রীকৃষ্ণ, সত্যভামা, রুক্মিণী, নারদ, ব্রহ্মা, মহাদেব, জরাসন্ধ, ললিতা, যশোদা ইত্যাদি প্রত্যেককেই ইহাতে পাইবেন। মূল্য ১।৷৹ দেড় টাকা, মাশুল পৃথক্।

মহারণে রামানুজ

বা লক্ষ্মণের শক্তিশেল। সুকবি শ্রীযুক্ত রামদুর্লভ কাব্যবিশারদ প্রণীত। সত্যম্বর চট্টোপাধ্যায়ের যাত্রা দলের বিজয় নিশান। ইহাতে রামাদি ভ্রাতৃচতুষ্টয়, বশিষ্ঠ, ব্রহ্মাদি দেবগণ, রণচণ্ডী, রাবণ, ভবানন্দ, গাড়ুভট্ট প্রভৃতি অষ্টবর্ষীগণ, ভগবতী, সীতা, মন্দোদরী, গন্ধর্ববালাগণ, হা তা হুহু সকলই আছে। মূল্য ১।৷৹ দেড় টাকা, মাশুল পৃথক।

গঙ্গেশ বাবুর রচিত রাধাকৃষ্ণ যাত্রা পার্টিতে অভিনীত। রাম নামের মাহাত্ম্যে রত্নাকরের অত্যাচারে দেশময় ভীষণ দস্যু—পাপপুণ্যের বিচার, দস্যু রত্নাকর মহর্ষি বাল্মীকি হইয়া রাম চরিতের পুতগাথায় জগৎ মোহিত করিলেন—পাঠ করিয়া পলকে শিহরিয়া উঠিবেন। মূল্য ১।৷৹ দেড় টাকা, মাশুল স্বতন্ত্র।

লক্ষবলি

অঘোরচন্দ্র কাব্যতীর্থ প্রণীত। ভাণ্ডারী অপেরায় অভিনীত। ইহাতে সেই মহারাজ সুরথের পত্নী পুত্র ও রাজ্যত্যাগ, বনবাস, মহর্ষি মেধসের উপদেশ, সুরথের দুর্গোৎসব ও লক্ষবলি, সুরথগৃহে দেবীর পুণ্য কাহিনী, নিপুণ নাট্যকারের হাতে কিরূপ ভাবগ্রহণ করিয়াছে দেখুন। মূল্য ১।৷৹ দেড় টাকা, মাশুল স্বতন্ত্র।

ভুবনেশ্বরী

শ্রীযুক্ত রামদুর্লভ কাব্যবিশারদ মহাশয়ের লিখিত। নিউ শঙ্কর অপেরা পার্টির ইহাই জয়পতাকা। পুস্তকখানি দেবী ভাগবতান্তর্গত বিষয় বিশেষ অবলম্বনে লিখিত। যে বালক প্রহ্লাদের অলৌকিক ভক্তিতে স্ফটিকস্তম্ভে হিরণ্য কশিপুর বিনাশ সাধনে নৃসিংহমূর্ত্তি প্রকটিত হইয়াছেন তাহার কাহিনী আপনাদের চির বিদিত—তাহারই পরিণত জীবনের বিচিত্র কাহিনী। মূল্য ১।৷৹ দেড় টাকা, মাশুল পৃথক্।

দেবব্রত

ভবতারণ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। শশিভূষণ অধিকারীর দলের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অভিনয়। দেবব্রত সেই পিতার জন্য সর্ব্বস্ব ত্যাগ, চির কৌমারত্ব গ্রহণের ভীষণ প্রতিজ্ঞা, সিংহাসন ত্যাগ, ভারতের ইতিহাসে চিরকাল জ্বলন্ত অক্ষরে লিখিত থাকিবে। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া তৃপ্ত হউন। মূল্য ১।৹ দেড় টাকা, মাশুল স্বতন্ত্র।

কৃষ্ণযাত্রা

গঙ্গেশকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। রাধাকৃষ্ণ যাত্রাপার্টিতে অতি যশের সহিত অভিনীত। শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলার অভিনয়ে সকলেই মোহিত হইয়াছেন, যোগমায়ার আবির্ভাব, মধুর কুঞ্জলীলা, শ্রীকৃষ্ণের কালীমূর্ত্তি ধারণ, বর-প্রাপ্ত কৃষ্ণদ্বেষী অশ্বাসুরের রামকৃষ্ণ নিধনের আয়োজন পর্য্যন্ত সমস্তই ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। মূল্য ১।৹ দেড় টাকা, মাশুল স্বতন্ত্র।

বঙ্গবালা

বা **রাণীভবানী**। বিখ্যাত কবি শ্রীযুক্ত গঙ্গেশকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। শঙ্কর অপেরার কীর্ত্তিস্তম্ভ। অর্দ্ধ বঙ্গেশ্বরী রাণী ভবানীর কথা আজ বাংলার ঘরে ঘরে প্রতি বাঙালীর মুখে মুখে। তাহাই নাটকারের নিপুণ হাতে কি বিচিত্ররূপ ধারণ করিয়াছে পাঠ করুন। মূল্য ১।৹ দেড় টাকা, মাশুল স্বতন্ত্র।

অঘোরচন্দ্র কাব্যতীর্থ প্রণীত—বঙ্গের বীণাপাণি অপেরায় অতি যশের সহিত অভিনীত। ইহাতে ত্র্যম্বক শর্ম্মা ও দুলালচাঁদের কি মধুর আধ্যাত্মিক ভালবাসা—বৈষ্ণব ও বৈষ্ণবীর প্রেম রহস্য চিত্র—সুরথ ও সুধন্বার অপার্থিব ভ্রাতৃপ্রেম। আবার অন্যদিকে মৃত্যু ও বিভীষিকার ভয়াবহ দৃশ্য, দেখিলে ভুলিতে পারিবেন না—ভৈরবীর ভীষণ প্রতিহিংসা—রাজা হংসধ্বজ ও রাণী শ্রদ্ধার কেমন বিপুল রণ আয়োজন—শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুন কর্ত্তৃক সুধন্বা বধ, ফলে সুরথের ক্ষমা প্রার্থনা। ইহা যেরূপ করুণায় ভরা তেমনই মর্ম্মস্পর্শী। সচিত্র মূল্য ১।৹ দেড় টাকা, মাশুল পৃথক্।

মহামিলন

অঘোরচন্দ্র কাব্যতীর্থ প্রণীত। শ্যামামায়ের বালক সঙ্গীত দলে অভিনীত। ইহাতে সেই সিন্ধুরাজ, বিক্রমশোলাঙ্ক, সেনাপতি বলদেব, চন্দ্রনারায়ণ, শ্যামচাঁদ, পেটুকরাম, কাপালিক, লাড়ু ভীল সর্দ্দার, প্রভাবতী, পূর্ণিমা, প্রভৃতি আছে। (সচিত্র) মূল্য ১।৹ দেড় টাকা, মাশুল পৃথক্।